# সপ্তমীর বলিদান।

কবিকৃষ্ণামৃত

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশক—

শ্রীহেরম্বজীবন চট্টোপাধ্যায়

বাঁশবেড়িয়া ( হুগলী )।

প্রিণ্টার—শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার

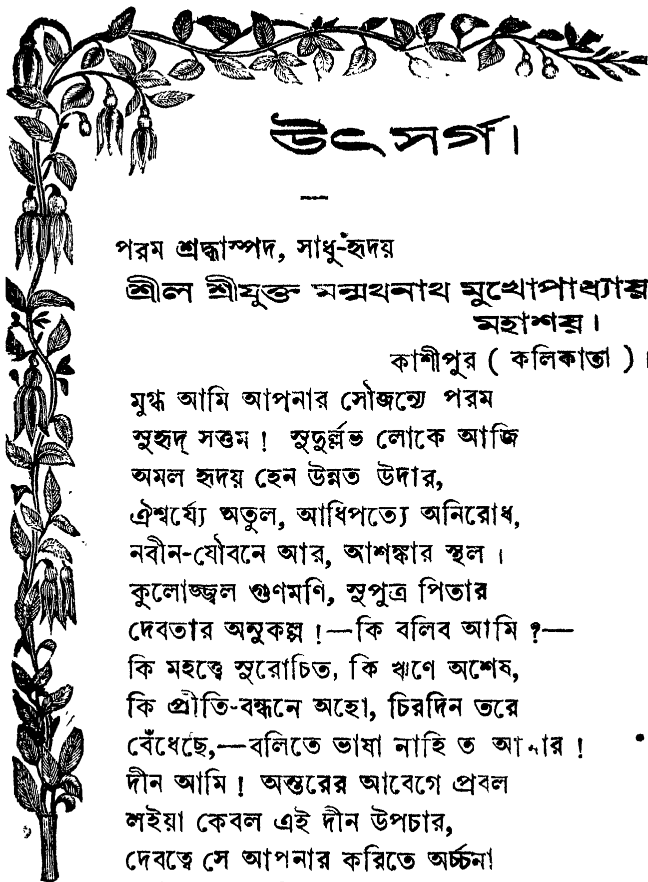
কাত্যায়নী মেসিন্ প্রেস্

৩২।১ নং শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা

মূল্য ১৲ টাকা।



গ্রন্থকার ( ১৩১২ বঙ্গাব্দ )



# উৎসর্গ।

—

পরম শ্রদ্ধাস্পদ, সাধু-হৃদয়

শ্রীল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়,
মহাশয়।

কাশীপুর ( কলিকাতা )।

মুগ্ধ আমি আপনার সৌজন্যে পরম
সুহৃদ্ সত্তম! সুদুর্লভ লোকে আজি
অমল হৃদয় হেন উন্নত উদার,
ঐশ্বর্য্যে অতুল, আধিপত্যে অনিরোধ,
নবীন-যৌবনে আর, আশঙ্কার স্থল।
কুলোজ্জ্বল গুণমণি, সুপুত্র পিতার
দেবতার অনুকল্প!—কি বলিব আমি?—
কি মহত্ত্বে সুরোচিত, কি ঋণে অশেষ,
কি প্রীতি-বন্ধনে অহো, চিরদিন তরে
বেঁধেছে,—বলিতে ভাষা নাহি ত আমার!
দীন আমি! অন্তরের আবেগে প্রবল
লইয়া কেবল এই দীন উপচার,
দেবত্বে সে আপনার করিতে অর্চ্চনা
আকিঞ্চন;—নিজগুণে লহ ক্ষুদ্র দান;
ছেলেখেলা মোর সপ্তমীর বলিদান।

ভবদীয়

শ্রীচণ্ডীচরণ দেবশর্ম্মা।

# গ্রন্থ-পরিচয়।

গ্রন্থের প্রারম্ভে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। বস্তুর স্বাদনেই তাহার গুণপরিচয় পাওয়া যায়; সে-পরিচয় দেওয়া কথায় ক হয় না। তবে তদ্বিষয়ে অপর জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক সময় বলিতে ; বলিলে আস্বাদ্য বা উপভোগ্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ ও নন্দ বর্দ্ধিত হয়। পুত্রের হাতে একটি আম দিয়া বাবা যদি বলেন 'ওরে, তোর মত ছেলেবেলায় আমি একটি ভাল আম আমাদেব গাপীবল্লভের প্রসাদ পে'য়ে তা'রই আঁটিটে পুঁতে দিয়ে ছিলাম; তেই গাছটা হয়; এ' তারই ফল। ৺গোপীবল্লভেব প্রসাদ।" তাহা লে, ঐ আমের উপভোগে পুত্রের আনন্দ দ্বিগুণ বাড়ে। তাই, ামিও এই গ্রন্থের কথা কিছু বলিতে বসিয়াছি।

এই গ্রন্থখানি বচিত হইয়াছে আজ প্রায় পূর্ণ বিশ বৎসর। ইং ০৫ অব্দে। এই সুদীর্ঘকাল ইনি কাগজপত্রের মাঝেই, পতিসঙ্গপ্রাপ্ত তীর পেটকাবদ্ধ পুত্তলিকাবৎ নিদ্রিত ছিলেন। আমার জামাতা মান্ হেরম্ব বাবাজীবন আজ তাহাকে টানিয়া এই বিংশতি বৎসরের ়া-নিদ্রা হইতে হঠাৎ জাগাইয়া, একবারে গঙ্গাপারে কলিকাতার দ্রা-যন্ত্রাগারে আনিয়া ফেলিয়াছে। আমিও কাল-চক্রে কলিকাতায়। ার কলি; মহাবলশালী; সেই কলির কাতায় আজ কে না বদ্ধ? া কাতা কাটে এমন কাতান গড়িতে পারিয়াছে বা সংগ্রহ করিয়াছে য় জন? সেই কাতানের জন্যই সর্ব্বস্বমূল্যে মহাজনের নিকট লোহা ইস্পাত সংগ্রহ করিয়া কামার ঘরে পড়িয়া আছি আমি। সহসা বাদ পাইলাম—'সপ্তমীর বলিদান' ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। সে কি

কথা ! রত্নসদৃশ কত গ্রন্থ অপ্রকাশিত থাকিতে, সেই কবে f লিখিয়াছি,—সাপ্-বেঙ্ কি আছে তাহাতে,—তাহাই হঠাৎ ছাপ অক্ষরে গ্রন্থকারে বাজারে বাহির হইতে চলিল ? ভাবিতেছি নানারূপ চিন্তা হইতেছে ;—অমনি প্রুফ্ও আসিয়া গেল ; তৎ হেরম্বের পত্র। তাহার বইখানি বড় মনে লাগিয়াছে। কালোচি কি না ! শীঘ্রই ইহা বাহির হয়,—ইহাই তাহার একান্ত অভিপ্রা অ ব করিব কি ? প্রুফ্ দেখার মুখেই তখন সেই নূতন যৌবনে উচ্ছ্বাসময়ী অসংযতা ভাষাকে স্থানে স্থানে সামান্যরূপ সংযতা করি এইরূপে লোকের মাঝে বাহির করিলাম। কিন্তু একদিন য কত আদর করিয়া লিখিয়াছি, যাহাতে কত না গৌরব অনু করিয়াছি, আজ তাহার অনেক স্থলে আমারই বিষম বিব আসিতেছে ; কত অনর্থ দর্শন হইতেছে। তাহা হইলেও, গ্রন্থখ প্রধানতঃ সদ্ভাব-মূলক ও ধর্ম্মভাব-উদ্বোধক বলিয়াই, আজ তাঃ প্রকাশে প্রশ্রয় দিলাম।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ...................... ॥ ( ২।১৩ ) ॥"

এই ভগবদ্‌বাক্য-অনুসারে এই গ্রন্থের প্রণেতাকে এখন বি বলিলেও ভুল বলা হয় না। সুতরাং, আমি, বর্ত্তমান সময়ে—যৌব শেষার্দ্ধে—যদি এই গ্রন্থের একটু আলোচনা করি, তবে তাহা দোষ হইবে না।

গ্রন্থখানি স্বর্গীয় কবি নবীন বাবুর "পলাশীর যুদ্ধে"র অনুক রচিত। অবলম্বন—শাস্ত্রী মহাশয়ের "ছত্রপতি শিবাজী"। গ্রন্থখানি বিশেষ মনোযোগ দিলে, সর্ব্বত্রই যে একটি অপ্রাকৃত বস্তুর অতি

ন্দ আঘ্রাণ পাওয়া যায়, তাহার আভাস মাত্রও "পলাশীর যুদ্ধে"র কোথাও নাই। আবার প্রাকৃত সম্পদের বিচার করিলে, "পলাশী"তেও এমন জিনিষ আছে, যাহা ইহাতে কোথাও নাই। তবে, "পলাশীতে" পাঠককে যাহা মত্ত করে তাহা বোতলে ভরা বিলাতী ব্রাণ্ডী; আর ইহাতে বাহ্য দৃষ্টিতে ঐরূপই যাহা আছে, তাহা 'যজ্ঞা-শিষ্টামৃত' সোম-রস ( শ্রীগীতা ৪।৩১ ; ৯।৩০ ) বলিয়া মনে হয়।

কিশোর কবি কৌশলে 'কৃষ্ণ' নাম করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন ; আর হরিধ্বনি দিয়া, 'গোবিন্দ' স্মরণ করিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। অপর সকলের ভিতর দিয়াও সকল স্থলে সেই সর্ব্বকারণ-কারণ মূলতত্ত্বেই লক্ষ্য প্রত্যক্ষ হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেখাইতেছি।

প্রথম সর্গে, তৃতীয় পৃষ্ঠায় ;—

"শোভে 'মুরবাদ' সমুন্নত শির
মুরহর-করে যেন গিরিবর।"

দ্বিতীয় সর্গে পঞ্চদশ পৃষ্ঠায় ;—

"পুত্রের কল্যাণে মাতা জপিছে তন্ময়
হরিনাম-মহামন্ত্র মঙ্গল-আলয়।"

তৃতীয় সর্গে নবম ও দশম স্তবকে কবি মহাদেবী দুর্গার সম্মুখে প্রার্থনা করিতেছেন ;—

"হায় মা আমার, এ মোহ-স্বপনে
আকাশ-কুসুমে ভুলাইয়ে আর
কতদিন হেন রাখিবি বন্ধনে ?
পা'ব **পরমার্থে** কবে মুক্তদ্বার ?
মুক্তপথে সেই ছুটিয়া কখন্
**মুক্তিপদে** পা'ব **মূল প্রয়োজন** ?

তারপর বলিতেছেন ;—

"বাড়ে দিন দিন হের দৈত্যবল ;
দানবারি হরি কোথা মা আজিকে ?

* * *

উঠেছে অধর্ম্ম-ঝটিকা ভীষণ
রাখ ধর্ম্ম-বলে জীর্ণ এ ভবন !"

অতি সুন্দর প্রার্থনা ! প্রতি শব্দ গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক। বিশেষজ্ঞ জন তাহা পাঠ মাত্রই বুঝিবেন। সাধারণের জন্য ইহা একটু খুলিয়া দেখাইতেছি।

'মোহের স্বপন', 'আকাশ কুসুম' কি ? দেহাত্মবুদ্ধি-রূপ মোহ ; অর্থ-কামাদি কৈতব। ইহাতে আত্মহারা হইয়াই, জীব মূলে লক্ষ্যহারা হয় ; এবং কেবল স্থূলে মজিয়া, কাল-বিপ্লুত বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া, সহস্র অনর্থ-পূর্ণ কর্ম্ম-বন্ধনে জন্ম জন্ম তাপ ভোগ করে। তাহাতে কেহই অনর্থ ও অর্থ হইতে পরমার্থে প্রবেশ করিবার মুক্ত-দ্বার, অবাধ পথ, প্রাপ্ত হইতে পারে না। মুক্তিপদে মূল-প্রয়োজন সিদ্ধিও হয় না। তাহা কিরূপে সম্ভব, তাহা স্বয়ং শ্রীভগবানই বলিয়াছেন,—যথা ;—

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" ( শ্রীগীতা ৩।৯।২০)

অর্থাৎ—এই অনর্থময় অনিত্য সংসারে যদি মঙ্গল চাও, তবে আমার ভজনা কর।

এই যে ভজনা, এই যে অব্যভিচারিণী ভক্তি, ইহাই ঐ 'পরমার্থে মুক্তদ্বার'—একমাত্র অবাধ পথ। কেবল এই পথেই 'মুক্তিপদে' 'মূল-প্রয়োজন' সিদ্ধ হয়। এই ভজনা, এই ভক্তি সাধনা সর্ব্বত্র, ও সর্ব্বদা সকলের দ্বারাই হইতে পারে। শ্রীগ্রন্থে মহিমা বর্ণনায় বেদব্যাস, যুদ্ধে অর্জ্জুন, সেবায় বিদুর এবং স্তুতিতে কুন্তি এই ভজনাই করিয়াছিলেন।

ভগবৎ সেবা বুদ্ধিতে অকপট কর্ম্মানুষ্ঠান মাত্রই এই ভজনা। তাহাতেই অখিল জীবজগতের পরম মঙ্গল হয়।

এখন 'মুক্তিপদ' আর 'মূল প্রয়োজন' কি, তাহা দেখ। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে ;—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভূঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্‌বাগ্‌বপুর্ভি র্বিদধন্ নমস্তে
জীবেত যো **মুক্তিপদে** স দায়ভাক্॥" (১০।১৪।৮

**শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা বলিতেছেন,—"প্রভো, যে জন তোমার অনুকম্পা লাভের আশায়, জন্ম জন্মার্জিত স্বকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে, মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা সকল সময় তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, জীবন যাপন করেন, তিনিই মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন।"**

অভিন্নকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সার্ব্বভৌমের নিকট স্বয়ং এই 'মুক্তিপদ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন। বলিয়াছেন,—

"মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥
মুক্তি পদে যাঁর সেই মুক্তিপদ হয়।"
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।৬।২৭২)।

ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা (শ্রীগীতা ১৪।২৭), পরমাত্মা হইতেও পর (১৫।১৮) পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণই মুক্তিপদ। দনুজদলনী দুর্গা তাঁহারই একাতমা শক্তি। তিনি তাঁহারই ইচ্ছায়, তাঁহারই আজ্ঞায়, নানারূপে প্রকটিতা হইয়া কার্য্য করেন। মার্কণ্ডেয় ৺চণ্ডীতে স্থানে স্থানে ইহার ইঙ্গিত

আছে। এই গ্রন্থেও কবি তাহা ১০৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। একটু বলিতেছি। শ্রীভগবানের পরাশক্তি প্রধানতঃ তিনরূপে লীলা করেন। স্বরূপা শক্তি, তটস্থা শক্তি ও মায়াশক্তি। প্রাকৃত জগতে, অনিত্য লোকে মায়াশক্তি; অপ্রাকৃত নিত্যধামে বা চিজ্জগতে স্বরূপা শক্তি; এবং এই চিদচিৎ বা প্রাকৃতাপ্রাকৃত উভয় স্থলের মধ্যে তটস্থা শক্তি। ভগবদ্‌বিমুখ মায়িক জন **সকৈতব সাধনায়** ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী মায়ারই পূজা আরাধনা করিয়া, অন্তবৎ ফল লাভ করে; উচ্চাবচ পদে মায়া-রাজ্যেই ভ্রমণ করে। কিন্তু, মায়াতীত ভাগবতগণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-সেবিকা স্বরূপা-শক্তি ও তদধীনা সখীদের আরাধনা করিয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণ সেবাই করেন। ইহা অনেক দূরের কথা। পঞ্চম সর্গে, ২১শ স্তম্ভে

"অজেয় ভারত কবে অবাধ আবাসে
**পরানন্দময়ী মূর্ত্তি** পূজিবে আবার?"

এই বাক্যে কবি "পরানন্দময়ী" বলিয়া সেই স্বরূপা শক্তিকেই লক্ষ করিয়াছেন মনে হয়।

কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের মূল প্রয়োজন। তাহারই শরণে তাঁহারই চরণে অকৈতব ভাগবতগণের সেই প্রয়োজন সিদ্ধি হয়। মায় বদ্ধজীব সময়ে সাধু-গুরু-কৃপায় মায়াতীত, কালাতীত হইয়া, সেই মূ প্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম,—শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবায় পরমানন্দ লাভ করেন চতুর্থ সর্গে ১৪শ ও ১৫শ স্তম্ভে, কবি স্বল্প কথায় ইহারও আভা দিয়াছেন। দেখ,—

"নাহি হয় যদবধি কালাতীত নর
কাল-ভয়-হারী কৃষ্ণ-চরণ-কমল

লইয়া শরণ আহা, দৃঢ় তব কর
এই লীলা-চক্রে তারে ঘুরায় কেবল।

*　　　*　　　*

কি আছে প্রাণের বস্তু তা'র অধিকারে ?
বিন্দু সত্য সুখ সেই, পা'রে কি সে দিতে ?

*　　　*　　　*

**আনন্দ সকলে এক গোবিন্দ শরণে!"**

অন্যত্রও, তৃতীয় সর্গ ১৭শ স্তম্ভে, শিবাজীর বাক্যে যেন ইহারি ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতেছে। মহারাষ্ট্র কেশরী তাঁহার সহকারী বীরবৃন্দকে উদ্‌বোধিত করিতেছেন ;—

"জাগ বীরগণ! চাহ একবার
কি দুর্দ্দিন হের এসেছে হেথায় ;
চারিদিকে শুধু অনর্থ মিথ্যার ;
**অমৃত সত্যের** গোপনে কোথায়!"

অতি চমৎকার কথা! "সত্যের অমৃত"! এই সত্যই শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম শ্লোকে "সত্যংপরং ধীমহি"—বাক্যে চিরোজ্জ্বল হইয়া শোভা পাইতেছেন! এই নিরস্তকুহক পরম সত্যকেই এই বাক্যে সর্ব্ববিৎ শ্রীশ্রীধরস্বামী বন্দনা করিয়াছেন—

"ওঁ নমো ভগবতে পরমহংসাস্বাদিত-চরণকমল-চিন্মকরন্দায় ভক্ত-জন-মানস-নিবাসায় শ্রীকৃষ্ণায়।"

আ-মরি মরি!—এই কৃষ্ণ-চরণ-কমল-চিন্মকরন্দই কিশোর কবির ভাষায় **সত্যামৃত!** এ অমৃত ভাগবত মধুকরেরই নিজস্ব ধন ; ইহা তাঁহাদের মধ্যেই অতি যতনে অতি গোপনে থাকে এবং তাহা তদনুগত সর্ব্ববাধামুক্ত সজ্জনেই লাভ করিয়া কৃতার্থ হন (শ্রীগীতা

১৪।২০)। অপরে ঐ "মিথ্যার অনর্থে"ই, মায়ার প্রলোভন-বস্তুতেই মুগ্ধ হইয়া, সুধা বোধে বিষ খাইয়া মরে। উক্ত ১৭শ স্তম্ভের শেষার্দ্ধে, ও ১৮শ স্তম্ভে, কবি তাহাদের কথাই বলিয়াছেন। শেষে উভয়ের পরিণাম প্রদর্শন করিতেছেন,—

"প্রতিষ্ঠা পুণ্যের-পরা-শান্তিধাম।
চির-তাপময় পাপ-পরিণাম॥"

পঞ্চম সর্গে, ২৭শ স্তম্ভে, বৈষ্ণব-বর 'কৃষ্ণাজীভাস্কর' যে বাক্যে রাজা শিবাজীকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, তাহাও অতি সুন্দর। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন;—

"হও সিদ্ধ সাধুব্রতে বীর-কুলোত্তম!
প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞে এই যে অগ্নি তোমার,
হবে না নির্ব্বাণ বৃথা; বীরেন্দ্র-শোণিতে
সুপবিত্র হবিঃপাতে পরম মঙ্গল
দিবে সে সুফল সত্য; **সবল অসিতে**
**অচিরে হইবে ধ্বংস অনর্থ সকল।**"

এ স্থলে "**সবল অসি**" কাহাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে? নিশ্চয়ই ইহা ভারত-বিজয়ী ইংরাজ অসিকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের অসিতেই এখন ভারতে ধর্ম্ম নিরাপদ হইয়াছে অধর্ম্মের অনর্থও একদিকে দূর হইয়াছে। অন্ততঃ আফজল্ বা কালাপাহাড়ের মত কেহ হটাৎ আসিয়া খেয়ালের বশে আমাদের দেবমূর্ত্তি দেবমন্দির ধ্বংস করিতে, অথবা কেহ অনধিকারে কোনও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে, বা কাহারও সাধন পথে বাধা দিতে পারে না।

অতঃপর সাধু-হৃদয় শিবাজী সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস লইয়া পঞ্চমে, ২৯শ স্তম্ভে বলিতেছেন;—

"নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব এই বিভুর ইচ্ছায় ;
অতি ক্ষুদ্র জীবগণ নিমিত্ত কেবল,
করে কর্ম্ম ভবে নিত্য তাঁহারি মায়ায় ;
পরম কারণ সেই ভুবন মঙ্গল।
কে আমি ? কে তুমি ? এক তিনি সর্ব্বময় ;
তাঁহারি প্রভাবে ভবে প্রভব প্রলয়।"

পরে——

"ভাবে কর্ত্তা অন্ধ নর 'আমি'ই কেবল ;
জানে না অলক্ষ্যে কেবা ঘুরাতেছে কল।"

বেশ কথা। কিন্তু, ইহাতেও গূঢ় তত্ত্ব আছে। শ্রীভগবানই সর্ব্বত্র মূল কর্ত্তা হইলেও, এই প্রপঞ্চে বা প্রাকৃত জগতে তিনি স্বয়ং যে 'অকর্ত্তা' তাহা ইহা হইতেই সাধারণের বোধগম্য হইবে না। ভুল হইবে। এই ভুল হইতেই অনেক সময় দুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি আপনার দোষ শ্রীভগবানে চাপাইয়া আপনি দোষমুক্ত হইতে চাহে। তাহা বিষম ভ্রান্তি। তাই, এ-স্থলে এই গূঢ় বাক্যের মর্ম্ম একটু খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক।

শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চে কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা,—
"তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্।"
(শ্রীগীতা ৪।১০)।

অন্যত্রও তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন ;—

"ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্ম-ফল-সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥" (১৫।১৩)।

তিনি এই মায়িক জগতে ভগবদ্‌বিমুখ বদ্ধ জীবের কাহারও কর্তৃত্ব, কর্ম্ম বা কর্ম্মফল কিছুই সংযোগ করেন না। তাহা মায়িক জীবের

অনাদি অবিদ্যারূপ স্বভাব হইতেই হয়। অর্থাৎ অবিদ্যা মায়া বা ত্রিগুণা প্রকৃতির বশেই ঐ বদ্ধজীব এই জগতে নানারঙ্গে নৃত্য করে, উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ ভোগ করে। ঐ মায়াশক্তিই এখানকার অধীশ্বরী। তাই কবি বলিয়াছেন,—জীব "করে কর্ম্ম ভবে নিত্য তাঁহারি **মায়ায়**।" ইহাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপে অতি চমৎকার উক্ত হইয়াছে,—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সে জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥" (২।২০।১১৭)

এখন, এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন,— 'কৃষ্ণাজী ভাস্কর'ও ত কৃষ্ণোন্মুখ ছিলেন, বৈষ্ণব ছিলেন, তবে তাঁহার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগে সার্থকতা কোথায়?' এ প্রশ্ন হইতে পারে; কিন্তু, দেখিতে হইবে, কৃষ্ণাজী তখন অসৎ সঙ্গে ও অসাধু ব্যাপারে থাকিয়া এবং সাধু-সঙ্গের সম্পূর্ণ অভাবে পড়িয়া মলিন ও মায়ার অধিকার-ভুক্তই হইয়া ছিলেন। তাহা না হইলে তিনি, সাধু-শাস্ত্র-বাক্য অবহেলা করিয়া, পাপিষ্ঠের এমন পাপকর্ম্মে সাহায্য করিতে, কদাচ প্রস্তুতও হইতেন না। সুতরাং, এ স্থলে ঐরূপ বাক্যের অযথা প্রয়োগ হয় নাই। এ বিষয়ে এখানে আর অধিক আলোচনা বাহুল্য।

পঞ্চমে, ৩০শ স্তম্ভের ঐ শেষ কথাটি হইতে স্মরণ হয় শ্রীগীতায় শ্রীমুখ বাক্য এই কথাটি :—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" (৩।২৭)।

পঞ্চম সর্গের সর্ব্বশেষে আর একটি বড় অমূল্য কথা আছে। শিবাজীর মুখে কবি বলিয়াছেন,—

"———ধর্ম্ম সেই ধ্রুব,
জীবের যাহাতে **সত্য ইহামুত্র শুভ**!"

যে ধর্ম্মে জীবের—জগৎ সংসারের "সত্য ইহামুত্র শুভ" হয়, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। তাহা কি? তাহা নিশ্চয়ই সেই ধর্ম্ম, যাহা শ্রীব্যাসদেব বাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় শ্লোকেই ব্যক্ত হইয়াছে। যথা;—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

ইহাই ভাগবত ধর্ম্ম; ইহাই জীবমাত্রের স্বধর্ম্ম। ইহা কেমন?

(১) প্রোজ্ঝিতকৈতব,—সর্ব্ববিধ কপটতা, স্বেন্দ্রিয়পরতা বা বণিগ্‌বৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত; এমন কি যাহাতে মোক্ষাভিসন্ধিও নাই।

(২) পরম,—সর্ব্বোত্তম।

(৩) সাক্ষাৎ ভগবদ্বাক্যই যাঁহার মূল সূত্র সেই শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাই বিশ্বহিত সজ্জন সমূহের অবলম্বিত ও নিত্য আচরিত ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত।

(৪) বাস্তব,—সনাতন ; যাহা চিরদিন আছে চিরদিন থাকিবে।

(৫) শিবদ,—ইহপরত্র সর্ব্বত্র পরম-মঙ্গলপ্রদ।

(৬) বেদ্য,—একমাত্র জানিবার বিষয়। একমাত্র যাহাতেই জ্ঞানের সার্থকতা।

(৭) তাপত্রয়োন্মূলন,—যাহা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ জীব-দুঃখ ও সেই দুঃখের মূল ( কৃষ্ণ-বিমুখত বা মায়াবশ্যতা ) উচ্ছেদ করে।

৮। বস্তু,—পরমার্থ তত্ত্ব।

আরও বলিতেছেন—শ্রীগ্রন্থে এই পরমধর্ম্মতত্ত্ব শ্রদ্ধা সহকারে শ্রব করিতে করিতেই, এমন কি তাহার প্রতি লালসাজনিত শ্রবণ-ইচ্ছা হইতেও, জীব তৎক্ষণ হইতেই সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীভগবানকে অন্তরে অনুভব করিয়া পরানন্দ লাভ করে। এই ধর্ম্মানুশীলনই সকলে একমাত্র শ্রেয়ঃ সাধক।

ইহাই জীবের সর্ব্বথা, সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র শুভপ্রদ। **এই ধর্ম্মের আশ্রয়ে যাহা অনুষ্ঠিত না হয় তাহাই অনন্ত অসুখ-পরিণাম।**

সপ্তম সর্গে, সপ্তমী পূজার পূর্ব্বানুষ্ঠান বর্ণনায়, কিশোর কবির আ একটি বাক্যেও 'মূলতত্ত্বে' লক্ষ্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,-

"তুলসী চন্দনে কেহ পূজি শালগ্রামে।
রাখিতেছে মা'র অগ্রে **মূল তত্ত্ব জ্ঞানে**॥"

এই স্থলে পাদটীকায় এ বিষয়ের সামান্য প্রমাণও প্রদর্শিত হইয়াছে নিখিল শাস্ত্রে এই পরম সত্যের শত শত প্রমাণ সর্ব্বত্র আছে। ( সকল সবিস্তার আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নহে।

শিবাজীর মুখের প্রার্থনা বাক্যেও, সপ্তমে ১২শ ও ১৩শ স্তম্ভে, কয়েকটি নিগূঢ় বাক্য সেই বেদগুহ্য মূল-তত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যথা—

"ধন্য এ ভবন পুণ্য **প্রেম-সাধনের**।
হয়েছে প্রমোদ-পুর পাপ পিশাচের॥"
* * * * * *
দে মা, সে **পরম বল পরম আশ্রয়**,
**একান্ত অভয়** এই অসুখ সংসারে;
কাঁদে ওই কোটি কোটি কাতর হৃদয়
**সভয় ভুলিয়া সত্য** বিপদ পাথারে।
* * * * * ।"

মন্দ কথা নহে। সত্যই এই পরম "প্রেম সাধনের" ক্ষেত্র—পুণ্যভূমি ভারত, আজ "পাপ-পিশাচের প্রমোদ পুর"ই হইয়াছে! কি সাহিত্যে, কি সংসারে,—সর্ব্বত্রই 'পাপ-পিশাচের'—কাম-কৈতবের—ইন্দ্রিয়-তর্পণের অবাধ বিহার-ভূমি হইয়াছে! সেই "পরম বল" "পরম আশ্রয়" "একান্ত অভয়" পদ বিস্মৃত হইয়া, "সত্য ভুলিয়া", কুহকময়ী মিথ্যার মোহে মজিয়া, সকলেই মরিতেছে! বিষম "বিপদ পাথারে" পড়িয়া সভয়ে হাহাকার করিতেছে! এই ভয়ের কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে:—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যায়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"(১১।২।৩৭)

জীব যখনই তাহার জীবন-জীবন, পরম-কারণ কৃষ্ণধনকে ভুলিয়া, তদেতর বিষয়ে—মায়ার বৈভবে মুগ্ধ এবং তাহাতেই রত হয়, তখনই তাহার ভয়, নানাবিধ অমঙ্গল-আশঙ্কা, উপস্থিত হয়; কৃষ্ণ-বিমুখ

হওয়ায়, আত্ম-বিস্মৃতিও ঘটে। এই জন্যই, সাধু-শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্প পণ্ডিতগণ, সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ে, তাঁহাকেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর-জ্ঞান করি পরমেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করেন। সেই অভয়চরণে আশ্রয় লইে আর ভয়ের কারণ থাকে না। হরিপাদপদ্মই জীবের "একান্ত অভ স্থল। তাহাই সর্ব্বত্র সর্ব্বফলপ্রদ কল্পতরু।

আর বলিবার বিশেষ কিছু নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা গ্রন্থখানি মাত্র মুখ্যাংশেরই সংক্ষেপ পরিচয় দিলাম। অন্য বিষয়ের আলোচনা উপলব্ধি সহজ। আর দোষদর্শনে দক্ষতা ত অনেকেরই আছে। সুতর সে সকল বিষয় লইয়া আর অযথা কালক্ষেপ কেন? ইতি—

৩০শে কার্ত্তিক ১৩৩২
কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী (?)। শ্রীকৃষ্ণপুর (বর্দ্ধমান)।

# শুদ্ধিপত্র ।

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|---|
| বি;লম্বে | বিলম্বে | ৮ | ৯ |
| সুখাস´না | সুখাসনা | ১৫ | ৫ |
| প্রকৃাতর | প্রকৃতির | ৪৩ | ১৮ |
| হাম | হায় | ৭৪ | ১৭ |
| বিজয়নী | বিজয়িনী | ১০৮ | ৫ |
| বিন্দূ | বিন্দু | ১১৫ | ৩ |
| ফ়ূলি | ফুলি | ১১৬ | ৯ |
| সেই | যেই | ১১৭ | ১: |
| আস্কালন | আস্ফালন | ১:৮ | ১৭ |
| বৃশ্চিকাকতি | বৃশ্চিকাকৃতি | ১ ৫ | *টীকা |
| বিশ্বকোষ ১৫ | বিশ্বকোষ | ১২৬ | *টীকা |
| ছুটিয়া | ছুটিয়া | ১৪০ | ৫ |

# সপ্তমীর বলিদান

## প্রথম সর্গ

কৃষ্ণ-পক্ষ-নিশা ; সুপ্ত ধরাতল ;
সুনীল নির্ম্মল শারদ গগন ;
রত্ন-পুষ্প কোটি তারকা উজ্জ্বল
শোভিছে সুন্দর নয়ন মোহন ;—
নীলাম্বরে চারু প্রকৃতি সতীর
মণি-মুক্তা-হীরা যেন অগণন ।
বহিছে মন্থরে মলয়-সমীর ;
হাসিছে পরশে কুসুম-কানন ।
কাঁদে শৈল-সূতা পাষাণ-বন্ধনে,
নাহি পাই' পথ প্রিয়-সমাগমে ।

২

তোষে মধুভাষে আসিয়া পবন ;
ধরি শৈলজারে সরম-কুঞ্চিত,

তরঙ্গের মালা করিয়া গ্রন্থন
দিয়া কণ্ঠে তার, কহে সুললিত ;—
"সুদূর সাগরে বিষের আকর
বরিতে কি গুণে চাহ গরবিনি ?
মলয়জ বায়ু আমি স্নিগ্ধকর
যোগ্য বর, মোর হও প্রণয়িণী।"
ক্রোধে কাঁপে ধনী শুনি কথা তার,
ভাঙ্গি অবরোধ চলে পারাবার।

৩

ভেদি নখায়ুধে হৃদয়-কমল
মৃগ-দম্পতীর, কোথা পশুরাজ
প্রণয়িণী-সহ গিরি-গুহাতল
রত নৈশ-ভোজে করিছে বিরাজ।
কোথা নিশাচর কালচর সম
ভ্রমে ভুজঙ্গম ভক্ষ্য-আহরণে,
লক্ষ্য তরু-শাখে লোলুপ নয়ন ;
সুপ্ত বিহঙ্গম জাগিছে মরণে।
নিভৃত কাননে সাধক-প্রবর
সাধে মহামন্ত্র, একান্ত-অন্তর।

৪

তুলি নৈশাকাশে বিশাল শরীর
ভেদি গুল্ম-বন শ্যামল-সুন্দর,

শোভে 'মুরবাদ্' * সমুন্নত-শির
মুরহর-করে যেন গিরিবর।
গঠিত পাষাণে, পাষাণে বেষ্ঠিত,
দুর্গ মহাকায় দৃঢ় বক্ষে তার,
নাম 'রাজগড়'; অধে প্রবাহিত,
চুম্বি পাদ, 'নীরা'—শ্বেত পুষ্পাহার।
নিগূঢ় কৌশলে আগম নির্গম;
পরাহত বলে বৈরী-পরাক্রম।

৫

শৃঙ্গে শৃঙ্গে শত মহা-সিংহ সম
জাগিছে সতর্ক মহারাষ্ট্র-গণ;
মেলিয়া বদন বিরাট বিষম,
সজ্জিত চৌদিকে কামান ভীষণ।
হেরি দূর হ'তে দুর্গম সে স্থল,
দেখে পথ নিজ দুর্জ্জন শঙ্কিত।
ভয়ে সমীরণ সম্বরি স্ববল
বহে ধীরে যেন, ফিরে যম জিত।

* পুণার দক্ষিণ পশ্চিম নয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী 'তোরণা' দুর্গের এক ক্রোশ অন্তরে এই 'মুরাবাদ' পর্ব্বত। ইহারই উপরে শিবাজীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'রাজগড়' দুর্গ। ইহার পাদদেশ হইয়া 'নীরা' নদী প্রবাহিত। এই স্থলে শিবাজী সপরিবার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন।

তুলি প্রতিধ্বনি কন্দরে কাননে
বীর-সিংহনাদ উঠে ক্ষণে ক্ষণে ।

৬

মন্ত্রকক্ষে বসি মহারাষ্ট্র-রবি
শিবাজী, সাক্ষাৎ শিব-অবতার ;
বদন গম্ভীর ; যেন রবি-ছবি
নয়ন উজ্জ্বল, সাক্ষ্য প্রতিভার ।
সৌভাগ্য-দর্পণ প্রশস্ত ললাট,
শান্ত সুনির্ম্মল প্রভাত-আকাশ ;
আজানু-লম্বিত সুবাহু বিরাট,
বক্ষঃ সুবিশাল, শমন-তরাস ।
বদ্ধ যোদ্ধৃবেশে সুদৃঢ় শরীর ;
শৈল-শৃঙ্গ-সম উপবিষ্ট বীর ।

৭

দাঁড়ায়ে সম্মুখে, বিনম্র-বদন
গুপ্তচর এক বীর-বেশ বলী,
পাইয়া আদেশ করে নিবেদন
সংবাদ আপন, হ'য়ে বদ্ধাঞ্জলি ।—
"বহি শিরে তব অনুজ্ঞা রাজন্,
করিয়া ভ্রমণ বহু স্থান, শেষে
পশি বিজাপুরে, করিনু শ্রবণ
সংবাদ নূতন, থাকি ছদ্মবেশে ।

মহারাষ্ট্র-ভীতি ঝটিকা বিষম
তুলেছে হৃদয়ে, শঙ্কিত বেগম। *

৮

"প্রকাশ্য সভায়, সম্বোধি স্বজনে,
বীরাঙ্গনা সেই চতুরা কামিনী,
কহিল সে দিন সগর্ব্ব-বচনে,
তুলি শির, ফণা যেন ভুজঙ্গিনী ;—
'ছি, ছি, বীরগণ, ভীরু ফেরু সম
আজও কি নিদ্রিত রহিবে সকলে ?
বনচর হীন দস্যু একজন
দলিবে সতত চরণের তলে ?
সহিবে কি আজও হেন অপমান
নীরব পিধানে রোধিয়া কৃপাণ ?

৯

"'নিত্য পরাজয় এ' ঘৃণা লাঞ্ছনা
লুণ্ঠন পীড়ন ঘোর অত্যাচার,

* 'মহম্মদসার' মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র 'আলি আদিল সা' বিজাপুর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি বালক বলিয়া, ইঁহার মাতা বেগম সাহেবাই সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। মহারাষ্ট্র শক্তির প্রাবল্যে ইনি অত্যন্ত শঙ্কিতা এবং ঈর্ষান্বিতা হন।

শিরোধার্য্য করি, আজও কি বাসনা
বহিতে জঘন্য এ' জীবন-ভার ?
কি দেখ বসিয়া ? নহে দূর আর,
এ' সুখ-তন্দ্রায় থাকিলে মগন,
ডুবিবে অচিরে অতল-পাথার
এ' নাম-গৌরব স্বাধীনতা-ধন !
অরণ্যে যেমন ভীম দাবানল,
বাড়ে দিন দিন মহারাষ্ট্র-বল !

১০

"'কহ কি উপায় ? কি করিবে সবে ?
জানি, বীরশূন্য নহে বিজাপুর ;
কে পশ্চাৎপদ পশিতে আহবে
বীর-নামে ঢালি কালিমা প্রচুর ?
কর প্রতিকার ;—খোল তরবার ;
বন্য পশু তা'রা কত ধরে বল ?
দেখাও বীরত্ব, সাহস দুর্ব্বার ;
জ্বাল' মহাতেজে সমর-অনল !
দেখি, সে অনলে পতঙ্গের মত
হয় দগ্ধ কিনা বন্য পশু যত !'—

১১

"নীরাবল ; ক্ষণে, অনল সমান
এ উৎসাহ-বাণী সজীব তাঁহার,

শুষ্ক তৃণে অগ্নি করিল প্রদান,
দেহে নব-প্রাণ করিল সঞ্চার।
গর্ব্বে 'আফ্‌জল্‌' * হ'য়ে অগ্রসর,
বিকট-দর্শন, বিশাল শরীর,
কাল-সর্প-সম কুটিল-অন্তর,
করিল উত্তর উচ্চ করি শির।—
'অপদার্থ অতি বনের বানরে
হেরি বিভীষিকা কেন এ অন্তরে ?

১২

"'হেরি রজ্জু, অহি অজগর ভ্রমে,
কেন অকারণ হ'তেছ অধীর ?
ধর ধৈর্য্য মাতঃ ; এ বীর্য্য-বিক্রমে
ধিক্ শত মম, বৃথা এ শরীর,—
বৃথা অস্ত্র শস্ত্র ধরি এই করে,
অচিরে যদ্যপি না হই সক্ষম,
জীবিত বা মৃত সে বন-বর্ব্বরে
পাদ-পদ্মে তব করিতে অর্পণ !
টলিবে হিমাদ্রি মহেন্দ্র অচল,
এ প্রতিজ্ঞা মম রহিবে অটল !

---

* পাঠান আফজল খাঁ বিজাপুরের প্রধান সেনাপতি। ইহার হৃদয় যেমন ক্রুর, মূর্ত্তিও সেইরূপ ভীষণ ছিল। বিজাপুর দরবারে ইহার প্রতিপত্তির পরিসীমা ছিল না।

১৩

"'যায় ভূমণ্ডল যদি রসাতলে,
খসে শশী সূর্য্য গ্রহ-তারা-গণ ;
প্রেরিতে মুহূর্ত্তে কালের কবলে
চাহে যদি মোরে সমগ্র ভুবন ;—
তথাপি এ পণ, জীবন থাকিতে
না মারি এ অরি কৌশলে বা বলে,
না ডুবা'য়ে অসি শিবাজি-শোণিতে,
ফিরিব না আর এই সভাতলে।
কর অনুমতি বি; লম্বে কি ফল ?
দেখি মহারাষ্ট্র-ভুজে কত বল !"

১৪

"সাবাস্ সাহসী !—সংবাদ উত্তম !"—
দিয়া বাধা ভূপ, আরক্ত আননে
কহিলা গম্ভীরে, করিয়া স্থাপন
নয়ন উজ্জ্বল দূতের বদনে ;—
"বহু পূর্ব্বে তব এই সমাচার
অঙ্গে মার্হাটার শোণিত-প্রবাহ
করিয়াছে উষ্ণ, ক্রোধানলে আর
তুলেছে হৃদয়ে দারুণ প্রদাহ।
জানি, সে আফ্জল সেনাপতি-পদে
হইয়া বরিত, মত্ত রণমদে,

১৫

"আসিছে ইচ্ছায় শমন-ভবন।
কহ অতঃপর জান কিবা আর,
কি ভাবে সে পথে করে আগমন,
ল'য়ে কিবা বল, কি রণ সম্ভার।"
বিরত বীরেশ। পুনঃ দূতবর
লাগিল কহিতে ;—"হে নৃপ-সত্তম,
কি বলিব আর ? ব্যথিত অন্তর,
কহিতে সে সব না সরে বচন !
আগমন-পথে তুলি হাহাকার
ঝঞ্ঝাবাত-সম আসে দুরাচার।

১৬

"যে দৃশ্য নির্ম্মম, নিরয়াভিনয়,
লীলা পৈশাচিক, এ নয়নে প্রভু,
দেখেছি, স্মরণে বিদরে হৃদয়,
এ জীবনে আর দেখি নাই কভু।
নিষ্ঠুরতা হেন মানবে সম্ভবে !
মানব-হৃদয় এত বজ্রময়
ভাবি নাই কভু আছে এই ভবে ;
ভাবিতে এখনও হৃৎকম্প হয় !
কে বলে কঠোর কঠিন পাষাণ ?
ততোধিক অহো, এ যে নর-প্রাণ !

১৭

"কি রক্ত-প্লাবন, করুণ ক্রন্দন,
মরণ-বেদন, পাশব-নিনাদ,
কিবা ব্যাকুলতা, সজল নয়ন,
হত-আহতের ঘোর আর্ত্তনাদ !—
দেখেছে, শুনেছে ক্ষণেক যে জন,
দগ্ধ শলাকায় হৃদয়ে তাহার,
দহি মর্ম্মস্থান, সে চিত্র নির্ম্মম
হয়েছে অঙ্কিত, নহে মুছিবার।
জীবন্ত নরক, অধর্ম্ম-নিশান,
দুষ্ট 'আফ্জল্' পাপ মূর্ত্তিমান্।

১৮

"অসংখ্য নিষাদী, সাদী, পদাতিক,
বজ্রনাদী বহু বন্দুক-কামান,
লয়ে সাথে দুষ্ট, আঁধারিয়া দিক্
ধূলি-জালে, আসে ল'য়ে অভিযান। *

* "আফজল খাঁ সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ৫০০০ অশ্বারোহী, ৭০০০ পদাতিক এবং বহুসংখ্যক ধনুর্দ্ধারী, উষ্ট্র ও হস্তী আরোহী সৈন্য এবং কামান সমভিব্যাহারে বিজাপুর হইতে শিবাজী বিজয়ের জন্য বহির্গত হন।" ১৫৮১ শক। ১৬৫৯ খৃঃ শাস্ত্রী—শিবাজী।

গোহত্যা, নৃহত্যা, নারী-নির্য্যাতন,
লুণ্ঠন, পীড়ন, ঘোর অত্যাচার,
প্রতি পাদক্ষেপে সেই নরাধম
সাধিছে অবাধে, নাহি সংখ্যা তার।
খণ্ডিত প্রতিমা, চূর্ণ দেবালয়,
অপবিত্র কত তীর্থ পুণ্যময়!

১৯

"করি বজ্রাধিক হৃদয় কঠিন,
স্তব্ধ স্তম্ভ সম থাকি গুপ্ত স্থলে,
তুলজা-নগরে * যে দৃশ্য সে দিন
হেরেছি, কহিতে ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে।
একাকী, তথাপি এই খড়্গ করে
প্রতি পলে মোরে দিল প্রলোভন,
পশু একটিও মায়ের খর্পরে
দিয়া বলিদান, সঁপিতে জীবন।
দমি প্রলোভন সেই ক্লেশে অতি,
দেখেছি স্বচক্ষে মায়ের দুর্গতি।

২০

"অন্ধ অহঙ্কারে পাপিষ্ঠ যবন
করি মুক্ত পথ নিশিত কৃপাণে,

* "তুলজাপুর দাক্ষিণাত্যের একটি প্রধান তীর্থ, এ স্থানের ভবানীর মন্দির বিশেষ বিখ্যাত, ইহা দর্শন করিতে শত শত

বিনাশি অসংখ্য পবিত্র জীবন,
করি শেলাঘাত হিন্দুর পরাণে ;—
সমন্দির মা'র মূর্ত্তি মনোহর
করিয়াছে চূর্ণ কলুষিত করে ;
কি বলিব আর, হায়, নৃপবর,
পরিণত পুরী শ্মশান-প্রান্তরে !
নৃমুণ্ড, কঙ্কাল, অসৃক্, অঙ্গার,
করেছে আবৃত পুণ্যভূমি তাঁর !

২১

"পশি তার পর পণ্ডর-নগরে
তীর্থ অনুপম, ধূর্ত্ত 'আফ্জল্',
হিন্দু-দেবালয় ভাঙ্গি অকাতরে,
করেছে সমান শ্রীহীন সে স্থল !
বিনা দোষে হায়, অস্ত্রে যবনের
বাল-বৃদ্ধ-যুবা কত নর নারী
করিয়াছে সাঙ্গ লীলা জীবনের,
ক্ষম' প্রভো, আর কহিতে না পারি !
'ভীমা' অতিক্রমি, 'ওয়াই নগর' †
করিছে বিশ্রাম এবে সে পামর।"

লোক প্রত্যহ আগমন করেন। ভগবতী ভবানী শিবাজীর কুল-দেবতা।" শাস্ত্রী—শিবাজী।

† 'কৃষ্ণা' ও 'ভীমা' নদীর তটবর্ত্তী এই স্থান স্বভাব

২২

কাঁপে থর থর
ক্রোধে কলেবর,
শুনি সমাচার, করিয়া হুঙ্কার,
কহে বীরবর—
"সিংহের বিবর
আসে ফেরুপাল, পূর্ণ আয়ুষ্কাল,
কি ক্ষতি তাহাতে ?—যাও বীরবর !

২৩

"করগে বিশ্রাম।
মা'র অপমান
সহিবে না সুত, সতত প্রস্তুত
প্রতিকারে তার ;
হ'বে ছারখার
আততায়ি দল, পা'বে প্রতিফল,
পড়ি অগ্নিমুখে পতঙ্গ সমান !

২৪

"ক্ষুদ্র 'আফ্‌জল্'
কত ধরে বল ?

---

সৌন্দর্য্যে অতি পবিত্র ও মনোমুগ্ধকর। পূর্ব্বে আফ্‌জল এই স্থলের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া, এই স্থল তাঁহার বিশেষ পরিচিত ও প্রিয় ছিল। শিবাজীর বিখ্যাত গিরিদুর্গ 'প্রতাপগড়' হইতে ইহা অধিক দূরবর্ত্তী নহে।

সমরে শমন মহারাষ্ট্র-গণ
মা'র নামে জয়
ঘোষিয়া নির্ভয়,
অধর্ম্ম সংহারে ধর্ম্মের নিস্তারে
উপাড়ি ব্রহ্মাণ্ড দিবে রসাতল !"

২৫

ত্যজিল সত্বর
কক্ষ শূরবর,—
বদন গম্ভীর, দেহে স্বেদ-নীর,
লোহিত লোচন
নিদাঘ-তপন,
দৃঢ় মুষ্টি করে প্রতিজ্ঞা অন্তরে,—
সৃষ্টিনাশে যেন সজ্জিত শঙ্কর ;

২৬

"জয় শিবাজীর
মহারাষ্ট্র-বীর !"—
গাহি দূতবর হইল অন্তর ।
"জয় শিবাজীর
মহারাষ্ট্র-বীর !"
ভূধর কন্দরে বিশ্ব চরাচরে
তুলি প্রতিধ্বনি, ঘোষিল সমীর ।

---

# দ্বিতীয় সর্গ

১

শারদ-প্রভাত ! কিবা শান্তির প্রতিমা
ভক্তিময়ী প্রেমময়ী !—সাক্ষাৎ সাধনা ;
মূর্ত্তিমতী কিম্বা, আহা, ত্রিদশ-মহিমা !—
উজ্জ্বল-লোহিত-প্রান্ত বিশদ-বসনা,
ধ্যানমগ্না, সুখাসীনা পবিত্র আসনে,
রাজমাতা জীজাবাঈ ; প্রশান্ত বদন ;
মুদ্রিত নয়ন-পদ্ম। পূজা-সমাপনে,
অভীষ্ট-চরণে করি আত্ম-নিবেদন
পুত্রের কল্যাণে, মাতা জপিছে তন্ময়
হরিনাম-মহামন্ত্র মঙ্গল-আলয়।

২

কাঁপিছে মধুরে রক্ত-অধর-পল্লব,
লোলিত লোহিত যেন নব কিশলয়
মলয়-হিল্লোলে মৃদু ! ত্রিদিব-বিভব
আবরি কপোল-অর্দ্ধ, মুক্ত কেশচয়।
সীমন্তে সিন্দূর,—সন্ধ্যা-তারকা উজ্জ্বল।
পতিত দক্ষিণে বামে পূজা-আয়োজন ;

স্বর্ণ-পাত্রে গঙ্গোদক করে ঢল ঢল্ ;
সুরভিত গৃহ স্নিগ্ধ সৌরভে মোহন ।
উৎসর্গিত পত্র-পুষ্প চন্দন-চর্চ্চিত
শোভিছে কাঞ্চন-পাত্রে সম্মুখে স্থাপিত ।

৩

মুক্ত দ্বারে যুক্তকর অদূরে তাঁহার
প্রাণপুত্র প্রিয়তম, নীরব, নিশ্চল,
নিরখিছে অনিমেষে আনন মাতার,
'প্রভাত-তপন যথা চাহি সিন্ধুজল' ।
চাহিয়া চাহিয়া, মরি, সেই মুখপানে,
কি শক্তি সাহস আশা উৎসাহ অতল
উথলিছে কুমারের কায়-মনঃপ্রাণে !
খেলিছে হৃদয়ে কিবা আনন্দ বিমল !
হেন সাধ্বী সিদ্ধি-রূপা জননী যাহার—
করগত ত্রিভুবন,—কি অভাব তার ?

৪

সজল-নয়ন পুত্র ভকতি-বিহ্বল
ভাবিছে পুলকে—"ধন্য জীবন-জনম,
সঁপি প্রাণ মন ওই শ্রীপদ-কমল—
সর্ব্বার্থ আমার ভবে, আরাধ্য পরম !
করি ধ্যান হৃৎপদ্মে পাদ-পদ্ম ওই,
মাখি পদরজঃ আর সর্ব্বাঙ্গে যখন

জীবন-সঙ্কটে শত অগ্রসর হই,
দিই বক্ষঃ বজ্র-মুখে আসন্ন-পতন,—
দেয় দেহে বিশ্ব-বল যেন কেহ তবে,
মৃত্যুও স্বধর্ম্ম ত্যজে সম্মুখ-আহবে।

৫

"মরি মরি, মা আমার,—বিজয়দায়িনী
ভবানী সাক্ষাৎ যেন!—সদা দুই করে
বিতরে অভয়-বর, মৃতসঞ্জীবনী
বরষে অমিয়-বাণী অমল অধরে।
ওই মূর্ত্তি একবার দেখিয়া নয়নে,
ও-মুখের আশীর্ব্বাদ—কবচ অক্ষয়
করিয়া ধারণ সুখে, অম্লান-বদনে
জিনে রণে শমনেও মহারাষ্ট্র-চয়।
ওই মুখে, ওই চোখে, চরণ-যুগলে
জানি না কি আছে শক্তি অতুল ভূতলে।

৬

"দেখেছি প্রত্যক্ষ অহো, কত শত বার:
সাক্ষাৎ শমন-রূপী শত্রু-অস্ত্র যবে,
সম্মুখে দক্ষিণে বামে, সর্ব্বত্র আমার,
হয়েছে উদ্যত দ্রুত; ভীষণ আহবে
হয়েছে বিপন্ন প্রাণ—মুহূর্ত্ত ভিতরে
হ'বে সাঙ্গ জীব-লীলা, ফুরা'বে সকল;

ফুটিয়াছে ওই মূর্ত্তি অমনি অন্তরে,
আসিয়াছে শ্লথ ভুজে বজ্রাধিক বল ;
একাকী করেছি ব্যর্থ অস্ত্র শতশত
জিনি রণ হাসিমুখে ফিরেছি অক্ষত !

৭

"হা অভাগ্য আফ্‌জল্ ! কত বল তব ?
বসে যদি ভুজে তব আপনি শঙ্কর
ধরিয়া প্রলয়-শূল ; কিম্বা, শ্রীমাধব
ধরি চক্র-সুদর্শন রক্ষে নিরন্তর ;
তথাপি—তথাপি বীর, জানিও নিশ্চয়,
পরশি বারেক ওই জননী-চরণ,
লয়ে আশীর্ব্বাদ তাঁর—কবচ অক্ষয়,
পশির নির্ভয় প্রাণে সংগ্রামে যখন,
ভ্রূ-ভঙ্গে ভুবন-ত্রয় দিবে ভঙ্গ রণে
কি দেব দানব নর হ'বে জিত ক্ষণে !

৮

"তিষ্ঠ ক্ষণ রে পপিষ্ঠ, আশার স্বপনে ;
পূর্ণ আয়ুষ্কাল তব, নাহিক সংশয় !"
থামিল চিন্তার স্রোত। চাহি' কতক্ষণে,
হেরিলা সমীপে মাতা, জীবন-তনয়।
ধীর-পদে অগ্রসর হইয়ে কুমার,
বন্দিলা জননী-পদ চুম্বিয়া ভূতল।

করি আশীর্ব্বাদ, শিরঃ পরশি তাঁহার,
ভাষিলা সস্নেহে মাতা—কি কণ্ঠ কোমল !—
"কি রে শিব্‌বা, চা'স্‌ কিবা ? প্রভাতে এমন
রণ-সজ্জা আজি পুনঃ হেরি কি কারণ ?"

৯

"নহে রণ-সজ্জা ; শক্তি-পূজা-আয়োজন।"—
কহিলা কুমার—"মাগো, ভারত-ভবনে
আসিছে ভবানী, ত্যজি কৈলাস-কানন ;
শারদ-উৎসবে হের মত্ত জনে-জনে।
তাই মা, তনয় তব, এ আনন্দ-দিনে,
পূজিতে আনন্দময়ী-চরণ রাতুল
করিয়া সঙ্কল্প, তব শ্রীপদ-নলিনে
যাচে অনুমতি এবে। বিধি অনুকূল,—
আসিয়াছে ইচ্ছা-বলি হইবার তরে
মহাপশু এক মাগো, দেবীর খর্পরে !"

১০

"পবিত্র সংকল্প বাপ্‌ !—সাধু তব মতি !
চাঁদ-মুখে হো'ক্‌ বৃষ্টি কুসুম-চন্দন ;
লভিনু কি সুখ শুনি এ শুভ ভারতী !
হও সিদ্ধকাম, কর সঙ্কল্প সাধন।"
বুঝিয়া দ্বিভাব বাক্য পুত্রের বদনে,
উত্তরিলা বীরমাতা, আনন্দে অপার ;—

"অনুমতি কিবা আর ? কর্ত্তব্য-পালনে
সেবিতে শ্রীপদ মা'র যাইবে কুমার,—
কে রোধে গমন তার ? অতি শুভক্ষণ,
ষোড়শাঙ্গে পূজ' মাতা ভবনী-চরণ !

১১

"কে সে মহাপশু কিন্তু, কহ প্রাণাধিক ;
কাহার শোণিতে আজি পিপাসা মাতার ?"
"ধূর্ত্ত আফ্‌জল্ সেই !—ধিক্, শত ধিক্ !—
রোধে কণ্ঠ কহিতে মা, কাহিনী তাহার।"
কহিলা বীরেন্দ্র ক্রোধে—"হইয়া বরিত
সেনাপতি-পদে দুষ্ট, বিজাপুর হ'তে,
বিপুল রণ-সম্ভার সৈন্যাদি সহিত
আসিছে ত্বরিত ! হায়, কি অনর্থ পথে
ঘটা'য়েছে দুরাচার ! হইয়া পাষাণ
সুন্দর নগর কত করেছে শ্মশান !

১২

"ততোধিক,—ফাটে বক্ষঃ কহিতে জননি,—
সসৈন্যে পশিয়া পাপী তুলজা নগরে—
করেছে মা, সর্ব্বনাশ ; ভুজঙ্গের মণি
করেছে সাহসে চূর্ণ অহঙ্কার-ভরে !
কুল-দেবী ভবানীর মূর্ত্তি মনোহর,
মন্দির সুন্দর—সেই তীর্থ পুণ্যধাম,

করেছে সমূলে ধ্বংস বিধর্ম্মী পামর !
অতিক্রমি 'ভীমা', এবে করিছে বিশ্রাম।
আসে দুষ্ট অতি দর্পে বদ্ধ হ'য়ে পণে
আনি শির শিবাজীর তুষিতে বেগমে।"

১৩

"হায়, মা ভবানি !"—দুঃখে মুছি অশ্রুজল,
থাকিয়া নীরব ক্ষণ, নারী-শিরোমণি,
কহিলা বিষাদে—"আরে দর্পী আফ্জল্,
ঢালিতে গরল শুধু, যথা কাল-ফণী,
তোর কি জনম ? ওরে শোণিত-পিপাসু,
চিরশত্রু,—তোরি অস্ত্রে সম্ভাজী * আমার
ত্যজি স্নেহ-অঙ্ক হায়, অকালে গতাসু !
( হা পুত্র ! হা প্রণাধিক, জীবন কুমার ! )
তোরি সে কুচক্রে আর, প্রভু ধর্ম্ম-প্রাণ
আছে মনঃক্লেশে সহি ঘোর অপমান ! †

* সম্ভাজী, পিতা শাহাজী সহ, বিজাপুররাজের অধীনে কার্য্য করিতেন। ইনি কণকগিরি নামক দুর্গ জয়ের জন্য প্রেরিত হন এবং তথায় কুচক্রিগণের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। তাহাদের মধ্যে আফ্জল্ খাঁই প্রধান ছিল।

† 'কল্যাণ' পরাজয়ের পর, বিজাপুর-রাজ, শিবাজীর প্রবল প্রতাপে অত্যন্ত ভীত ও বিস্মিত হন। এবং শাহাজীর ইঙ্গিতানুসারে শিবাজী এই দুঃসাহসিক কার্য্যে রত হইয়াছে বিবেচনা

১৪

"কি শুনি আবার! আরে পিশাচ পামর,
কুল-কীর্ত্তি করি লোপ, দেব-প্রতিমার
করিলি দুর্গতি হেন! হা মোহান্ধ নর,
নশ্বর শরীরে হেন এত অহঙ্কার?
কিন্তু, বৃথা তিরস্কার। ওমা হর-রাণি,
তোমারি ইচ্ছায় জানি ঘটে মা সকল;
অতি উচ্চে তোল অগ্রে তুমিই ভবানি,
অধর্ম্মে, চূর্ণিতে বেগে ফেলি ধরাতল!
বিফল সে গত-অনুশোচনা এখন;
সঙ্কল্প সাধনে পুত্র, হও প্রাণ-পণ।

১৫

"খুব সাবধান কিন্তু; হয় ক্ষুদ্র যদি,
তথাপি শত্রুরে তুচ্ছ না করিও জ্ঞান।
মহাপশু আফ্‌জল্‌ কূট-বুদ্ধি অতি;
সাবধানে দেবস্থানে দিও বলিদান।

করিয়া, তিনি শাহাজীর উপর যারপর নাই ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হ
তাহার ফলে, ১৫৭১ শকে (১৬৪৯ খৃঃ), শাহাজী কারারুদ্ধ হই
যবনগণের হস্তে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেন। আফ
খাঁই এই পাপানুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। শিবাজ
বুদ্ধিবলে শাহাজী শীঘ্রই কারামুক্ত হন।

ধর অর্ঘ্য ভবানীর, শুভ-আশীর্ব্বাদ ;
জয়-দাত্রী দুঃখ-হরা জপি দুর্গানাম,
কর যাত্রা শুভক্ষণে। হোক্ পূর্ণ সাধ,—
অধর্ম্মে বিনাশি তোল' ধর্ম্মের নিশান।
নাহি ভয় বিন্দু শিব্‌বা, জানিও নিশ্চয়
বিজয় ধর্ম্মের সদা অধর্ম্মের ক্ষয় !"

১৬

"ভয় ?—'ভয়' বলি কোন বস্তু এ জগতে
মাতা, দেখিনে তো কোথা কভু ! আশৈশব
হ'য়ে ব্রতী কায়মনে মাতৃ-সেবা-ব্রতে,
ধরিয়া মস্তকে পূত পদরজঃ তব,
রণে বনে ভয়ঙ্কর শমন-সদন
পশেছি মা, অনায়াসে প্রফুল্ল-হৃদয় ;
রক্ষিবারে গো-ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম,
ঢালি রক্ত, জিনিয়াছি সমর দুর্জ্জয় ;
কেশাগ্রও কোন দিন হয়নি কম্পিত,
কটাক্ষে বিপক্ষকুল হয়েছে স্তম্ভীত।

১৭

"দিল্লীপতি মহাবল মোগল সম্রাট
সসাগরা ভারতের এক অধীশ্বর,
সাগর-তরঙ্গ সম বিশাল বিরাট
বিপুল বাহিনী যার, সমর-তৎপর,—

শঙ্কিত সতত সেও দিল্লী-সিংহাসনে।
মহারাষ্ট্র-শক্তি-স্রোতে হ'য়ে প্রতিহত,
হের চারিদিকে মাতঃ, উন্মুখ পতনে
বিজাপুর আদি আর ক্ষুদ্র শক্তি যত,
টলিছে ক্ষয়িত-মূল পাদপের প্রায়।
'জয় মহারাষ্ট্র !'—ধ্বনি যথায় তথায়।

১৮

"জয়সিংহ রাজা রাজপুত কুলাঙ্গার
মোগল বাদ্‌শার শক্তি-সহায় প্রধান,
ছলে বা কৌশলে সদা প্রয়াস যাহার
বিলুপ্ত করিতে বিশ্বে শিবাজীর নাম,—
যুদ্ধ অভিযান তা'র ব্যর্থ বারবার !
ভীরু ফেরু সম মহাসিংহের সম্মুখে,
বিফল-প্রয়াস সেও হতাশ এবার
'অজেয় শিবাজী !' বলি বড় মনোদুঃখে
সন্ধির প্রস্তাবে বাধ্য করেছে সম্রাটে !
কে শক্ত ভারতে আজি তব পুত্রে অাঁটে ?

১৯

"দাও পদ-ধূলি মাতঃ, আশীর্ব্বাদ শিরে—
ভবানীর পাদ-পদ্ম-পূত বিল্বদল,
বুলাইয়ে পদ্ম-হস্ত দাও মা, শরীরে,
সঞ্চারিত করি অঙ্গে শত বজ্র-বল।

তুচ্ছ নর, মহাপথে—মহাব্রতে মম
হয় মা, বিরোধী যদি বিশ্ব-ভূমণ্ডল ;—
কি কথা অন্যের ?—কিম্বা, ধরি প্রহরণ
আপনি ভবানী যদি আসে রণ-স্থল,
রক্ষিতে রাক্ষসে যথা রাঘবেন্দ্র-রণে,
পুত্রের সমরে হ'বে পরাজিত ক্ষণে !"

২০

কহি এত, লুঠি পুনঃ চরণে মাতার,
লইলা মস্তকে বীর মাতৃ-পদ-ধূলি ।
দিলা শিরে রক্ষা-পুষ্প বাঁধিয়া তাহার
জননী, যুগল-করে পুত্রবরে তুলি ।
কি দৃশ্য—কি মহাভাব ! হে ভাবুক-বর,
কল্পনা-নয়ন মেলি দেখ একবার !
নলিন-নয়নে অশ্রু লইয়া সুন্দর
বীরাঙ্গনা স্থিরমূর্ত্তি কে রমণী আর,
হের পুনঃ অনিমেষে বীরের বদন
চাহি, অন্তরালে ওই দাঁড়া'য়ে এখন !

২১

চিত্র, কি সজীব মূর্ত্তি, পার কি বলিতে ?
জান কি রে কেবা ওই রমণী-রতন ?
উদিয়া কি ভাব-ঘন সুকোমল চিতে
করিয়াছে আজি তার সজল নয়ন ?

মরি, মরি, কিবা রূপ ! কি মোহন ঠাম !
সুন্দর সীমন্তে কিবা সিন্দূর উজ্জ্বল !
উপেক্ষিয়া অশ্রু আহা, কিবা অভিরাম
ভাসিছে ঈষৎ হাসি অধরে বিমল !
নীলাভ অঞ্চল খানি লুঠিছে ভূতলে ;
স্বর্ণ-সরোজিনী যেন নীল-সিন্ধু-জলে ।

২২

কে মা তুমি সীমন্তিনি ! ভুবন-মোহিনী,
বন্ধন-রূপিনী মায়া, মহা-মোহ-পাশে
করি বদ্ধ বীর-হিয়া, লইবারে জিনি,
এসেছ গোপনে কি মা, বীরসিংহ-বাসে ?
করি ছিন্ন মমতার কঠিন বন্ধন—
তুচ্ছ বীরেন্দ্রের কাছে—সংকল্প-সাধনে
চলিয়াছে বীরবর প্রাণ করি পণ ;
চাহ কি বারিতে তারে অয়ি বরাননে ?
থাকে যদি তাই মনে —বিফল প্রয়াস ;
ব্যর্থ হেথা চিরদিন তব মোহপাশ ।

২৩

বীর-পত্নী সইবাই, বীর-সধর্ম্মিণী,
মহাব্রতে শিবাজীর সহায় পরম,
পতি-যোগ্যা সতী সেই, বজ্রে সৌদামিনী,
আসে নাই সৃজিবারে মোহের স্বপন ।

শক্তি-স্বরূপিনী নারী, পতির হৃদয়ে
ঢালি স্বীয় শক্তি দিয়া পূর্ণতা তাঁহায়,
বন্দিয়া চরণ-পদ্ম, এ শুভ সময়ে
এসেছে প্রসন্ন-মনে দিতে যে বিদায়।
লভি অবসর ক্ষণে, সতী ভক্তিমতী
প্রণমিলা মাতা-পুত্রে আসি মন্দগতি।

২৪

"চিরায়তী ভব!"—মাতা আশিষি আদরে;
পরশিলা শির তার। অবিচল চিতে
অপাঙ্গে বরাঙ্গ সেই হেরি ক্ষণতরে,
ভাষিলা গম্ভীরে শিব—"অয়ি সুচরিতে,
হও সিদ্ধকাম সদা থাকি সত্য-পথে;
সঁপিয়া সর্ব্বস্ব তব ধন-জন-প্রাণ
সুখ-দুঃখ, এই মহা মাতৃ-সেবা-ব্রতে,
কর দিন অবসান, লভ' শান্তিধাম।"
কি মহা মুহূর্ত্ত! মূর্ত্তি কিবা দৃঢ়তার
নিরখিয়া পরস্পর বদন সবার!

২৫

নীরব ভবন। ক্ষণে হ'লো ভাবান্তর;
অপূর্ব্ব ঘটন! চিত্র যেন রে সচল,
বীর-বেশ শিশু এক অতীব সুন্দর
সহসা পশিল বেগে আসি কক্ষতল।

"দেখ মা,—দেখ মা, আমি করেছি শিকার !"-
দারুময় মৃগ এক বামকক্ষে ধরি,
অন্য করে দারুময় চারু করবাল,—
ধরিল মায়েরে শিশু উচ্চনাদ করি।
হাসিল জননী-পুত্র দেখিয়া কৌতুক ;
শিশু কোলে, লাজে বধূ লুকাইল মুখ।

২৬

"একি রঙ্গ সইবাই ?"—সুস্মিত অধরে
কহিলা জননী চাহি পুত্র-বধূ পানে,—
"সম্ভূজীও * তোর আজি যাবে কি সমরে ?"
"কর আশীর্ব্বাদ মাতা, বাঁচে যদি প্রাণে,
তব পৌত্র রণে যে'তে হবে না কাতর।"
কহিলা মধুরে মৃদু বীর-প্রণয়িনী।
ত্যজিয়া মাতায় শিশু ধরি-পিতৃ-কর
কহিল—"আসিলে বাবা, সমর কি জিনি ?
দুরন্ত বড়ই না কি হয়েছে যবন ?
মরেছে সমরে বাবা, তারা তো এখন ?"

২৭

"না বৎস !—জীবন্ত আজো দুরন্ত যবন ;
সেজেছি বিহিত তারি প্রতিকার তরে।"

* এই সময় এই শিশুর বয়স প্রায় ৪ বৎসর।

কহিলা শূরেশ চুম্বি শিশুর বদন,—
"তুমিও কি মোর সাথে যাইবে সমরে ?"
"হাঁ বাবা, আমিও যাব !"—অনন্দে কুমার
ত্যজি ভূমে দারু-মৃগ, হাসা'য়ে সকলে,
পিধানে করিয়া রক্ষা কৃপাণ তাহার,
ফিরিয়া কহিল মা'য়ে—"যাব মা, সমরে !"
"যা'বে বৎস, একদিন।"—সজল-নয়নে
কহি, পিতামহী পৌত্রে রোধিল যতনে।

২৮

"আর এক কথা বৎস ;"—উন্মুখ গমনে
চাহিয়া নন্দনে, তবে ভাষিলা আবার,
কুঞ্চিত-ললাটে, মাতা, চিন্তাকুল মনে ;—
"কুচক্রী যবন অতি, সমরে দুর্ব্বার ;
চাহি সুধাইতে তাই, কহ, কোন্ স্থান
ভাবিয়াছ উপযুক্ত আক্রমিতে অরি ?"
"কেন মা, 'প্রতাপগড়'।"*—পুত্র মতিমান্
উত্তরিলা। বীর-বক্ষঃ কি উৎসাহে, মরি,

* শত্রুকে যুদ্ধ দান করিবার পক্ষে, শিবাজী ইহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করেন। ইহা পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত হওয়াতে, এখানে অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রু-পক্ষের বিপুল বাহিনীকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারা যায়। অধিকন্তু, অধিক সংখ্যক সৈন্যাদি লইয়া এ প্রদেশে যাতায়াত

পূর্ণ আজি! সদুত্তর লভি, পুনর্ব্বার
কহিলা জননী—"তবে, বিলম্ব কি আর?

২৯

"কর যাত্রা শুভক্ষণে; 'স্বামী'র চরণে
লইয়া প্রসাদ রজঃ গমনের পথে,
হও রত বিধি-মতে সংকল্প সাধনে,
যথাযোগ্য আয়োজনে দৃঢ় মহাব্রতে।
দিয়া সাধু-উপদেশ দুষ্টের দমনে,
উৎসাহ-বচনে সবে দিয়া নব বল,
উপযুক্ত স্থানে রক্ষা কর বীরগণে;
সুরক্ষিত, দৃঢ় যেন থাকে সর্ব্বস্থল।
রে শিব্‌বা, অধিক তোরে কি বলিব আর?
যোগ্য করে জানি ন্যস্ত গুরু কার্য্য ভার।"

৩০

বহি শিরে মাতৃ-আজ্ঞা, এবে পুত্রবর
হইল অন্তর, ফিরে চাহিল না আর।
কি বজ্রে অজেয় গড়া বীরের অন্তর!
কি ব্রত কঠোর, মহা-সাধনা তাহার!
হেন নারী সুকুমারী, কুমার-কমল,
স্নেহসিন্ধু সুশীতল এ হেন মাতার,

---

করা ও রসদাদি সংগ্রহ করা শত্রুগণের পক্ষে নিতান্ত কঠিন। প্রদেশ অরণ্যময় ও অত্যন্ত পর্ব্বত-সমাকীর্ণ।"

অসীম সম্পদ-পদ, ধন-জন-বল,
ত্যজি, বীর দিল ঝম্প অকূল পাথার।
রক্ষিবারে স্বদেশের গৌরব-রতন,
সঁপিল জীবন কিবা সাধনে ভীষণ।

৩১

বীরপত্নী, বীরপ্রসূ, এদিকে আবার,
দেখ চাহি, অবিচল হৃদয়ে তেমন,
কর্ত্তব্য-পাষাণে রোধি মমতার দ্বার,
পাঠাইল মৃত্যু-মুখে পতি-পুত্র-ধন।
হা বিধাতঃ, হেন দৃশ্য এ ভারত-ভূমে
পাব কি দেখিতে আর? এই দীন হীন
বিলাসী ভারত-বাসী, মগ্ন ঘোর ঘুমে,
জাগিবে কি কভু আর? যাবে কি এ দিন?
কুশিক্ষা-কুহকময় ভেদি অন্ধকার,
সে ক্ষত্র-প্রতিভা-সূর্য্য উদিবে কি আর? *

* সে দিন শত্রুর প্রতিকূলে ইংরাজ-পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইয়া অনেক বীরহৃদয় ভারতসন্তান বহুকাল পরে এই ক্ষত্র-প্রতিভার আংশিক বিকাশ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন! (সম্পাদক। ইং ১৯২৫)।

# তৃতীয় সর্গ।



ত্যজি শৈলাবাস—জনক-আলয়
চলিয়াছে 'কৃষ্ণা' তরঙ্গ-মালিনী।
পাইয়া সংবাদ, প্রফুল্ল-হৃদয়
'নীরা' 'ভীমা' আর যুগল ভগিনী,
হয়েছে বাহির ত্যজিয়া ভবন।
সহোদরা তিন—সপত্নী ত্রিতয়—
ছুটেছে, প্রাণেশে সঁপিয়া জীবন,
নাম-রূপ তাঁহে করিবারে লয়।
'ভদ্রা' 'বেদবতী'—আরো দু'ভগিনী
মিলি অর্দ্ধ পথে, ধায় উন্মাদিনী।

২

পরিহরি প্রিয়-অঙ্ক জননীর,
যেই গুপ্ত পথে, পতি-পাগলিনী,
নবীন যৌবনে হইয়া অধীর,
হইয়াছে 'কৃষ্ণা' সাগর-গামিনী;
অদূরে তাহার, তুঙ্গ শৃঙ্গোপরি,
অভ্রভেদী শির করি সমুন্নত

বিরাজে 'প্রতাপ-গড়' গর্ব্ব-ভরে ;
অভেদ্য চৌদিকে অরণ্য পর্ব্বত।
অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ, জগত-বিস্ময়,
দুর্গ দৃঢ়তম, দুর্গম, দুর্জ্জয়। *

৩

প্রাচী দিকে তার অতি মনোহর
মন্দির সুন্দর ভবানী মাতার,
করিয়া উন্নত শূল ভয়ঙ্কর
কুচিত্তে আতঙ্ক করিছে সঞ্চার।
দেবী দশভুজা ধরি দশ-করে
দশ প্রহরণ, খড়গ খরধার,
দাঁড়াইয়ে ক্রুদ্ধ মহাসিংহোপরে
দানবে দুরন্ত করিছে সংহার।
শোনিত-আপ্লুত পতিত আতুর,
চরণে ভীষণ মহিষ-অসুর।

---

* এই দুর্গ জাওলী প্রদেশের অন্তর্গত এবং 'কৃষ্ণা' নদীর উৎপত্তি স্থানের অনতিদূরে অবস্থিত। সমুদ্র হইতে ইহা ৩৫৪৮ ফিট্ উচ্চ। ইহা অত্যন্ত দুর্গম; ইহাতে যাইবার দুইটি পথ এবং একমাত্র প্রবেশ দ্বার আছে। পর্ব্বতের উপরে ভূভাগ প্রায় অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত; ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার মধ্যে প্রচুর জলপূর্ণ দুইটি উত্তম জলাশয় আছে। ইহাতে জল সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। এই গিরিদুর্গের উপর হইতে, চতুষ্পার্শ্বের অরণ্যানী ও শৈলশ্রেণী এবং দূরবর্ত্তী নীল সিন্ধু অতি সুন্দর দেখায়।



৩

৪

বসি বীরশ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্র-পতি
মর্ম্মর-আসনে মন্দির-প্রাঙ্গন ;
বামে ও দক্ষিণে প্রভুগত-মতি
উপবিষ্ট বীর সেনাপতি-গণ।
বন্দি ভক্তি-ভরে ভবানী-চরণ,
বদ্ধাঞ্জলি সবে, সুপবিত অতি,
রণমূর্ত্তি মা'র করিছে দর্শন,
কোমলে কঠোর,—মোহিনী মূরতি।
অবসান দিবা ; দূর সিন্ধু-জলে
ডুবিছে দিনেশ,—যায় অস্তাচলে।

৫

লভি' রাজাদেশ, সেনাপতিগণ,
ল'য়ে সৈন্যবল, নানাদিক্ হ'তে,
করিয়াছে আজি দুর্গে আগমন,
প্রাণপণ সবে দৃঢ় মহাব্রতে।
উৎসাহে অপার, আনন্দে সকলে
করিছে মন্ত্রণা, হেথা বীরগণ ;
পবিত্র-হৃদয়ে পবিত্র এ স্থলে
পুরোভাগে মা'র করি আগমন,
সমাহিত এবে, সন্ধ্যা সমাগমে,
ইষ্ট-পদ-ধ্যান করে একমনে।

৬

জ্বলিল প্রদীপ বিনাশি তিমির
আলোকিত করি মন্দির, প্রাঙ্গন।
উঠিল বাজিয়া মধুর-গম্ভীর
বাদ্যভাণ্ড, প্লাবি পর্ব্বত কানন।
মিশ্রিত সে ধ্বনি প্রতিধ্বনি-সহ
শৃঙ্গে শৃঙ্গে শত উঠিল বাজিয়া ;
বহি সে শবদ সুখে শব্দবহ
দূর-দূরান্তর চলিল নাচিয়া।
বাজে নহবত উচ্চ গিরি-চূড়ে,
অমর-সঙ্গীত যেন সুর-পুরে।

৭

উঠিছে পঞ্চমে মুরলীর স্বন্ ;
প্রাণ-মন তাহে হইতেছে লয়।
ভাসা'য়ে ভূতল, পরশে গগন
কি স্বর মধুর, কি মদিরাময় !
ধূপ-ধূনা-রাশি পুড়িয়া অনলে,
নিঃস্বার্থ-হৃদয় মহাত্মা যেমন,
বিতরি পবিত্র সুরভি ভূতলে
সত্ত্ব-ভাবে চিত্ত করিছে মগন।
নিরখি প্রতিমা, ভকতি-বিহ্বল
স্থির ভক্তগণ, নেত্র ছল ছল্।

৮

কাঁপাইয়ে গিরি কানন প্রান্তর
দুর্গের ভিতর সহসা গভীর
হ'লো তোপ-ধ্বনি, করিয়া জ্ঞাপন
শুভক্ষণ মা'র সন্ধ্যা-আরতির।
জটাজুট-শির গৈরিক-বসন
উঠি পুরোহিত, স্বর্ণ-দীপ করে,
আরম্ভিলা ধীরে আরতি তখন
শঙ্খ-ঘণ্টা আদি বাদিত্রের স্বরে।
শ্রেণীবদ্ধ সবে চাহি মা'র পানে
দাঁড়াইল স্থির দক্ষিণে ও বামে।

৯

রে মুগ্ধ হৃদয়, তুইও এ-সময়
ভাবনা কামনা ত্যজিয়ে অসার,
যোড় করি কর, হইয়ে তন্ময়,
সম্মুখে মায়ের দাঁড়া একবার।
হায় মা আমার, এ মোহ-স্বপনে,
আকাশ-কুসুমে ভুলাইয়ে আর,
কত দিন হেন রাখিবি বন্ধনে?
পা'ব পরমার্থে কবে মুক্ত-দ্বার?
মুক্তপথে সেই ছুটিয়া কখন
মুক্তিপদে পা'ব মূল-প্রয়োজন?

১০

বাড়ে দিন দিন হের দৈত্যবল ;
দানবারি হরি কোথা মা আজিকে ?
ক্রমে দৃঢ়তর মোহের শৃঙ্খল ;
পাপ-স্রোত বেগে বহে চারিদিকে !
হয় শূন্য ক্রমে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ;
অস্থি-চর্ম্ম-সার শক্তির তনয় !
ওই শুন সদা উঠে হাহাকার—
আর্ত্তের রোদন,—মথিয়া হৃদয় !
উঠেছে অধর্ম্ম-ঝটিকা, ভীষণ ;
রাখ ধর্ম্মবলে জীর্ণ এ ভবন !

১১

গত কতক্ষণ ! সমাপ্ত আরতি।
"জয় মা ভবানী" গাহি সম-স্বরে,
লুটিয়া ধরণী করিল প্রণতি
যতেক সন্তান একান্ত-অন্তরে।
থামিল বাদিত্র, নহবত-গান ;
অনন্তের পথে সে স্বর-লহরী
হ'লো প্রবাহিত চির-বহমান।
সন্ধ্যা কোলে করি আসিল শর্ব্বরী।
বসিল স্বস্থানে পুনঃ বীরগণ ;
নীরব মন্দির ; স্তব্ধ গিরি বন।

১২

"শুন অতঃপর কহি কিছু আর,
কহিতে অধিক নাহি প্রয়োজন।"—
চাহি স্থির-নেত্রে বদন সবার
ভাষে ভূপ তবে গম্ভীর-বদন।—
"আগত সম্মুখে পরীক্ষা কঠিন ;
যে দীক্ষা, যে শিক্ষা লভেছ সকলে,
কঠোর সাধনা সাধি এত দিন
পাতি বজ্রে বুক, পুড়িয়া অনলে,
অদূরে তাহার পরীক্ষা ভীষণ ;
প্রস্তুত অচিরে হও বীর-গণ।

১৩

"ধন-জন-মন জীবন শরীর
দিয়াছ সঁপিয়া সবে অকাতরে,
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর
ঘুচা'তে সন্তাপ দুরন্তের করে।
গো-ব্রাহ্মণ, মহা ধর্ম্ম সনাতন,
করিতে রক্ষণ, সতীর সম্মান,
দৃঢ় চিত্ত জানি আছ প্রাণ-পণ
তোমরা সকলে মা'র সুসন্তান।
স্বজাতি স্বধর্ম্ম স্বদেশের তরে
কি অদেয় তব বিশ্ব চরাচরে ?

১৪

"তুচ্ছ দেহ এই মায়ার সৃজন,
সদ্যঃপাতী ক্ষুদ্র জলবিম্ব প্রায়,
প্রতি শ্বাসে ক্ষয় হয় প্রতি ক্ষণ,
আঁখি পালটিতে কোথায় মিশায়।
মল-বাহী হেন অসার শরীরে
অনিত্য সত্তায় নিশার স্বপন,
বহি দেবাদেশ সদা নত শিরে
নাহি করে যেবা স্বধর্ম্ম সাধন,—
বৃথা সে জীবন; মরণ মঙ্গল;
প্রায়শ্চিত্ত তার তীব্র তুষানল।

১৫

"ভাব মনে পিতৃ-পিতামহ-গণে,
আর্য্যকুলমণি সেই মহাপ্রাণ
ভীমার্জ্জুন আদি চিরজয়ী রণে
বীরোত্তম বীর ভারত-সন্তান।
করিয়া উচ্ছেদ অধর্ম্ম প্রবল
ধর্ম্মরাজ্য এক করিতে স্থাপন,
দিয়া বিসর্জ্জন তাঁহারা সকল
মহাব্রত কিবা করিল সাধন!
ভাব মনে সেই বীরেন্দ্র প্রতাপ,
দেব-কীর্ত্তি তাঁর, অমিত প্রতাপ।

১৬

"এই সে মাটিতে, এই মা'র কোলে
গঠিত মোরাও সম-উপাদানে ;
তাঁরি স্তন্যে, তাঁরি অগ্নি-বায়ু-জলে
পালিত বর্দ্ধিত এই পুণ্য-ধামে।
কেন, তবে কেন, ওহে ভ্রাতৃগণ,
অনুসরি পদচিহ্ন তাঁহাদের,
সেবি পদ মা'র তাঁ'দেরি মতন
না করি সাধন ব্রত জীবনের ?
অবশ্য সাধিব, সঁপিব জীবন,
দেবাদেশ নাহি হইবে লঙ্ঘন !

১৭

"জাগ বীরগণ ! চাহ একবার,
কি দুর্দ্দিন হের এসেছে হেথায় ;
চারিদিকে শুধু অনর্থ মিথ্যার ;
অমৃত সত্যের গোপনে কোথায় !
কেহ নাহি চাহে কা'রো মুখ-পানে ;
স্বোদর পূরণে সবাই তৎপর ;
দিয়া জলাঞ্জলি হিতাহিত-জ্ঞানে
ইন্দ্রিয়-তর্পণে মত্ত নারী-নর !
বিভোর সকলে বিলাস-ব্যসনে,
মরে মরীচিকা-মাঝে জল-ভ্রমে !

১৮

"কাটি খণ্ডে শত, স্বর্ণ অঙ্গ মা'র, *
করি অধিকার হের জনে জনে,
দৃপ্ত অহঙ্কারে করে স্বেচ্ছাচার,
দলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, দর্পিত চরণে।
না ভাবে ভ্রমেও, নাহিরে স্মরণ,
আছে একজন ঊর্দ্ধে সবাকার ;
ন্যায়-দণ্ডে তাঁর এ বিশ্ব-ভুবন
পাপ-পুণ্যে সবে লভে সুবিচার।
প্রতিষ্ঠা পুণ্যের পরা শান্তি ধাম,
চির-তাপ-ময় পাপ-পরিণাম।

১৯

"গিয়াছে সে দিন ; এই সে যবন
লভি সিংহাসন ভারত-ভিতরে,
থাকি ন্যায়-পথে করেছে শাসন
প্রজা একদিন পবিত্র-অন্তরে।
গুরু-অপরাধে যবন-ভূপতি,
কঠোর কর্ত্তব্য করিয়া পালন,
একমাত্র পুত্রবরে প্রিয় অতি

* মোগলশক্তির আসন্ন অবস্থা দেখিয়া, এই সময় অনেক-গুলি শক্তি এক এক খণ্ড-রাজত্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া স্ব স্ব স্বাধীনতা ঘোষণায় তৎপর ছিল।

দিয়া প্রাণদণ্ড করেছে নিধন। *
কি হিন্দু অহিন্দু না করি বিচার,
দিয়াছে প্রজায় পুত্র-অধিকার।

২০

"লভেছে ভারত প্রাধান্য অতুল,
নহে বহুদিন, তাদেরি শাসনে;
নাহি ছিল তারা কভু প্রতিকূল
শিল্প-বাণিজ্যাদি উন্নতি-সাধনে।

* (১) প্রখ্যাতনামা নবাব মুর্শিদকুলীখাঁ, কোনও কুল-স্ত্রীর ধর্ম্মনাশ করা অপরাধে অভিযুক্ত স্বীয় একমাত্র পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন! নিখিল বাবুর "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস" ১ খণ্ড ৪৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(২) মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র একদা অশ্বারোহণে মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার অশ্ব-পদাঘাতে এক বৃদ্ধার একমাত্র পুত্রের প্রাণ বিনষ্ট হয়। বৃদ্ধা পুত্রের শবদেহ-সহ রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়া সম্রাটের নিকট বিচার প্রার্থনা করেন। সম্রাট অনুসন্ধান করিয়া, আপন পুত্রকেই সেই শিশুহন্তা জানিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বৃদ্ধার হস্তে সমর্পণ করেন এবং বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"তুমি তোমার এই পুত্রহন্তাকে যাহা ইচ্ছা করিতে পার।" বৃদ্ধা ইচ্ছা করিলে সম্রাট-পুত্রেরও প্রাণ বিনাশ ইচ্ছা করিতে পারিত। কিন্তু, সেই দয়াবতী তাহা করেন নাই। ৺মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা কৃত "রাজাবলী" দ্রষ্টব্য।

রাশি রাশি অর্থ ঢালি অকাতরে
দেশ-হিত বহু করেছে সাধন ;
কত কীর্ত্তি আজো দেশ-দেশান্তরে
সুনাম তাদের করি'ছে ঘোষণ।
ছিল না তাহারা পিশাচ সকলে ;
ফেলেনি ভারতে এ-দীপ্ত-অনলে।

২১

"ভাগ্যদোষে হায়, সে দিন এখন
হয়েছে অতীত ; বিপরীত তা'র,
প্রতিস্থানে আজি কর দরশন,
কি দৃশ্য ভীষণ,—ঘোর অত্যাচার !
মতিচ্ছন্ন এই, জানিও নিশ্চয়,
আশু পতনের সূচনা তাহার ;
বিশ্ব-পতি সেই নহে নিরদয়,
ন্যায়রাজ্যে তাঁর নাহি অবিচার।
বৃদ্ধি অধর্ম্মের নহে চিরকাল ;
নামে কাল-দণ্ড মস্তকে করাল !

২২

"হও বীরগণ, বদ্ধ-পরিকর।
প্রকৃতির কার্য্যে সহায় কেবল
আমরা সকলে। দেখিবে সত্বর,
পা'বে অত্যাচারী কর্ম্মোচিত ফল।

ধর্ম্মে অবিচল রাখি সবে মতি,
হীন স্বার্থ করি সর্ব্বথা বর্জ্জন,
হও অগ্রসর, বীর-ব্রতে ব্রতী,
প্রাণ-পণে কর কর্ত্তব্য পালন।
তুচ্ছ আফ্‌জল্‌—বিশ্ব ভূমণ্ডল
হইবে লুণ্ঠিত ক্ষণে পদতল।

২৩

"কি বলিব আর ?—খোল তরবার,
'জয় মা ভবানী !' গাহি সমস্বর ;
এই অত্যাচার কর প্রতিকার,
মনস্তাপ মা'র ঘুচাও সত্বর।
কর মহা-শক্তি-পূজা আয়োজন ;
ইচ্ছা বলি ওই হইবার তরে
আসিয়াছে হেথা হের শুভক্ষণ
মহাপশু এক মায়ের খর্পরে।
রক্তজবা—রক্তমাখা শত্রুশির
দাও পুষ্পাঞ্জলি পদে ভবানীর !

২৪

থামিল বীরেন্দ্র, মেঘমন্দ্র-স্বরে
কহিয়া এতেক উৎসাহ-বচন ;
বহে ঘর্ম্ম বেগে, কম্প কলেবরে,
ছুটে অগ্নি-শিখা যুগল-নয়ন।

'জয় মা ভবানী !' গাহি তার-স্বরে
নিষ্কোষিত করে তুলিয়া কৃপাণ,
রাজাজ্ঞা মস্তকে ধরি ভক্তিভরে,
করিল সকলে সম্মতি প্রদান।
খেলিয়া বিদ্যুৎ তীক্ষ্ণ অসি শত
করি ঝনৎকার হ'লো কোষগত।

২৫

উঠি 'মেরোপন্ত পিঙ্গলে' তখন
বীরকুলোত্তম সেনানী প্রধান,
বিনম্র-বদনে করে নিবেদন—
"কর মহারাজ, আদেশ প্রদান।
রাজ-আজ্ঞা শিরে করিয়া বহন
গাহিয়া সঘনে ভবানীর নাম,
সসৈন্যে এখনি ভেটিব যবন,
দিব দুষ্টে ক্ষণে যোগ্য প্রতিদান।
শুনি পাপিষ্ঠের ঘোর অত্যাচার
তিলমাত্র ব্যাজ নাহি সহে আর।

২৬

"চির-শত্রু ধূর্ত্ত এই আফ্‌জল্
দিয়াছে মোদেরে দাগা বহুবার ;
উপযুক্ত তার দিব প্রতিফল,
একটি যবন ফিরিবে না আর।

মহামূর্খ সেই, অন্ধ অহঙ্কারে,
সিংহের বিবরে করিয়া প্রবেশ,
কেশরি-কেশর ছিন্ন করিবারে
আসে ল'য়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অশেষ !
ক্ষুদ্র সে পতঙ্গ, পশিছে ইচ্ছায়
কালের আহ্বানে অনল শিখায় !"

২৭

"হও সত্যবাক্, হে শূর-সত্তম ;"—
কহিলা সস্নেহে মহারাষ্ট্র-পতি
উঠি বীরবরে করি আলিঙ্গন,—
"এ সাহস তব উপযুক্ত অতি !
কিন্তু, কিবা ফল লভি সে প্রয়াস ?
উপদেশ-মত, থাকি স্বীয় স্থলে
রাখ দৃঢ় সবে আপন আবাস ;
প্রতি রন্ধ্র-পথ রক্ষ সুকৌশলে।
অরক্ষিত নাহি রাখ বিন্দু স্থান ;
থাক সুসজ্জিত, সদা সাবধান।

২৮

"প্রতি শৃঙ্গে সৈন্য কর সংস্থাপিত
প্রস্তুত সতত শত্রু-আক্রমণে ;
ইঙ্গিতে যেমন হয়ে নিপতিত
দলিতে মুহূর্ত্তে পারে দস্যু-গণে।

বজ্রনাদী যত কামান ভীষণ
কর রক্ষা যত্নে যথাযোগ্য স্থলে ;
ভ্রূভঙ্গে আদেশ না দিতে তৎক্ষণ
প্রলয়-অনল যেন উঠে জ্ব’লে।
ত্যজ বাক্য, কার্য্য কর ভ্রাতৃগণ ;
কর ত্বরা মা’র পূজা-আয়োজন।”

২৯

দৃঢ় ব্রত সবে, তুলি উচ্চরবে
“জয় মা ভবানী !” গভীর তান,
ত্যজিল আসন, আরক্ত-বদন
পশিতে আহবে অধীর-প্রাণ।
হ’য়ে অগ্রসর পুরোহিত-বর,
“হও রে বিজয়ী”, মধুর-স্বরে,
করি আশীর্ব্বাদ, দেবীর প্রসাদ
দিল বিল্বদল সবার করে।
করি পরস্পর আলিঙ্গন তবে
প্রস্থান স্বস্থানে করিল সবে।

৩০

প্রথম প্রহর ; পুনঃ ভয়ঙ্কর
গরজিল তোপ গভীর স্বরে।
টলিল প্রাকার পর্ব্বত কান্তার ;
নিদ্রিত বিহঙ্গ জাগিল নীড়ে।

ছুটিল শার্দ্দূল সভয়ে ব্যাকুল
ত্যজি অর্দ্ধমৃত মুখের গ্রাস।
করি ঝনৎকার, রুদ্ধ হ'লো দ্বার,—
বজ্রের কপাট যমের ত্রাস।
তিমির-বসনে ঢাকি কলেবর
লভিল বিশ্রাম এবে চরাচর।

# চতুর্থ সর্গ।

১

সুনিতম্বে ভারতের ভুবন-মোহিনী
ভূষণ-রূপিনী 'ভীমা', মলয়-হিল্লোলে
ল'য়ে উর্ম্মিমালা গলে, কল-নিনাদিনী,
গাহিছে ভারত-গাথা মধুর কল্লোলে।
সচলা তটিনী, তীরে অচলের শ্রেণী
অরণ্যানী শ্যাম-শোভা করিয়া ধারণ,
শোভিছে কেমন! নীরে করি মুক্ত বেণী
করিতেছে জল-ক্রীড়া প্রকৃতি যেমন,—
করিয়া আবৃত নীর শীতল ছায়ায়
প্রতিবিম্বে গিরি-বন তরঙ্গে খেলায়

২

কেহ ফলে কেহ ফুলে পল্লবে মুকুলে
হইয়া ভূষিত চারু তরু-লতা-চয়,
স্বভাব-উদ্যান রচি শৈলজার কূলে
কি রূপে মোহন মরি, হরিছে হৃদয়!
গাহিছে বিহঙ্গ-কুল তরু-শাখে বসি
আবরি শ্যামল পত্রে সুন্দর শরীর;

আচম্বিতে, কোথা হ'তে, অরণ্য ভিতর
কে যেন অপূর্ব্ব পুরী করেছে স্থাপিত।
কেহ গানে, কেহ পানে, বিবিধ ব্যসনে
মগ্ন যোদ্ধৃগণ সবে অপরাহ্ন ক্ষণে।

৭

মানস-মোহন মরি, কিবা মধুময়,
তুলি প্রতি মূর্চ্ছণায় সুস্বর-লহরী,
চারু কক্ষ মাঝে এক এমন সময়,
বাজিতেছে ওই শুন একটি বাঁশরী!
বিলাসের স্রোতে অঙ্গ ঢালি অকাতরে
সুন্দর পর্য্যঙ্কে হের করিয়া শয়ন,
সেনাপতি আফ্‌জল্‌ কক্ষের ভিতরে
বিরাজিছে মোহ-মত্ত কলুষিত-মন।
পান-বিলসিত চিত্ত বাঁশরীর তানে
ভ্রমিছে ভুবন কিবা কল্পনা-বিমানে।

৮

সজ্জিত কুসুম-দামে বসন-ভূষণে
মণি-মুক্তা-বিখচিত চিত্ত-বিনোদন,
মোহিনী কামিনী এক বসি একাসনে
করিছে মুখ-মারুতে অমিয় বর্ষণ।
করিয়া চুম্বন আহা, চারু-বিম্বাধরে
মুরলী-বদন, বামা, করাঙ্গুলে কম

চম্পক-কলিকা-সম, বংশী-কলেবরে
চাপি ছিদ্রাবলী, সুর সাধিছে কেমন।
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে ক্রমশঃ উত্থিত,
উঠিছে সপ্তমে কিবা স্বর সুললিত।

৯

ল'য়ে 'ফরসী'র নল সুকোমল করে,
দক্ষিণে কামিনী অন্য, অধে—কক্ষতলে
জানু পাতি, আছে স্থির চাহি বীরবরে ;
ঢুলু ঢুলু মদালস নয়ন-কমলে,
স্মিতাননে, মরি, মরি, কি মোহন ঠামে,
বাম করে ক্ষীণ কটী করিয়া ধারণ,
সুকুমারী বালা আর দাঁড়াইয়ে বামে
রজত-আধারে সুরা করিছে বহন।
স্বরগের সুখৈশ্বর্য্য সজ্জিত ভূদেশে,
সুরবালাগণ যেন সে'বে অসুরেশে।

১০

একান্তে অন্তিকে বসি সুবর্ণ-পিঞ্জরে
নীলকান্তি খগ এক—কি জানি কি নাম-
লোহিত-চরণ-চঞ্চু, ঊর্দ্ধমুখ ক'রে
নীরবে সঙ্গীত-সুধা করিতেছে পান।
মারুত-হিল্লোলে মন্দ মৃদু আন্দোলিত
ক্ষুদ্র পুষ্প-তরু চয়, রক্ষিত আধারে,

অপূর্ব্ব বিবিধ পুষ্প স্নিগ্ধ সুরভিত
বহি বক্ষে, শোভিতেছে কক্ষ-চারিধারে।
কামিনী-কুসুম-কান্তি করি দরশন,
সরমে কুসুম পত্রে ঢাকিছে বদন।

১১

পরিহরি কুলবধূ-বনফুল-বাস,
উদ্যান-কুসুমে নব—বিলাসিনী-পাশে,
অভিনব-প্রেম-রসে, প্রণয়-পিয়াস-
ভঞ্জনে, গুঞ্জনে ভ্রমে ভ্রমর উল্লাসে।
কুশলী শিল্পীর দক্ষ শিল্প-কলা-ময়
কৃত্রিম কুসুমে নারী-কঞ্চুক-বসনে,
লোলুপ মধুপ কোন হতাশ-হৃদয়
করিছে বিফল যত্ন মধু-আহরণে।
অদূরে তুষার-শুভ্র একটি শশক
খেলিছে; দুলিছে গলে সুবর্ণ পদক।

১২

"ফিরোজা!—ফিরোজা!"—অর্দ্ধ-মুদ্রিত নয়নে
নিরখি ভ্রূভঙ্গে বীণা-বাদিনী-বদন,
কহিলা বাহিনী-পতি এবে কতক্ষণে;—
"নহে মিথ্যা, এ'টি তব ঔষধ উত্তম!
কিন্তু, যে বিষম ব্যাধি দন্তে বিষময়
করিছে দংশন আজি অন্তরে আমার,

সে ব্যাধি করিতে সত্য পারে নিরাময়
না ধরে কিছুই হেন এ বিশ্ব-সংসার।
নিবার সঙ্গীত শুভে ; করহ বিশ্রাম ;
তিক্তময় আজি সব হইতেছে জ্ঞান।”

১৩

নীরবিল অর্দ্ধ-তানে অমনি বাঁশরী,
ছিন্ন-তার তন্ত্রী যথা ; সুধা-প্রস্রবণে
কে যেন সহসা বাধা দিল গো, আমরি ;
ঢাকিল আনন্দ-রবি নিরানন্দ-ঘনে।
‘আবরে বারিদ যবে বিধুর বদন
মলিনা তিমিরে যথা বিধু-বিনোদিনী’,
বিষণ্ণ প্রভুরে আহা, করি দরশন
হ’লো ম্লানমুখী ক্ষণে যত সুহাসিনী।
স্মিতাননে শোক-ছায়া সহসা আসিয়া
অভিনব শোভা আর উঠিল ফুটিয়া।

১৪

নীরব ভবন ; ক্ষণে কিবা ভাবান্তর !
ধন্য কাল !—কি অসীম মহিমা তোমার !
কি লীলা বিচিত্র বিশ্বে কর নিরন্তর !
লঙ্ঘিতে শকতি তব সাধ্য ভবে কার ?
নাহি হয় কালাতীত যদবধি নর,
কাল-ভয়-হারী কৃষ্ণ-চরণ-কমল

লইয়া শরণ আহা, দৃঢ় তব কর
এই লীলা-চক্রে তারে ঘুরায় কেবল ;
আলোকে আঁধারে ঊর্দ্ধে অধে উঠি পড়ি,
কি তাপ সহে সে সদা কত জন্ম ধরি !

১৫

হায় রে, অবোধ চিত্ত, কেন নিত্য আর
কাল-চক্রে এ কঠোর হ'য়ে কবলিত,
সহিস্ নিয়ত তার এই স্বেচ্ছাচার—
এই হাসি এই কান্না অতীব ঘৃণিত ?
কি আছে প্রাণের বস্তু তার অধিকারে ?
বিন্দু সত্য সুখ সেই, পারে কি সে দিতে ?
ওই দেখ্ সাক্ষী তার—গুরু চিন্তাভারে
বিহ্বল যবন-বীর ; কি অনল চিতে !
আছে তো সকলি তার ; কই সুখ মনে ?
আনন্দ সকলে এক গোবিন্দ-শরণে !

১৬

কর-পদ্মে সুকোমল, চিন্তিত-অন্তরে,
সাদরে প্রভুর কর করিয়া ধারণ,
কহিলা ফিরোজা তবে অতি সকাতরে ;
"বীরবর, ভাবান্তর হেরি কি কারণ ?
বিষাদের গাঢ়তম ছায়া তমোময়,
করিতে মলিন হেন ও-মুখ-কমল

দেখি নাই কখনো তো! কি চিন্তা উদয়?
কহ প্রভো, কেন আজি হৃদয় বিকল?
ক্ষুদ্র তরু ঝটিকায় হয় উৎপাটিত;
মহাদ্রি-শিখর কভু নহে তো কম্পিত!"

১৭

"ফিরোজারে, অতি লঘু অবলা-হৃদয়;"—
থাকি সমভাবে বীর করিলা উত্তর,—
"বাতাসে চঞ্চল যথা কুসুম-নিচয়,
বিতরি সৌরভ মধু জুড়ায় অন্তর;
একটু আতপে কিন্তু, একটু পরশে.
হ'য়ে যায় বিমলিন দল গুলি তার,
খসি বৃন্ত হ'তে ধীরে ভূতল পরশে;
লুকায় সে শোভা তার হয় বৃন্তসার।
যেই চিন্তা-গুরুভার এ হৃদয়ে মম,
পারিবে না সুকোমলে, করিতে গ্রহণ।"

১৮

"ভাবিয়া কি ভবিষ্যৎ জয়-পরাজয়,"—
কহিলা সুমুখী পুনঃ—"হে শূর-সত্তম,
হয়েছে চঞ্চল তব এ বীর-হৃদয়,
মেঘের গর্জ্জনে ভীত শিশুর মতন?
অসম্ভব!—কর-তলে জ্বলন্ত অশনি
হাসিতে হাসিতে পারে রোধিতে যে জন,

শঙ্কিত কবে সে, চিত্তে পরমাদ গণি,
উদ্‌গত খদ্যোত-দ্যুতি করি দরশন ?
দুর্জ্জয় পাঠান বীর, দুর্ব্বার সমরে ;
শঙ্কিত কবে সে ক্ষুদ্র কাফেরের ডরে ?”

১৯

“বালিকার মুখে মিষ্ট এ সব বচন
সত্যই মধুরতম।”—হাসিয়া গম্ভীর,
ভাষিলা যবন-বীর ত্যজিয়া শয়ন,—
“রণ-নীতি, প্রেম-গীতি নহে যুবতীর।
জান না ললনা, এই আর্য্য-বীর-গণ
ধরে শক্তি কি বিষম। যুদ্ধে যত বার
বহিঃশত্রু সনে তার ঘটেছে মিলন,
টুটিয়াছে ন্যায়-রণে কে গর্ব্ব তাহার ?
শঠতা চাতুরী কূট-কৌশল ব্যতীত
অন্য অস্ত্রে নহে কভু আর্য্য পরাজিত।

২০

“বীর-শ্রেষ্ঠ সেকন্দর করি দিগ্বিজয়,
জিনি রণে অনায়াসে বহু রাজ্য-দেশ,
অতি হেয় শঠতার না ল’য়ে আশ্রয়
পারে নাই পুরু-বীরে জিনিবারে শেষ।
দুর্ম্মদ মামুদ ঘোরী ভারত-সংগ্রামে
মরিতে মরিতে ত্রাণ লভি বারম্বার,

লভেছিল রাজদণ্ড এই হিন্দুস্থানে
লইয়া আশ্রয় শেষ এই শঠতার।
মোগল পাঠান আদি যত শক্তি আর,
শঠতা—শঠতা এক অস্ত্র সবাকার।

২১

"পারি যদি জিনিবারে এ বন-শার্দ্দূলে,
আমারো শঠতা এই ভরসা কেবল ;
ভাবিতেছি তাই শুভে, কি ছল-কৌশলে
করিব আয়ত্ত মহাশত্রু মহাবল।
শিবাজী কৌশলী অতি, সমর-তৎপর,
উৎসর্গিত-প্রাণ সদা স্বদেশের তরে ;
একেক শিবাজী, তার প্রতি পার্শ্বচর,
ধর্ম্মে দৃঢ় মহাপ্রাণ অজেয় সমরে।
দুর্জ্জয় দুর্গম তাহে গিরি-দুর্গ-চয়।
ন্যায়-যুদ্ধে নহে সাধ্য শিবাজী-বিজয়।"

২২

"কি বলিলে সেনাপতে!"—দলিতা ফণিনী,
পলকে পালঙ্ক হ'তে নামিয়া, নির্ভয়,
ভ্রূকুটি-নয়না সেই কহে গরবিনী,—
"ন্যায়-যুদ্ধে নহে সাধ্য শিবাজী-বিজয়?
হা ধিক্!—তবে কি এই শঠতা-সহায়ে
জিনিতে তুমিও অরি করেছ মনন?

কাপুরুষ-যোগ্য অতি জঘন্য উপায়ে
স্বর্গীয় 'বিজয়ী' নাম করিবে অর্জ্জন ?
বাসনা ধরিতে অঙ্গে পুরীষ-পঙ্কিল,
শিরঃশোভা শূরেন্দ্রের অর্ঘ্য অনাবিল ?

২৩

"হা ধিক্‌. হা ধিক্‌, হেয় এ ব্যাধ-আচার
বীরাচার হ'তে তবে কি প্রভেদ ধরে ?
বীরের সম্মুখ যুদ্ধ, মুক্ত তরবার ;
ব্যাধের কুটিল গতি, গুপ্ত অস্ত্র করে !
একি মতি-বিপর্য্যয় হায়, আফ্‌জল্‌ ?
'বীর' বলি খ্যাতি তব আছে চিরদিন ;
রাজ্যের প্রধান শক্তি তব বাহুবল ;
কি কারণ হেরি তবে এ দুর্ম্মতি হীন ?
কি হেতু অন্তরে আজি এ দুশ্চিন্তা-ভার
মৃত্যু-ভয় হৃদয়ে কি হয়েছে সঞ্চার ?

২৪

"কেন তবে, হা অভাগ্য, আপন ইচ্ছায়,
করি বীর-গর্ব্ব বৃথা, তুলি নিজ করে
নিলে মৃত্যু-ফাঁসী গলে, প্রকাশ্য সভায় ?
আনিলে বিপদ ডাকি কেন সাধ ক'রে ?
না বুঝি আপন শক্তি ভাবী পরিণাম,
ক্ষণ-উত্তেজনা-বশে, দুঃসাহস হেন

করিলে গ্রহণ হায়, কি হেতু অজ্ঞান ?
খর্ব্বের আকাঙ্ক্ষা চন্দ্র-পরশনে কেন ?
প্রাণের মমতা যদি এতই অন্তরে,
ত্যজি সুখ-শয্যা কেন সাজিলে সমরে ?

২৫

"কেন বা পিশাচ-প্রায় হইয়ে নির্ম্মম,
ভীষণ অনর্থ এই ঘটাইলে পথে,
সহসা উত্থিত ভীম ঝটিকা যেমন
করে ধ্বংস-অভিনয় প্রশান্ত জগতে ?
করি হত্যাকাণ্ড এই, ঘোর অত্যাচার,
কি হেতু করিলে হস্ত রক্ত-কলুষিত ?
লুণ্ঠন, পীড়ন, এই জীবন-সংহার,
দুর্ব্বল-দলন হেন, রাক্ষস-উচিত,
করিলে সাধিত তুমি আদেশে বা কা'র
পার কি উত্তর বীর, দিতে পরিষ্কার ?

২৬

"কাটিতে কদলী তরু বালক যেমন,
দলিতে দুর্ব্বলে বল কে নহে তৎপর ?
নাশে দীপ-কলিকায় নিশ্বাস-পবন ;
কিন্তু, সেই অগ্নি যবে গ্রাসে চরাচর,
পদানত হয় জানি সেই বায়ু তার।
কি পৌরুষ বীরবর, দলি শক্তি-হীনে ?

বীরত্ব এই কি তব পাঠান-সর্দ্দার ?
ডুবাইলে যশঃকীর্ত্তি হায়, এতদিনে !
সকল ভরসা আশা সেই সনে আর
ডুবাইলে চিরতরে অকূল পাথার !

২৭

"আশার মোহিনী বাণী করিয়া শ্রবণ,
ভাবিয়াছ শঠতার লইয়া আশ্রয়
হ'বে সিদ্ধকাম ;—হায়, মোহের স্বপন
হইয়াছ মহাভ্রমে পতিত নিশ্চয় !
মূর্খ তুমি ; যশো-লোভে হ'য়ে আত্মহারা,
ভাবিতে মুহূর্ত্ত তব নাহি অবকাশ,—
তোমা হ'তে শতগুণ সুচতুর তা'রা,
ফুৎকারে উড়াবে লঘু তব মায়াপাশ
এখনও সাবধান হও শূরবর,—
মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি ওই ভয়ঙ্কর !"

২৮

নীরবিলা বীর-বালা। কমল-নয়নে
খেলিছে অনল-বিভা, বিরূপ বদন,
বিজলি-বিকাশ মরি, যেন নব-ঘনে ;
উঠেছে বঙ্কিম ভুরু ললাটে কেমন
প্লাবিয়া নিতম্ব-বিম্ব, অধোদেশে তার,
দুলিছে লম্বিত বেণী, কাল ফণী সম ;

প্রকাশি ঈষৎ, গুরু চারু বক্ষোভার,
পড়েছে উড়িয়া অর্দ্ধ-হৃদয়-বসন ;
বহিছে সঘনে শ্বাস ;—কি মূর্ত্তি সুন্দর !
মোহিত, চকিত, ক্রুদ্ধ, চাহি বীরবর।

২৯

"অবলা রমণী, তাহে প্রিয়-সহচরী
সম্পদে বিপদে মম তুমি সুবদনি,
প্রাণের অধিক তোরে সদা গণ্য করি ;"—
কহিলা সরোষে তবে শঠ-চূড়ামণি ;—
"সহিলাম তাই আজি এ দুর্ব্বাক্য তব ;
ক্ষমিলাম দোষ শত ; জীবনে, প্রথম
ক্ষমা দান এই মম, অতি অসম্ভব।
দয়া-মায়া-ধর্ম্ম-কর্ম্ম জনমে কখন্
নাহি জানে আফ্‌জল্ ; মূল মন্ত্র তা'র
'যেন তেন প্রকারেণ' স্বকার্য্য উদ্ধার।

৩০

"এই যমদাঁড় * মম, যমের সোদর,
করিয়া সহায় শুধু, নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে,
কালেরো সম্মুখে হইয়াছি অগ্রসর ;
ত্যজি পথ নিজে মৃত্যু পলায়েছে ভয়ে।"—

* "যমদাঁড় যমদংষ্ট্রঃ স্যাৎ। রা, ব্য কোষ, বৃহৎ তরবারি বিশেষ।" উদ্ধৃত।

লইয়া ভয়াল খড়গ শয্যা-পার্শ্ব হ'তে
লাগিলা কহিতে পুনঃ সগর্ব্বে যবন,—
"না দেখি অদ্যাপি বীর একটি ভারতে,
থাকে যে অটল সহি এই প্রহরণ।
নহে কোলম্বক ইহা কামিনীর করে,
অসাধ্য সাধনে সদা বজ্র-শক্তি ধরে!

৩১

"রমণী-ভ্রূভঙ্গে কভু, থাকিতে জীবন,
নাহি ভুলে আফ্‌জল্ সঙ্কল্প তাহার।
ছলে বা কৌশলে বলে স্বার্থ-সম্পাদন—
না জানে সে ধর্ম্ম-তত্ত্ব ইহা হ'তে আর।
অনুসরি সেই পথ যেই চক্রজাল
অভেদ্য ভীষণ, যত্নে করেছি নির্ম্মাণ,
হউক্ সে বন্য-পশু যতই ভয়াল,
নিশ্চয় এ হ'তে তার নাহি পরিত্রাণ!
হা ধিক্! মরণ-ভয়ে আফ্‌জল্ ভীত,
মরণ আপনি যার তরাসে কম্পিত?"

৩২

ছড়া'য়ে তণ্ডুল-কণা নয়ন-লোভন,
ধরিতে বিহঙ্গে, ব্যাধ অরণ্যে যেমতি
পাতে ফাঁদ, সেই মত দুরন্ত যবন
রচিয়া কুচক্র চিত্তে হরষিত অতি।

ত্যজি কক্ষ দ্রুতগতি গম্ভীর-বদন
করিল প্রস্থান বীর। ভীতা কুরঙ্গিনী,
কিঙ্করী যুগল আহা, মুদিয়া নয়ন,
কাঁপিছে এখনো। শ্বাস ত্যজি উন্মাদিনী
কহিলা ফিরোজা দুঃখে—"অভাগ্য অপার!
হায়, মাতঃ বিজাপুর, অদৃষ্ট তোমার!"

৩৩

এসেছিল বীরবালা, উল্লাসে পরম
গাহিতে বিজয়-গাথা বাঁশরীর তানে,
হেরিতে সমর-রঙ্গ প্রিয়-পরাক্রম,
বহিতে বিজয়-বার্ত্তা বেগমের স্থানে।
গোপন-সঙ্কল্প আর ছিল এক মনে,
শত্রু-রক্ত-সুরঞ্জিত কণ্ঠে বিজয়ীর
দিয়া জয়-মাল্য পূত সেই শুভক্ষণে,
লভিবে গৌরব উচ্চ বীর-রমণীর।
ভাবি ভবিষ্যৎ এবে, হেরি কুলক্ষণ,
হতাশ-হৃদয়ে বামা মুছিল নয়ন।

# পঞ্চম সর্গ।

১

দ্বিতীয় প্রহর দিবা ; দেব দিনমণি,
মেলিয়া সহস্র কর, গাঢ় আলিঙ্গনে
বান্ধিয়া দিবায় সুখে সুবর্ণবরণী,
শোভিছে নির্ম্মলাকাশে হৈম-সিংহাসনে
পতি-অঙ্কে প্রাণাধিক নিরখি সতীনী,
শ্যামাঙ্গিণী ছায়া-সতী মরিয়া মরমে
লুঠিছে চরণে ; অভিমানিনী কামিনী
জানাইছে মনোদুঃখ হের জনে জনে।
নাহি জানে অভিমান সরলা নলিনী
হাসিতেছে পতি-সুখে সদা আহ্লাদিনী

২

অগ্নিময় গিরি-শৃঙ্গ প্রখর কিরণে,
ত্যজিছে অনল-শ্বাস। তপত ভুবন,
সন্তাপিতা তরু-লতা, তৃষিত-নয়নে
আছে চাহি শান্তিময়ী সন্ধ্যা-আগমন
বনজ কুসুম-কুল হইয়া কাতর
না পারি সহিতে তাপ কোমল শরীর

হ'য়ে বৃন্ত-চ্যুত আহা, সহিত ভ্রমর
চুম্বিতেছে ভূমিতল চঞ্চল সমীরে।
লুকা'য়ে নির্ঝর-বালা কাননের কোলে
তপনে দিতেছে গালি কল কল বোলে।

৩

লতাকুঞ্জে, বনতলে, পর্ব্বত-গুহায়,
অগ্নি-বাণে অরুণের হইয়া অধীর,
পশিতেছে পশু-পক্ষী। তপন-সহায়
বহিয়া অনলরাশি ছুটিছে সমীর।
অনাহারে এখনও, নাহিক বিশ্রাম,
হের বীরশ্রেষ্ঠ ওই মহারাষ্ট্র-পতি
সেনাপতিগণ সহ, ভ্রমি প্রতি স্থান,
করিছে সমর-সজ্জা সাবধানে অতি;
স্নাত স্বেদ-নীরে অঙ্গ; আরক্ত বদন;
অধে তপ্ত শিলাতল, মস্তকে তপন।

৪

কোন্ রন্ধ্রপথে, দুর্গে, অরণ্য ভিতর,
পর্ব্বত-উপর কোথা, উপত্যকা 'পরে,
কি রণ-সম্ভার সহ কোন্ বীরবর
রহিবে কি ভাবে সদা প্রস্তুত সমরে;
কোন্ স্থলে কোন্ মুখে বসিবে কামান;
কি সঙ্কেতে পরস্পর সংবাদ জ্ঞাপন

করিবে বিভিন্ন স্থলে করি অবস্থান ;
কিরূপে কোথায় হ'বে শত্রু-আক্রমণ ;
হ'তেছে ব্যবস্থা সব, সুদৃঢ় যুকতি ;
করে কর্ম্ম কায়মনে সবে ঐক্যমতি।

৫

রসদ, অস্ত্রাদি নানা—দ্রুঘন, তোমর
বন্দুক, কামান, কুন্ত, ভল্ল, ভিন্দিপা
নারাচ, কবচ, করপালিকা প্রখর,
পরশু, বিশিখ, শঙ্কু. কৃপাণ করাল,-
শকটে শকটে শত, নানা দিক্ হ'তে,
আসিতেছে সংখ্যাতীত ; উপযুক্ত স্থলে
হতেছে সঞ্চিত দুর্গে, রাজ-আজ্ঞা-মতে
পদাতি নিষাদি সাদি আসি দলে দলে
হইতেছে সম্মিলিত। বিহিত আদেশে
হতেছে সজ্জিত সৈন্য বিভিন্ন প্রদেশে

৬

প্রহরে প্রহরে দক্ষ গুপ্তচর-গণ,
যবন-শিবির হ'তে অতি সাবধানে
বহিছে সংবাদ ; প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালন
করিতেছে বিজ্ঞাপন রাজ-সন্নিধানে।
কি সুন্দর শৃঙ্খলায় কার্য্যাবলী সব
হ'তেছে সাধিত, যন্ত্রে যেন নিয়ন্ত্রিত

পালিছে কর্ত্তব্য সবে নিবিষ্ট নীরব
অভীষ্ট-চরণে আত্মা করি উৎসর্গিত।
নাহি লক্ষ্য কোন দিকে, কায়মনঃপ্রাণে
ব্রতী বাল-বৃদ্ধ-যুবা জগত-কল্যাণে।

৭

ব্যস্ত আজি সকলেই। উৎসাহে পরম
স্ফীত বীরবক্ষ ; মত্ত-করী-আস্ফালনে
গহন কাননে মাতে মৃগেন্দ্র যেমন,
মত্ত রণমদে বীর বৈরী-আগমনে।
ভুলিয়া আহার-নিদ্রা, কি মহা উদ্যমে
হতেছে প্রস্তুত রণে মহারাষ্ট্রগণ ;
দৃঢ়তা চিত্তের ব্যক্ত নয়ন-দর্পণে ;
"সঙ্কল্প সাধন কিম্বা জীবন অর্পণ"—
একবাক্য সকলের ; এক মনঃপ্রাণ
বিভিন্ন শরীরে মরি, যেন বহমান্।

৮

দুর্গ-বহির্ভাগে, অধে, অতিথি-আশ্রমে,
সুন্দর প্রকোষ্ঠে এক এ-হেন সময়,
করিছে বিশ্রাম আহারান্তে সুখাসনে
বীরমূর্ত্তি প্রৌঢ় এক ব্যথিত-হৃদয় ;
বিশদ বসন মাত্র বদ্ধ কটিদেশে ;
মুক্তগাত্র ; গৌরকান্তি অমল উজ্জ্বল ;

বদন গম্ভীর ঘন দীর্ঘ শ্মশ্রু-কেশে ;
আয়ত নয়ন ; সুবিশাল বক্ষঃস্থল ।
শোভিছে উরসে ব্রহ্ম-যজ্ঞ-উপবীত ;
সুকণ্ঠে তুলসী-মালা বৈষ্ণব-উচিত ।

৯

"ধন্য বীরগণ এই, সার্থক-জনম !"—
চাহিয়া চাহিয়া মুক্ত-বাতায়ন-পথে
অদূর শ্যামল শৈলে নয়ন-মোহন,
ভাবিছে সে আগন্তুক—"ব্রতী মহাব্রতে,
মহাযজ্ঞে, ওই যোগী পুরুষ সকল,
ত্যাগের দৃষ্টান্ত মহা করি প্রদর্শন,
কর্ম্মযোগে কি মহান্ ধর্ম্মে অবিচল
করিছে সফল ভবে মানব জনম !
ক্ষণজন্মা ধন্য বীর শাহাজী-কুমার !
ধন্য মহারাষ্ট্রগণ সুপুত্র মাতার !

১০

"ধিক জন্ম আমাদের !—তুলনার তার,
আকাশ পাতাল ভেদ !—বিকা'য়ে শরীর
ঘৃণিত দাসত্বে, হ'য়ে ব্রাহ্মণ-কুমার,
যবনের দ্বারে সদা আছি নত-শির !
ল'য়ে পত্নী-পুত্র, ক্ষুদ্র সংসার-বিবরে
বনচর পশুসম বদ্ধ অনুক্ষণ ;

করি ছুটাছুটি শুধু আত্মতৃপ্তি-তরে ;
একটু স্বার্থের হানি হ'লেই মরণ !
আত্ম-সেবা একমাত্র সাধনা মোদের ;
বিশ্ব-সেবা মহাযজ্ঞ এ বীরগণের !

১১

"হায় মা ভারতভূমি ! কি অশুভ ক্ষণে,
পবিত্র ভবনে এই, মোদের মতন
প্রসবিলি কামপর এ পাষণ্ডগণে ;
দিয়া দুগ্ধ পোষিলি গো, কাল-ভুজঙ্গম !
মেলিয়া নয়ন আজি দেখ্ একবার,—
পুত্র কুলাঙ্গার এই, কি কাজে ঘৃণিত
হ'য়ে ব্রত, আসি হেথা, আদেশে কাহার,
পাপ-স্পর্শে পুণ্য-ক্ষেত্র করে কলুষিত !
লইয়া কুচক্র, এই পবিত্র আবাস
এসেছে মা, সাধিতে সে তোরি সর্ব্বনাশ !

১২

"বহিয়া ব্যাধের পাশ, কৃতদাস তা'র,
বান্ধিতে মৃগেন্দ্রে যথা করে বিস্তারিত
বীতংস সুদৃঢ় সেই, গভীর কান্তার ;
অদূরে সশস্ত্র শত্রু থাকে লুকাইত।
তেমতি, বরিত আজি হ'য়ে দূত-পদে,
কুমন্ত্রণা পাপিষ্ঠের করিতে সফল,

জীবন-কুমারে তোর ফেলিতে বিপদে,
এসেছে এ দ্বিজাধম এই পুণ্যস্থল !—
বজ্র,—বজ্র,—কোথা বজ্র,—বিদারি আকা৺
এ কুল-কলঙ্কে ত্বরা করহ বিনাশ !”

১৩

অনুতাপানলে তীব্র দহি দ্বিজবর,
ব্যাকুল-অন্তর অতি চাহি দূরাকাশে,
ভাসিয়া নয়ন-নীরে,—ভগ্ন কণ্ঠ-স্বর—
শেষ কথা ক'টি আহা, কহিল উচ্ছ্বাসে ;
বসিল উঠিয়া দ্রুত ; ভুজঙ্গ যেমন
দংশিল সহসা অঙ্গে, অন্তরে, বাহিরে,
বিষজ্বালা নিদারুণ করিয়া সৃজন ।
লাগিলা ভাবিতে পুনঃ প্লুত নেত্র-নীরে ;-
“হা কৃষ্ণ, বিপাকে একি ফেলিলে আমায়
দাও শ্রেয়ঃ পথ সত্য, সাধু সদুপায় ।

১৪

“ওদিকে বিশ্বাসঘাত—পাতক অপার,
এদিকে স্বদেশ-দ্রোহ ততোধিক হায় ;
কালসর্প একদিকে গরজে দুর্ব্বার,
অন্য দিকে বভুক্ষিত ব্যাঘ্র ভীমকায় !
একদিকে অধর্ম্মের প্রচণ্ড অনল ;
অশ্রুজল জননীর—উষ্ণ প্রস্রবন

প্রবাহিত অন্য দিকে। একাংশে কেবল,
পৈশাচিক অভিনয়, ইন্দ্রিয়-তর্পণ ;
অন্যত্র হৃদয়-রক্ত ভ্রাতা-ভগিনীর
বহিছে প্লাবিয়া বেগে বক্ষঃ ধরনীর।

১৫

"কি উপায়, হা কেশব ? এ মহা সঙ্কটে
তরিবে কিঙ্কর তব কোন্ পথ ধরি ?
এস হে বিপদবন্ধু, উরি হৃদি-পটে,
তরাও বিপদসিন্ধু দিয়া পদতরী।"
বিচঞ্চল হৃদয়ের ঘোর আন্দোলনে
হইয়া অধীর দ্বিজ, ত্যজিয়া শয়ন,
লাগিলা ভ্রমিতে কক্ষে চিন্তাকুল-মনে ;
কুঞ্চিত ললাট দীর্ঘ ; গম্ভীর বদন।
দিবা অবসান ক্রমে, রবি ম্লানকর,
বার্দ্ধক্যে যেমন বলহীন কলেবর।

১৬

করি রণ বহুক্ষণ হৃদয়ের সনে
করিল সঙ্কল্প স্থির শেষে দ্বিজবর ;
উঠিল কহিয়া উচ্চে উচ্ছ্বসিত মনে,—
"কি ভয় ?—পশিব ঘোর নরকে দুস্তর !
পচিব পুরীষ-কুণ্ডে কোটিকল্পকাল,
করি প্রায়শ্চিত্ত পাপ বিশ্বাস-ঘাতের ;

জীবন থাকিতে তবু এ খড়গ ভয়াল
নারিব হানিতে কভু হৃদয়ে মায়ের !
স্বর্গ মর্ত্ত একদিকে বিশ্বভূমণ্ডল,
অন্যদিকে জননীর বিন্দু অশ্রুজল !

১৭

"হায় মা, জনমভূমি, জননী আমার,
অকৃতী সন্তান তোর যাচে শ্রীচরণে,—
দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দে মা, একবার,
দিই শুভাশুভ সব সত্যের সাধনে।
মর', বাঁচ', 'রসাতলে' যাও আফ্‌জল্ !
যা' থাকে অদৃষ্টে, আজি নির্ভয় পরাণে
করিব প্রকাশ আমি নিশ্চয় সকল
কূট অভিসন্ধি তব, শিবাজীর স্থানে।
লঙ্ঘিতে বিধির বিধি সাধ্য ভবে কা'র ?
স্বকর্ম্মের ফলভোগ কর দুরাচার !"

১৮

পড়িল সহসা ছায়া দ্বার-দেশে কা'র।
চমকি চাহিল দ্বিজ। ভৃত্য একজন
পশি কক্ষে, করি নতি চরণে তাঁহার,
নিবেদিল,—"আহারাদি করি সমাপন,
করিছে বিশ্রাম প্রভু নিভৃত ভবনে !
আদেশ এ দাসে তাঁর, লইতে তথায়

বার্ত্তাবহে আফ্‌জলের অতীব যতনে।"
"হও অগ্রসর ভ্রাতঃ!"—মধুর ভাষায়
কহিয়া, আবরি অঙ্গ উপযুক্ত বাসে,
চলিল সত্বর দ্বিজ শিবাজী-সকাশে।

১৯

ওকি দৃশ্য?—মরি, মরি, দেখ একবার!
প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে এক অতীব সুন্দর,
উর্দ্ধনেত্রে চাহি শিব চিত্রিত-আকার
নিরখিছে চিত্র এক, কিবা মনোহর!
নিশুম্ভের মহারণ চিত্রের বিষয়;
মুক্ত কেশ-পাশে দৃঢ় করিয়া ধারণ,
করিছে ভ্রামিত শূন্যে দেবীরে দুর্জ্জয়—
ভ্রূকুটিভীষণ দৈত্য বিকট-দর্শন!
শোভিছে গগন-পটে ভুবনমোহিনী,
নবীন-নীরদ-ফাঁদে যেন সৌদামিনী।

২০

চাহিয়া সে-চিত্র ভূপ সজল-নয়নে
কহিছে আপন মনে—"হায় মা জননি,
এ দৃশ্য আবার আজি হেরি যে ভুবনে!
মরিয়া বাঁচে কি দৈত্য দানব-দলনি?
নিরখি নয়নে হেন দশা জননীর,
অতি হেয় দানবের এত অহঙ্কার,

কোন্ প্রাণে পুত্র তব রহিবে মা স্থির ?
কেমনে দেখিবে চাহি এই অত্যাচার ?
ত্যজ লীলা লীলাময়ি, না দাও প্রশ্রয়,
অধর্ম্মের বৃদ্ধি হেন কর গো সংক্ষয় !

২১

"পণে বদ্ধ আছ যে মা, সন্তানের পাশে ।*
রাখিবে আপন বাক্য কবে মা, আবার ?
অজিত ভারত কবে, অবাধ আবাসে,
পরানন্দময়ী মূর্ত্তি পূজিবে তোমার ?
পরম পদের তত্ত্ব পাইয়া বিপদে,
স্বজন-বঞ্চিত ওই 'সমাধি'র মত
পা'বে পূর্ণ-জ্ঞানালোক-পথ সেই পদে,
'সুরথ'ও হইবে স্বার্থে পূর্ণমনোরথ ?"
ফিরিল অন্যত্র নেত্র ; চারু চিত্রে রত
দেবযজ্ঞে দুই ভাবে 'সমাধি' 'সুরথ' ।

২২

বিচিত্র বিবিধ চিত্র, মানচিত্রাবলী—
দুর্গম প্রদেশ নানা, ভূধর, সাগর,

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি ।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয়ং ॥
১১শ মাঃ ৫০ । মার্কণ্ডেয় চণ্ডী

নদ নদী, শষ্যক্ষেত্র, শুষ্ক মরুস্থলী,
গিরিদুর্গ, পথঘাট, অরণ্য, প্রান্তর—
শোভিছে প্রাচীর-গাত্রে কিবা সুদর্শন !
ত্যজি চিত্রাবলী ক্রমে, ধীরে বীরবর
মানচিত্র-পাশে এক করিয়া গমন,
লাগিলা হেরিতে দৃশ্য একান্ত-অন্তর।
মন্থর-গমনে আসি পশি কক্ষতল
দাঁড়াইল দ্বারদেশে মূরতি যুগল।

২৩

বুঝিলা সঞ্চার নৃপ অপর প্রাণীর।
সসম্ভ্রমে শশব্যস্তে আসি সন্নিধানে
বন্দিলা ব্রাহ্মণে ভূমে নত করি শির।
আশিষিল দ্বিজ স্নেহ-উথলিত প্রাণে—
"হও রে বিজয়ী শিব, সিদ্ধ-মনস্কাম !"
লইয়া যতনে তবে ভক্তিভরে অতি
পবিত্র আসনে তাঁরে করিয়া সংস্থান,
বসিলা আসনে অন্য মহারাষ্ট্র-পতি।
নীরব ভবন ; ক্ষণ নীরব উভয় ;
ভাষিল শূরেশ তবে প্রশান্ত-হৃদয় :—

২৪

"সুপ্রভাত আজি মম ! করি পদার্পণ
বৈষ্ণব পরম সাধু 'কৃষ্ণাজী ভাস্কর' *

* ইঁহার উপাধি "পান্ত"। ইনি বিজাপুর-রাজ্যের একজন

করিলা পবিত্র ধন্য এ দীন ভবন ;
সার্থক জীবন মোর !—কহ দ্বিজবর,
কি আদেশ দাস-প্রতি ?” বিনত-বদনে
বাক্যহীন কতক্ষণ করি অবস্থান,
করিলা উত্তর দ্বিজ দহিয়া মরমে ;—
“অযোগ্য অতীব মম এ উচ্চ সম্মান !
হায়, শিব, সুরভিত এ পুষ্পে সুন্দর,
নাহি জান, বসে কিবা কীট বিষধর !

২৫

“দিতেছ কাহারে শিব, ‘সাধু’ অভিধান ?
অসাধুর শিরোমণি এই দ্বিজাধম !
নাহিক পাতকী বিশ্বে আমার সমান ;
নরকেও গতি মোর হবে না কখন !”
থামিল ব্রাহ্মণ, মরি, বাষ্পারুদ্ধ স্বর।
কহিল বিস্ময়ে অতি, বীরকুলোত্তম,—
“একি প্রভো !—কেন চিত্ত এমন কাতর ?
কি হেতু অন্তরে এই সন্তাপ বিষম ?
কহ কৃপা করি, কেন হেন দুঃখভার ;
হ’বে না কি দাস হ’তে বিন্দু প্রতিকার ?

সুবিখ্যাত, বিশ্বাসী, সৎসাহসী, সুবিজ্ঞ ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী। ইনি একনিষ্ঠ বৈষ্ণব ছিলেন।

২৬

"গো-ব্রাহ্মণ বিশ্বহিত ধর্ম্ম সনাতন
সত্য-পথ মহাজন-সেবিত জগতে,
নির্ব্বিঘ্ন করিতে সদা সঁপিয়া জীবন
মহারাষ্ট্রগণ এই দৃঢ় মহাব্রতে !
বিসর্জ্জন দিয়া সব বিলাস ব্যসন,
ধরিয়াছে প্রহরণ তাহারা কেবল,
করিতে সর্ব্বস্ব-পণে সঙ্কল্প সাধন ;
শেষ বিন্দু শোণিতের থাকিতে সম্বল,
হ'বে না বিচল তা'রা ব্রত-উদ্‌যাপনে ;
কহ প্রভো, কি ব্যথায় ব্যথিত মরমে।"

২৭

আরক্ত হইল ক্ষণে বীরের বদন।
রোধি বাষ্পবেগ বিপ্র কহিলা এবার,—
"হও সিদ্ধ সাধু-ব্রতে বীরকুলোত্তম !
প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞে এই অগ্নি যে তোমার
হ'বে না নির্ব্বাণ বৃথা, বীরেন্দ্র শোণিতে
সুপবিত্র হবিঃপাতে পরম মঙ্গল,
দিবে সে সুফল সত্য ; সবল অসিতে
অচিরে হইবে ধ্বংস অনর্থ সকল।
মূর্খ আফ্‌জল্ মুগ্ধ আশার ছলনে,
আঁকিছে সুখের চিত্র মোহের স্বপনে !

২৮

"পাঠায়েছে তাই দুষ্ট এই দ্বিজাধমে,
সন্ধির প্রস্তাবে মিথ্যা, করি প্রলোভিত—
প্রতারিত, বীরশ্রেষ্ঠ সাহাজী-নন্দনে
করিতে কুচক্রে কাল শত্রু-কবলিত।
পাপ-অভিসন্ধি সেই করিয়া বহন,
করিতে বিপন্ন মা'র জীবন কুমারে,
শেষ আশালোক আর এ গৃহে পরম
এসেছে এ নরাধম, নিবা'তে ফুৎকারে।
হায় শিব, মোর সম কে পাতকী আর?
অধর্ম্মের সহকারী এই কুলাঙ্গার!"

২৯

ভাসিল নয়ন-নীরে পুনঃ দূত-বর
লজ্জায় ঘৃণায় মুখ করি অবনত।
হাসি মনে মনে শিব করিল উত্তর ;—
"ত্যজ অনুতাপ প্রভো, আত্ম-গ্লানি এত।
নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব এই বিভুর ইচ্ছায় ;
অতি ক্ষুদ্র জীবগণ, নিমিত্ত কেবল,
করে কর্ম্ম ভবে নিত্য তাঁহারি মায়ায় ;
পরম-কারণ সেই ভুবন-মঙ্গল।
কে আমি? কে তুমি? এক তিনি সর্ব্বময় ;
তাঁহারি প্রভাবে ভবে প্রভব প্রলয়।

৩০

সর্ব্ব মূলাধার সেই ; মায়া-যন্ত্রে তাঁর
খেলি মোরা, খেলে সেই যে ভাবে যখন।
উত্থান পতন কালে জন্ম মৃত্যু আর,
তাঁহারি মঙ্গলনীতি ভবে চিরন্তন।
দুঃখের কারণ তাহে কিবা মতিমান ?
কাল-চক্র-গতি সেই হের, মহাবল !
হের, চক্র-জালে স্বীয় সেই হীনপ্রাণ
আবদ্ধ অজ্ঞাতে কিবা ;—নিয়তি সকল !
ভাবে কর্ত্তা অন্ধ নর 'আমি'ই কেবল ;
জানে না অলক্ষ্যে কেবা ঘুরাতেছে কল।

৩১

"ধিক্ শত আফ্জল্ ! বুঝেছি নিশ্চয়,
ভাবি অক্ষমতা স্বীয় সম্মুখ সমরে,
হ'য়ে ভীত প্রাণভয়ে, চিন্তিত-হৃদয়,
কৌশলে সাধিবে কার্য্য ভেবেছ অন্তরে।
হা রে মূর্খ ! চিরদিন এই ব্যাধাচারে
বাসনা কি জয়-ডঙ্কা বাজাতে ভারতে ?
কূট-চক্র-জালে চির-অন্ধকারাগারে
রাখিবে আবদ্ধ পরে যথা ইচ্ছা মতে ?
আশার স্বপন, মূঢ়, মোহের বিকার !
হের ইচ্ছা অন্যরূপ এবে বিধাতার।

৩২

"বলী গুরু-বলে, বুঝি গুরুত্ব কার্য্যের,
করেছে গ্রহণ ব্রত এ দাস অধম।
একটি নয়ন যদি থাকে বিপক্ষের,
জানিও, শিবাজী এই সহস্র-নয়ন।
সাধু-গুরু-জননীর শুভ আশীর্ব্বাদ
কৃপাদৃষ্টি, যদি প্রভো, থাকে এ কিঙ্করে,
কি সাধ্য দুষ্টের, কহ, ঘটায় প্রমাদ,
প্রকাশি পাশব-বল দৈব-শক্তি হরে ?
নাহি ভয় নরোত্তম, ত্যজ পরিতাপ ;
পড়েছে আপন ফাঁদে সেই মহাপাপ।

৩৩

"শুনেছি যখনি, সেই ধূর্ত্ত আফ্‌জল্
সন্ধির প্রস্তাবে দূত করেছে প্রেরণ,
হইয়াছে উদঘাটিত রহস্য সকল,
নখর-দর্পণে সব করেছি দর্শন।
হইয়াছে বহুপূর্ব্বে কর্ত্তব্য নির্ণয় ;
হও ত্বরান্বিত দেব ; দিব তব সাথে
দূত মম সুচতুর সাহসী নির্ভয় ;
বহিবে সে বার্ত্তা মোর যবন সাক্ষাতে।
সন্ধির প্রস্তাবে নাহি অসম্মতি মম,
কপটী যবনে সেই বুঝাবে উত্তম।

৩৪

“ধরহ সাহস ; চিত্ত করহ সবল ;
হীন স্বার্থ দাও বলি ইষ্টদেব-পদে ;
হও বদ্ধপরিকর সাধিতে কেবল
পরম আত্মার প্রীতি সম্পদে বিপদে।
চেয়ে দেখ, কি অনর্থ উপস্থিত দেশে ;
উঠিয়াছে চারিদিকে কিবা হাহাকার ;
রক্ত-স্রোতে—অশ্রু-স্রোতে যাইতেছে ভে’সে
মাতৃবক্ষঃ ; স্বর্ণ অঙ্গ, অসিত মাতার !
কি বিষম স্বেচ্ছাচার ! কোন্ নরাধম
সহিবে নীরবে এই অধর্ম্ম ভীষণ ?”

৩৫

“সহিবে না—সহিবে না থাকিতে জীবন !”—
ভ্রূকুটি-নয়ন দ্বিজ কহিয়া উচ্ছ্বাসে,
করিতে নির্ব্বিঘ্ন ধর্ম্ম-পথ সনাতন
অধর্ম্ম-বিনাশে বদ্ধ হ’লো সত্য-পাশে।
“সাধু !—সাধু !” কহি শিব আনন্দে অতুল,
দ্বিজপদরজঃ শিরে করিয়া গ্রহণ,
কহিলা মধুরে পুনঃ—“বিধি অনুকূল,
লভিলাম সখ্য আজি তব অনুপম !—
গোপীনাথ !”—ফুকারিলা মহারাষ্ট্রপতি ;
পশিল তৃতীয় ব্যক্তি কক্ষে ত্বরাগতি।

৪০

"বদ্ধ সখ্য-সূত্রে এবে এই দ্বিজোত্তম
উন্নত-হৃদয় সাধু স্বধর্ম্মে নির্ম্মল ;
আত্মজন বলি এঁরে করিবে দর্শন ;
লভিবে ইহাঁর পাশে সাহায্য সকল।
বিলম্ব অধিক আর না হয় উচিত ;
যাও ত্বরাগতি দোঁহে দ্রুত তুরঙ্গমে।
হবে না কহিতে আর, তুমি সুপণ্ডিত,
জান' সত্য, হে ব্রাহ্মণ,—জীবনে মরণে,
জননী জনমভূমি আরাধ্য সবার,
সার ধর্ম্ম সদা রক্ষা গৌরব তাঁহার!

৪১

"আর এক কথা, প্রভো,—প্রাণরক্ষা তরে
দুষ্ট ব্রণে সুনিপুণ অস্ত্র সঞ্চালনে,
নহে হিংসাধর্ম্ম যথা ভিষক-প্রবরে,
প্রাণ-রক্ষা-ধর্ম্ম কিন্তু ; তেমতি ভুবনে
দুঃখের কারণ যাহা, কলঙ্ক মানবে,
মূল-উৎপাটনে তার, প্রয়োজন-মত
আয়োজন, অনুষ্ঠান, যথা-বিধি ভবে,
হ'লেও কাহারও ক্লেশ-হেতু আপাততঃ,
অধর্ম্ম নহে সে কভু। ধর্ম্ম সেই ধ্রুব,
জীবের যাহাতে সত্য ইহামুত্র-শুভ!"

---

# ষষ্ঠ সর্গ।

১

শুক্লষষ্ঠী; শুভাশ্বিন; সন্ধ্যা শারদীয়;
শোভিছে শশাঙ্ক শুভ্র সুনীল গগনে;
কি সৌন্দর্য্য প্রকৃতির, নহে তুলনীয়;
উথলিছে সুখ-সিন্ধু ভবনে কাননে।
বসিয়াছে গৃহে গৃহে দুর্গার বোধন;
শুভলগ্ন, শুভক্ষণ; বেদমন্ত্র-ধ্বনি
ধ্বংস করি মায়া-মল মানসে, পরম
সত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ করিছে অবনী।
জাগ্রত নবীন-প্রাণে কি জড় চেতন;
দ্বিতীয় অমরাবতী আজি এ ভুবন।

২

আনন্দের অনাবিল বহিছে তুফান;
উথলিয়া মন্দাকিনী সুর-শৈবলিনী,
হ'য়ে শতধার মরি, হয় যেন জ্ঞান,
পশেছে ভূলোকে আসি, আনন্দ-রূপিণী।
জানি শুভ আগমন আনন্দময়ীর
ত্যজিয়া ভবের গৃহ ভবে শুভক্ষণে,

সুখৈশ্বর্য্য স্বরগের অগ্রে জননীর
এসেছে আনন্দে বন্দ্য ভারত-ভবনে।
আসিয়াছে ষড়-ঋতু ত্যজি সুর-বন
সাজা'তে নবীন বেশে ভারত-কানন।

৩

নন্দন-কানন-শোভা মোহন মন্দার
দেবেন্দ্র-হৃদয়ানন্দ, আসিয়া মরতে,
খুলিয়াছে কি অপূর্ব্ব শোভার ভাণ্ডার
কামিনী-কমল-মুখে অতুল জগতে।
তরুণ-অরুণালোকে যথা কমলিনী,
লোহিত অধরে মধু হাসি ঢল-ঢল,
পাইয়া প্রবাসাগত পতি, সীমন্তিনী
মধুমতী, হইয়াছে আনন্দে বিহ্বল।
সুধা-কুম্ভ স্বরগের করি অধিকার
তুষিতেছে প্রণয়িনী প্রাণেশে তাহার।

৪

শঙ্খ ঘণ্টা বাদিত্রের মধুর নিনাদ,
বালক-বালিকা-কণ্ঠে উচ্চ হাস্যরোল
উঠিতেছে অবিরত; নাহি অবসাদ;
হয়েছে সবাই শিশু পে'য়ে মা'র কোল
দশভুজা দশদিক্ ঢাকি দশ করে,
দিব্য রূপে আলো করি জগৎ সংসার,

লইয়া সন্তানগণে সমান আদরে
মুছাইছে বৎসরের বিষাদ-সম্ভার।
ভূতল গগন কিবা করিয়া প্লাবিত,
পুত্রমুখে 'মা' 'মা' শব্দ হতেছে উত্থিত।

৫

প্রফুল্ল 'প্রতাপগড়' আনন্দ-উৎসবে ;
কি নব উৎসাহে মগ্ন স্থাবর জঙ্গম,
নানাভাবে মনোভাব জানাইছে সবে,
পাইয়া মায়ের অঙ্ক কুমার যেমন।
ভবানী-মন্দিরে, চারু বিল্ব-তরু-মূলে,
আমন্ত্রণ-অধিবাস হ'তেছে মাতার ;
বিবিধ নৈবেদ্য গন্ধ পত্র-ফল-ফুলে
হইতেছে যথাশাস্ত্র পূজা অম্বিকার।
শুদ্ধাসনে সৌম্যমূর্ত্তি বসিয়া ব্রাহ্মণ
দিতেছে কুসুমাঞ্জলি ভবানী-চরণ।

৬

পিন্ধিয়া লোহিত পট্ট-বস্ত্র-উত্তরীয়,
ল'য়ে প্রিয় পারিষদ, পৃথক আসনে,
অদূরে শিবাজী রাজা বীর-বন্দনীয়
বদ্ধাঞ্জলি-কর, বসি এক ধ্যান মনে।
সমাধিস্থ বুঝি সাধু ; প্রেমাশ্রু বয়ানে ;
আসঙ্গে বিষয়-রঙ্গে হইয়া অন্তর,

ভাব-রাজ্যে নিরন্তর ভকতি-বিমানে
পশিতেছে চিত্ত তাঁর দূর দূরতর।
মজি পদ-কোকনদে নন্দ-দুহিতার
কি আনন্দ-রসে মগ্ন মনোভৃঙ্গ তাঁর!

৭

ভকতি-বিহ্বল চিত্ত, নেত্র ছল ছল,
রোমাঞ্চিত বীরবপু,—বীরেন্দ্র-নিচয়,
বসিয়া তাঁহার পাশে নীরব নিশ্চল,
শুনিতেছে বেদমন্ত্র, তন্ময়-হৃদয়।
মৃতসঞ্জীবনী কিবা অমৃত-লহরী,
মন্ত্র-স্বরে প্রত্যেকের বহিছে শিরায়;
সুললিত সেই স্বরে দেহ পরিহরি,
উদাস মানস-হংস কি জানি কোথায়
উধাও অনন্ত-পথে যেতেছে চলিয়া;
কমলে মধুপ যেন, সৌরভে মাতিয়া।

৮

কি ভাব গভীর! ভীম ভূধর-শিখর
অভ্রভেদী, পদানত দীন দুর্ব্বাদল,
চলাচল, জীব, জড়, কানন, প্রান্তর,—
চাপল্যের চিহ্ন বিন্দু নাহি কোন স্থল।
সজ্জিত সকল দিকে শ্রেষ্ঠ সৈন্যগণ,
বরিষ্ঠ বারণ সম, মন্থরে ভ্রমিয়া

নীরবে রক্ষিছে পুরী ; সীমা অতিক্রম
করিয়া, তৃণটি ক্ষুদ্র না পড়ে উড়িয়া।
রন্ধ্রপথে অন্ধকারে কামান ভীষণ,
প্রস্তুত প্রলয়-অগ্নি করিতে বমন।

৯

দুরারোহ গিরিদুর্গ ; উর্দ্ধদেশে তার
মাতৃযজ্ঞ-মহোৎসবে মহারাষ্ট্রগণ
আছে যুক্ত যবে মুক্ত আনন্দে অপার,
সদ্ভাবে পরম হেন হইয়া মগন ;
হের, অধোদেশে তবে কিবা দৃশ্য আর !
জিনিতে প্রবল বৈরী কুচক্র-কৌশলে
হইয়া মোহিত মোহ-মন্ত্রে দুরাশার
পশেছে সে দুরাচার পবিত্র এ স্থলে।
দূত-মুখে শিবাজীর পাইয়া সম্মতি,
এসেছে সন্ধির ছলে সদলে দুর্ম্মতি।

১০

ওই দেখ অভিনয়-অভিনব তা'র !
দুর্গ পাদদেশে ওই বিচিত্র শিবির,
রচিত সুন্দর কিবা অপূর্ব্ব আগার;
বিলাস-ভবন নব যেন নৃপতির।
ঝুলিছে ঝালরে মুক্তা নানারত্নমণি,
যেনরে শারদ-চাঁদে করিয়া শ্রীহীন,

কি দিব্য বিভায় করি উজ্জ্বল অবনী ;
আলোক-আধারে চিত্র বিচিত্র সৌখীন,
জ্বলিছে বর্ত্তিকা শত কিবা সুরভিত !
ইন্দ্রালয় যেন ভূমে হয়েছে উদিত।

১১

স্তবকে স্তবকে ফুল্ল কুসুম-নিকর
চিত্র-পত্র সনে চারু যতনে গ্রথিত
সজ্জিত বিচিত্র শত তোরণে সুন্দর ;
শোভিছে পতাকা মন্দ-বাত-আন্দোলিত
কেন্দ্রদেশে, সুরচিত সুদৃশ্য সভায়,
ভীষণ-মূরতি হের ওই সে যবন,
বসি উচ্চাসনে, মজি গভীর চিন্তায়,
'অদৃষ্ট-তিমির-গর্ভ' করে আলোড়ন।
বসি পার্শ্বদেশে তার প্রশান্ত-বদনে
'কৃষ্ণাজী' জপিছে ইষ্ট 'কৃষ্ণ'নাম মনে।

১২

যবন-সৈনিক সপ্ত পদস্থ প্রধান
রচি অৰ্দ্ধ-চক্র করি উভয়ে বেষ্ঠন,
বসি স্থিরভাবে সবে নিজ নিজ স্থান
অতল ভাবনা-নীরে রয়েছে মগন।
কুভাব-বাতাসে চিত্ত হইয়া চঞ্চল,
সলিলে তরঙ্গ সম, বদনে সবার

উঠিছে বিবিধ ভঙ্গী ; কা'রো ভ্রূযুগল
উত্থিত ললাটে, নেত্র ঘুরে চক্রাকার ;
দশন-দংশনে কা'রো আরক্ত অধর,
সঘন-নিশ্বাসে স্ফীত নাসিকা-বিবর।

১৩

কি জানি কি শোক-মেঘ হৃদয়ে উদিয়া,
উঠিছে ফুটিয়া অশ্রু কাহারো নয়নে ;
অমনি সে অশ্রুজল ফেলিছে মুছিয়া
লুকা'য়ে বদন ছলে অতি সংগোপনে।
উদাস-নয়নে কেহ নিরখি আকাশ
বসি চিত্র সম, নেত্রে না পড়ে নিমেষ,
গাঢ় মসী বিষাদের বদনে বিকাশ ;
রাখি শিরঃ করে কেহ চাহিয়া ভূদেশ।
কি যেন আশঙ্কা-মেঘে অলক্ষ্যে সবার
হয়েছে মানসাকাশ ঘোর অন্ধকার।

১৪

শিবির বাহিরে সৈন্য সুসজ্জিত সবে
ধরি অস্ত্র অন্ধকারে সতর্ক সভয়
করিছে শিবির রক্ষা, ভ্রমিছে নীরবে ;
দুশ্চিন্তা তাদেরো বক্ষে লয়েছে আশ্রয়।
বিরাট বদন মেলি বহুল কামান
শ্রেণীবদ্ধ সংস্থাপিত দুর্গ-অভিমুখে,

আছে গুপ্ত, জাগাইয়ে ক্ষণে সুপ্ত প্রাণ
জ্বালিতে কালাগ্নি স্নিগ্ধ ধরণীর বুকে ।
ল'য়ে নিজ আয়োজন গোলন্দাজগণ
প্রস্তুত পালিতে আজ্ঞা আছে সর্ব্বক্ষণ ।

১৫

পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি করিয়া শ্রবণ
নিশাচর পশ্বাদির পাদ-সঞ্চরণে,
ভাবিয়া বিপদাগম ভীত সৈন্যগণ
নিরখিছে চারিদিক্ চাহি ক্ষণে ক্ষণে ।
পলে পলে অগ্রসর ক্রমে গাঢ়তর
হতেছে রজনী যত, দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
করি দগ্ধ দুষ্টের সে দুরিত-অন্তর,
বাড়িতেছে নিরন্তর উদ্বেগ-আগুন ।
উঠে এই দুরাশার উন্নত-শিখরে,
ডুবে ক্ষণে নিরাশার সুতল সাগরে ।

১৬

আকাশ-কুসুমে মুগ্ধ, আশার ছলনে,
স্বর্ণ-সিংহাসনে এই বসিছে উঠিয়া ;
চূর্ণবক্ষঃ বজ্রাধিক নৈরাশ্য-তাড়ণে,
কাঁদি উচ্চে ভূমে পুনঃ পড়িছে লুটিয়া ।
জাগিয়া দেখিছে স্বপ্ন হতভাগ্যগণ ;
প্রণয়িনী-চন্দ্রানন—পীযুষ-নির্ঝর—

কল্পনা-শয়নে কেহ করিয়া চুম্বন
ভাসিছে সুখের সরে, মোহিত-অন্তর ;
চুম্বে প্রাণপুত্র-মুখ কেহ কুতুহলে,
ভাঙ্গিয়া চমক্ ক্ষণে পশে রসাতলে।

১৭

বৃক্ষকাণ্ডে রাখি শিরঃ কেহবা আবার
করিছে মানস-যুদ্ধ শত্রু-সৈন্য-সনে ;
একাকী প্রবল বৈরী করিয়া সংহার
লয়ে ধন-রত্ন-রাশি ফিরিছে ভবনে।
জানে না—জানে না মূঢ়, অলঙ্ঘ্য নিয়তি,
ধর্ম্মের বিচারে সূক্ষ্ম, অদৃষ্টে তাহার,
লিখেছে ললাটে লিপি নিদারুণ অতি ;
নাচিছে অলক্ষ্যে অহো, অনর্থ অপার !
জানে না,—তথাপি হায়, কেমন-কেমন
ভারভূত যেন আজি সবাকার মন।

১৮

"কৃষ্ণাজি, বাড়িছে ক্রমে সন্দেহ প্রবল !"
ত্যজি দীর্ঘশ্বাস তবে তুলিয়া বদন,
চাহি পার্শ্বগত জনে, কহে আফ্‌জল্ ;—
"কাটি পাশ উড়িল কি বন-বিহঙ্গম ?
কুলক্ষণ এ যে সব ? হ'লো কি বিফল
সকল ভরসা-আশা, এত পরিশ্রম ?

চতুর সে দস্যুরাজ জানে নানা ছল্,—
করিল কি উদ্ঘাটন রহস্য বিষম ?
সঙ্কল্প নূতন কিছু করিল কি আর ?
আছে গুপ্ত কিম্বা, কোন অভিসন্ধি তা'র ?

১৯

"কি হেতু বিলম্ব ? আজি, না বুঝি কারণ,
নাহি দিল দরশন কি হেতু বর্ব্বর ?
রুদ্ধদ্বার দুর্গে বসি করিছে সাধন
গুপ্ত মহামন্ত্র কোন্ কুটিল-অন্তর ?
এই নীরবতা মহা, শান্ত-ভাব তার,
ভীম ঝটিকার পূর্ব্ব-লক্ষণ নিশ্চয় ;
আছে অপেক্ষায় দুষ্ট, সুযোগে নিশার
আক্রমিতে অলক্ষিতে অরি-সৈন্য-চয় !
আসে কালরাত্রি ওই ক্রমে ভয়ঙ্করী,
পাপের প্রশয়-দাত্রী মৃত্যু-সহোদরী !

২০

"উপস্থিত সর্ব্বনাশ ! মহামূর্খ আমি,
করেছি কুঠারাঘাত আপনার পায় ;
কুহকিনী দুরাশার হ'য়ে অনুগামী,
মিত্র ভ্রমে, ডাকি মৃত্যু এনেছি ইচ্ছায় !
কি ভ্রান্তি—কি ভ্রান্তি অহো ! নাহি রক্ষা আর ;
ঊর্ণনাভ-চক্রজালে পতঙ্গের মত,

এ মহা সঙ্কটস্থলে অভেদ্য অপার
হয়েছি আবদ্ধ ; রুদ্ধ পলায়ন-পথ !
সংকীর্ণ কুটিল অতি আগম নির্গম ;
রচি ব্যূহ শৈল-শৃঙ্গ চৌদিকে ভীষণ।

২১

"অবিদিত পথ-ঘাট ; বিপুল বাহিনী
অসম্ভব সঞ্চালন সঙ্কীর্ণ এ স্থলে ;
হ'য়ে পক্ষ বিপক্ষের কাল-নিশীথিনী
অবতীর্ণা তাহে পুনঃ হয়েছে ভূতলে।
এ মহা মহেন্দ্র-যোগে মহারাষ্ট্রগণ
করে প্রজ্জ্বলিত যদি সমর-অনল,
নিশ্চয় নিশ্চয় তবে, তৃণকাষ্ঠ সম
নিশ্চেষ্ট দাঁড়া'য়ে মোরা নিজ নিজ স্থল,
হইব মুহূর্ত্তে হায়, ভস্ম-অবশেষ ;
ফিরিবে না প্রাণী মাত্র বহিতে সন্দেশ।

২২

"কি দেখ কৃষ্ণাজি, আর, হে সামন্তগণ ?
চতুরে চাতুরী তারা খেলেছে নিশ্চয় ;
নিশ্চয় কুচক্র কোন করিয়া সৃজন,
সুযোগের অপেক্ষায় আছে শত্রুচয়।
কি মহা বিশ্বাসঘাত ! প্রতারণা ঘোর !
কি শঠতা !—হায় হায়, হঠকারিতায়,

মূর্খতায় মুহূর্ত্তের একমাত্র মোর,
তরিয়া পাথার তরী ডুবিল কাণায় !
হস্তগত-প্রায় রত্ন জন্মের মতন
অতল জলধি মাঝে হইল মগন !

২৩

"ডুবিল তা' সহ আশা ভরসা সকল ;
গেল প্রাণ ; গেল মান, চূর্ণ অহঙ্কার ;
এতদিনে বিজাপুর হ'লো হতবল ;
হইল দক্ষিণ বাহু অবচ্ছিন্ন তা'র !
হা ধিক, হা ধিক, হায়, ফাটে দুঃখে প্রাণ,—
এই কি অদৃষ্ট-লিপি !—দুঃসহ সমরে
শত্রুশিরঃ লক্ষ লক্ষ দিয়া বলিদান,
জিনি যুদ্ধ, জয়-ধ্বজা তুলিয়া অম্বরে
দেশ-দেশান্তরে কত, আজি এই স্থলে
বদ্ধ বীরসিংহ এই ব্যাধের শৃঙ্খলে !

২৪

"যমজয়ী আফ্‌জল্‌ জগতের ত্রাস,—
কাঁপে নাম মাত্রে যার বিশ্বভূমণ্ডল,
ভ্রূভঙ্গে দুর্জ্জয় শত্রু ক্ষণে হয় নাশ,
বীর দম্ভে বসুন্ধরা যায় রসাতল,—
অতি ক্ষুদ্র কৃমি-কীট পতঙ্গের মত,
মরীচিকা-মায়া-মুগ্ধ কিম্বা মৃগ-প্রায়

হইবে কি এ কুস্থলে আজি সে নিহত ?
হ'বে কবরিত এই পর্ব্বত-গুহায় ?
হা অভাগ্য !—কাল-চক্রে বীর-কুল-মণি
অতি হেয় দস্যু-হস্তে লুঠিবে ধরণী ?

২৫

"নির্দ্দয়া নিয়তি অহো ! পাইয়া সময়,
বুঝেছি নিশ্চয়, বাদ সাধিতে বাসনা ;
নহে ভীত কিন্তু, তাহে এ বীর-হৃদয় ;
করিতে বিপন্ন মোরে বিফল কল্পনা।
দেখিবে ত্রিলোক আজ—অমর-অক্ষরে
লিখিব কালের বক্ষে চিত্র ভয়ঙ্কর,—
কেমনে জীবন ত্যজে বিঘোর সমরে—
শত্রুর শোণিতে উষ্ণ স্নাত বীরবর !
মরিবে বীরের মত বীর আফ্‌জল্
নাশি শত্রু, দহি বন যথা দাবানল !

২৬

"উঠাও প্রলয় ঝড় হে-সামন্তগণ,
কাঁপাইয়ে গিরি-বন বারিধি-অম্বর ;
জ্বাল' বহ্নি ভীম-তেজে দহিতে ভুবন ;
হও বুদ্ধ বীর-মদে, বদ্ধ-পরিকর।
এস সবে ; একযোগে কর আক্রমণ ;
জ্বলিত জীমূত-মন্দ্রে, চমকি দুর্জ্জনে,

রক্ষিতে পরম সত্য ধর্ম্ম সনাতন
কিরূপে সংহার-অস্ত্র ধরিয়াছে বুকে ?
শিশু সুকুমার,—সেও সহাস্য-বদন
ত্যজেছে জীবন, সত্য করেনি লঙ্ঘন।

৩১

"বৃথা এ দুশ্চিন্তা তব প্রলাপ এ' সব !
নহে কাপুরুষ এত শাহাজী-নন্দন ;
অন্যায় আচার তাঁহে অতি অসম্ভব ;
বীরের হৃদয় নহে কপটী কখন।
এসেছে আনন্দময়ী বঙ্গের ভবনে ;
সায়ং-বোধনে আজি ব্যস্ত হিন্দুগণ ;
আসে নাই আজি শিব তাহারি কারণে,
পাঠা'য়েছে বার্ত্তা,—কালি দিবে দরশন।
না কর সন্দেহ আর,—হও দৃঢ়ব্রত,
হ'বে সিদ্ধিলাভ শীঘ্র সাধনা যেমত।"

৩২

বিরত ব্রাহ্মণ। বৃথা পাইয়া আশ্বাস,
ত্যজিয়া গভীর শ্বাস, যবন-প্রধান
লইল আসন পুনঃ; মনে মহাত্রাস
হইল কিঞ্চিৎ যেন ক্রমে তিরোধান।
আশার আলোক ক্ষীণ, আলেয়ার মত,
চমকিল চিত্তাকাশে ঘনঘটাময় ;

এখনি আলোক, ক্ষণে তম ঘনীভূত,
নহে চিন্তা-মেঘ-মুক্ত কভু কু-হৃদয়।
পশিয়া শয়ন-কক্ষে কণ্টক-শয্যায়
যাপিল যবন নিশা মহা উৎকণ্ঠায়।

৩৩

দেখিল ঊষার শেষে, তন্দ্রাবেশে ক্ষণ,
স্বপন ভীষণ কিবা,—শ্মশান-চারিণী
উলঙ্গিনী বামা এক, অসিত—বরণ,
বদন বিমুক্ত, জিহ্বা রক্ত-প্রবাহিনী;
রঞ্জিত শোণিতে শিত অসি বাম-করে,
অন্য করে ছিন্নশিরঃ রুধির-ক্ষরিত,—
করে নৃত্য দিগম্বরী, তুলিয়া অম্বরে
মেঘনাদ ভয়ঙ্কর! ভুবন কম্পিত!
ভীত প্রাণভয়ে পাপী উঠিল কাঁদিয়া!
সভয়ে জাগিল সবে প্রমাদ গণিয়া।

৩৪

হয় নাই নিদ্রা আহা, দারুণ চিন্তায়,
অমঙ্গল আশঙ্কায় আসন্ন আমরি,—
ফিরোজা সুন্দরী বসি অপর শয্যায়
চাহি কাল-চিত্র ভীত-বদন-উপরি;
সভয়-চীৎকার শুনি এবে অভাগার,
বিকার-প্রলাপ শেষ বুঝিয়া নিশ্চয়,

ক্ষোভে দুঃখে দিয়া তা'রে সহস্র ধিক্কার,
গেল চলি বীরবালা ত্যজিয়া আলয়।
ভুজ-সঞ্চালনে ছিন্ন গজ-মুক্তা-হার
পড়িল রজত-পাত্রে তুলি ঝনৎকার।

৩৫

স্বপ্নময়ী সেই মেঘনাদিনী ভামিনী
ভাবিয়া তাহারে, মহাভয়ে বীরবর
চাহিয়া ক্ষণে সে ক্রুদ্ধা কালভুজঙ্গিনী,
শঙ্কায় বিষম নেত্র মুদিল সত্বর ;—
স্বেদসিক্ত কলেবর সঘন-কম্পনে
সংজ্ঞাহারা-প্রায় ক্ষণে, লুঠিল ধরনী
পালঙ্ক হইতে ; পাপ-কলঙ্ক বদনে
কাল-চিত্র কিবা পুনঃ আঁকিল অমনি !
সত্রাসে সকাশে আসি অনুচর-গণ
দেখে দেহ পরশিয়া আছে কি জীবন !

# সপ্তম সর্গ।

১

পোহাইল বিভাবরী ; প্রকৃতি সুন্দরী
ল'য়ে কোলে উষা-কন্যা প্রভাত-কুমার,
স্বর্ণকান্তি, সুবিমল, রূপে আলো করি
লোক-নেত্রে নবভাবে ভাতিল আবার।
আসিল সপ্তাশ্ব-রথে দেব দিনকর
মনোহর প্রকৃতির ; সুবর্ণ ভূষণ
রত্তন-কাঞ্চন কত কুসুম-নিকর
প্রফুল্ল, পরমানন্দে ভরিয়া ভুবন,
দিল উপহার সতী প্রকৃতি-চরণে ;
হাসিল জগত হেরি যুগল রতনে।

২

প্রাতঃক্রিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করি সমাপন,
বিশুদ্ধ-বসন ভক্ত ভারত-সন্তান
পূত করে পুষ্পপাত্র করিয়া গ্রহণ
কুসুম চয়নে সবে করিল প্রয়াণ।
আনে কেহ বিল্বদল, তুলসী নির্ম্মল,
শেফালী, অপরাজিতা, যূথিকা কাঞ্চন,

কৃষ্ণকলি, কৃষ্ণচূড়া, শ্বেত শতদল,
রক্তজবা, করবীর, চম্পক, রঙ্গন।
বসিয়া বিরলে কেহ ফুল্ল ফুলদলে
গাঁথিছে মালিকা মা'র দিতে পদতলে।

৩

নদ নদী সরোবরে, শিখরী-নির্ঝরে
করি পূর্ণ কমণ্ডলু, কুম্ভ নানামত,
আনিয়া বিমল বারি কেহ ক্ষিপ্রকরে
মন্দির মার্জ্জনে মা'র হইয়াছে রত।
সুপাত্রে, সুপত্রে কিম্বা, পবিত্র হইয়া
রচিছে নৈবেদ্য কেহ নানা ফলমূলে
সুরস সুস্বাদু অতি; আনন্দে ডুবিয়া
ঘষিছে চন্দন চারু কেহ শিলাতলে।
তুলসী চন্দনে কেহ পূজি শালগ্রামে,
রাখিতেছে মা'র অগ্রে মূল-তত্ত্ব-জ্ঞানে। *

* ইহা ভুলিয়াই জীব মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া দুঃখ পায়। অসুর-মোহনের জন্য অন্যত্র যে অপর কথা তাহাতে মুগ্ধ না হইলে, ৺ চণ্ডীতেও এই মূলতত্ত্বের সুস্পষ্ট সন্ধান মিলে, মোহ দূর হয়।" "মহামায়া হরেঃ" এবং "যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ" প্রভৃতি বাক্য তাহাতে লক্ষ্যস্থলে। তাহা সাধুসঙ্গে আলোচ্য। তাহার ক্ষেত্র ইহা নহে।

৪

না হ'তে অতীত দিবা প্রহর প্রথম,
হইল আরম্ভ পূজা শুভ সপ্তমীর। *
শুদ্ধচিত্ত শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ-সত্তম
সমাপিলা যথাক্রমে পূজা জননীর।
বীরাসনে স্থিরমূর্ত্তি বসি বীরগণ,
ল'য়ে পত্র-পুষ্পাঞ্জলি শত শত করে
দিল ভক্তিভরে মা'র যুগল-চরণ,
গাহিয়া পরম বেদমন্ত্র সমস্বরে।
রাশি রাশি পত্র-পুষ্প চন্দন-চর্চিত
পাদপদ্ম বরদার করিল আবৃত।

৫

"জয় মা ভবানী জয়!"—জলদ-নিস্বনে
শূরেশ-বদনে শত হইয়া ধ্বনিত,
করিল প্লাবিত দুর্গ-পর্ব্বত-কাননে,
রণবাদ্যে দিগ্বিদিক্ হ'লো মুখরিত।
শ্রেণীবদ্ধ বীরবৃন্দ উৎসাহে মাতিয়া,
হ'য়ে বদ্ধাঞ্জলি-কর মায়ের সম্মুখে
মাগিল বিজয়-বর, বিপক্ষে মথিয়া
তুলিতে বিজয়-ধ্বজা ধরণীর বুকে।

* "অদ্য ১৫৮১ শক (১৬৫৯ খৃঃ) বিকারী নামক সম্বৎসর আশ্বিনমাস শুক্লপক্ষ সপ্তমী, শুক্রবার।" ছত্রপতি শিবাজী।

কাঁপা'য়ে কৃপাণ-কর কালের কামিনী
দিল বরাভয় ভবে ভূভারহারিণী।

৬

জয়-নাদে ঘন ঘন কাঁপিল মেদিনী ;—
মন্ত্রে মৃত-সঞ্জীবন যেনরে আমরি,
মহাশক্তি কিবা এক বিশ্ব-বিজয়নী
প্রকাশিল স্বপ্রভাব সবার উপরি।
অশীতি-উত্তর বৃদ্ধ, শিশু সুকুমার,
সাধিতে সর্ব্বস্ব-পণে পরম কল্যাণ,
ধরি অসি বজ্রমুষ্টে, সাহসে অপার,
করিল প্রতিজ্ঞা দৃঢ় জননীর স্থান।
নীরব হইল ক্ষণে দুর্গ চারিভিত ;
নমিত দেবীর পদে শিরঃ সংখ্যাতীত।

৭

নীরব ভবন ক্ষণ ; নীরব প্রাঙ্গন ;
নীরব ভুবন জন সজীব নির্জ্জীব ;
চাহি মুখপানে মা'র, সজল-নয়ন
কহিল তখন ধীরে যোড়-করে শিব :—
"যাই তবে মা আমার,—দে বিদায় রণে !
রচিয়া কুচক্র মনে পাপের কিঙ্কর
শবর পামর প্রবঞ্চনা—আবরণে
আছে গুপ্ত মহাসিংহে বধিতে সত্বর।

কুহক কুটিল অতি অভেদ্য অপার,
উদ্যত গ্রাসিতে আজি তনয়ে তোমার।

৮

"যাই তবে মা আমার! দস্যু দুরাচার,
মোহ-মন্ত্রে দুরাশার হইয়া মোহিত,
কি শক্তি সাহসে এত, দেখি একবার,
জিনিতে তনয়ে তব হয়েছে ধাবিত!
কি বলে প্রবল এত অধর্ম্ম মহীতে,
উঠিতে চাহে সে দর্পে ধর্ম্মের আসনে।
চাহে দৈত্য দেবগণে চরণে দলিতে,
বসিতে পাশব-বলে সুর-সিংহাসনে!
দেখি মা, দেবের বাস এই আর্য্যস্থান
কি কুহকে এ কলঙ্কে হেন মজ্জমান!

৯

"কেন বা শ্মশান হেন সোনার ভারত;
সে বীর্য্য ঐশ্বর্য্য মরি, সৌন্দর্য্য অপার
কেন হীন প্রতিদিন হ'তেছে নিয়ত;
কেন এ সন্তাপ শত সন্তানে তোমার!
পশিয়াছে কোন্ ছিদ্রে কি ব্যাধি বিষম
শ্রীঅঙ্গে এ ভারতের সদা নিরাময়,
সুপুষ্পে সুন্দর কীট যেমতি নির্ম্মম,
নলের শরীরে কলি কিম্বা নিরদয়!—

দে বিদায় মা আমার,--দেখি একবার
কি সে ব্যাধি, কি বা যোগ্য ভেষজ তাহার।

১০

"জননী গো,—কি জ্বলন্ বিষের অধিক
জ্বলে নিত্য হু-হু করি অন্তর বাহিরে,
নিরখি নয়নে যবে—ধিক্, শত ধিক্!—
কলঙ্ক-কলুষ এই ভারত-শরীরে;
ততোধিক মাগো, আর নিরখি যখন,—
শ্রীঅঙ্গে সে সুপবিত, ধর্ম্মের নিবাস,
অধর্ম্মের এ পীড়ন, অনর্থ বিষম,
নন্দন-কানন কাম-পিশাচের বাস!
কি বলিব মা আমার? বলিবার আর
কি-ই বা আছে গো মা তা চরণে তোমার?

১১

"দিয়েছ যদ্যপি ভার ইচ্ছায় জননি,
এ গুরু কার্য্যের, অতি অযোগ্য এ করে;
দে মা শক্তি ভুজ-দণ্ডে দৈত্যনিসূদনি,
ঘোষি তব নাম নাশি অধর্ম্ম সমরে।
দেখাই, দেবের বীর্য্য—আর্য্যের সন্তান
নহে অপদার্থ কভু, অণুতে প্রত্যেক
অপ্রমেয় মহা-শক্তি সদা বহমান্;
ভ্রমান্ধ নয়ন মাগো, ফুটাই বারেক;

ফুৎকারে উড়াই লঘু এ মায়া-বন্ধন,
বীর-রক্তে এ কলঙ্ক করি মা ক্ষালন।

১২

অত্যাচার কি বিষম, স্বেচ্ছাচার অতি !
নশ্বর শরীরে এই এত অহঙ্কার !
কি ভ্রান্তি, মত্ততা, অহো, দারুণ দুর্ম্মতি !
হায়, মা, সহিবি কত এই পাপভার ?
কি বাকী ভারতে আর ? পাপের চরম—
নারীনির্য্যাতন হ'তে, শোষণ, সংহার,
শঠতা, চাতুরী, চৌর, লুণ্ঠন, পীড়ন,
অবাধে করিছে কেলি কে না বক্ষে তার ?
ধন্য এ ভবন পুণ্য প্রেম সাধনের,
হয়েছে প্রমোদ পুর পাপ-পিশাচের !

১৩

"আর না, আর না, মাগো,—পরিপূর্ণ কাল !
দিস্ না বাড়িতে আর এ পাপ-প্লাবন ;
ডুবিল, ডুবিল সব ; তরঙ্গে উত্তাল
চূর্ণ হ'লো এ পবিত্র পর্ণ-নিকেতন !
দে মা, সে পরম বল পরম আশ্রয়,
একান্ত অভয় এই অসুখ সংসারে ;
কাঁদে ওই কোটি কোটি কাতর হৃদয়,
সভয় ভুলিয়া সত্য বিপদ পাথারে।

বধির হইয়ে মাগো, থাকিস্ না আর ;
নাশিয়া অধর্ম্মে, কর্ ধর্ম্মের উদ্ধার।”

১৪

বহিল প্রেমাশ্রু-ধার আয়ত নয়নে ;
ভক্তি-গদ গদ-কণ্ঠে কহিয়া এতেক
লুটিল ভুতলে শিব, মায়ের চরণে ;
স্তব্ধ চারিদিক পুনঃ নীরব ক্ষণেক।
তুলিয়া বদন তবে বীর-শিরোমণি
মহারাষ্ট্র-কুলকেতু, সম্বোধি স্বগণে
শূরশ্রেষ্ঠ, পাপিষ্ঠের সাক্ষাৎ অশনি,
ভাষিল গম্ভীরে পুনঃ মধুর বচনে :—
“ভ্রাতৃগণ,—ভারতের সুযোগ্য সন্তান,
কহি কিছু এবে শেষ কর অবধান।

১৫

“মহা সন্ধিক্ষণ আজি ভারতেতিহাসে ;
অলঙ্ঘ্য নিয়তি, নিত্য বিধির বিধান,
ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, কা’র এই পুণ্যবাসে
রচিয়াছে সিংহাসনে সুদৃঢ় সংস্থান,—
হইবে প্রত্যক্ষ আজি। দুষ্টা শক্তি চয়
মহারাষ্ট্র-সিংহ-বলে হয়েছে বিকল ;
আছে এখনও যারা অধর্ম্মে দুর্জ্জয়
অঙ্গে দুষ্ট ব্রণ সম ভারতে নির্ম্মল,

দর্পী বিজাপুর এই অন্যতম তা'র ;
হ'বে চূর্ণ-দর্প আজি অস্ত্রে মারাঠার।

১৬

"ক্রূর আফ্‌জল্ ওই কালসর্প জিনি,
বিজাপুর হ'তে সেই ল'য়ে চক্রজাল
আগত আবাসে, সাথে মত্ত অনীকিনী
রক্তপায়ী পশুসম নিষ্ঠুর ভয়াল।
ক্ষুব্ধ ব্যাঘ্র সম ওই, সুযোগ চাহিয়া
রয়েছে বসিয়া পাপী, বাসনা প্রবল
মুহূর্ত্তে এ মহাশক্তি ফেলিতে গিলিয়া,
নিবাইতে বিশ্বগ্রাসী জঠর-অনল।
জান সব ভ্রাতৃগণ ; কালক্ষেপে আর
নাহি প্রয়োজন, করি প্রবন্ধ বিস্তার।

১৭

"হও এবে দৃঢ়তর, ক্ষিপ্রতর সবে,
না রাখি তিলেক দ্বিধা সন্দেহ অন্তরে,
হইয়া নিশ্চয় জয় লভিতে আহবে,
দিতে পাপ-প্রতিফল পাপিষ্ঠ-নিকরে,—
হও অগ্রসর দ্রুত ; উপদেশ মত
কর অধিকৃত ত্বরা নিজ নিজ স্থান ;
দলিতে দুর্জ্জনে রণে প্রস্তুত সতত
থাক সবে, স্থির-লক্ষ্য অবিচল-প্রাণ।

তিলেক বিলম্ব যেন না হয় কখন,
অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিতে সাধন।

১৮

"ভেটিব যবনে আজি অপরাহ্ণকালে
ল'য়ে সাথে অনুচর মাত্র দুইজন ;
রাখিব পশ্চাতে আর বন-অন্তরালে
ধারকরী সৈন্যগণে *, যদি প্রয়োজন।
উৎকর্ণ সতর্ক সদা থাকিবে সকলে ;
জানিলে আভাসে মাত্র বিপদ-সঞ্চার,
বজ্রবেগে অচিরাৎ পড়ি শত্রুদলে
চক্ষের পলকে অরি করিবে সংহার।
না হ'বে পশ্চাৎ কেহ থাকিতে জীবন।
পায় শিক্ষা সমুচিত যেন দুষ্টগণ !

১৯

"কিন্তু সাবধান, ভ্রাতঃ! রাখিও স্মরণ,—
যে জন ত্যজিয়া অস্ত্র ভীত প্রাণ-ভয়ে
করিবে চরণে তব আত্ম সমর্পণ,
যাচিবে জীবন-ভিক্ষা ব্যাকুল-হৃদয়ে ;
বিকলাঙ্গ কিম্বা, যেবা বিমুখ সমরে,
কদাপি তাহারে অস্ত্র না কর প্রহার।

---

* কোকন-দেশীয় সৈন্য। ইহারা বিশেষ সুশিক্ষিত ও রণ দক্ষ ছিল।

যায় প্রাণ—প্রাণাধিক যদি চিরতরে,
গো-মাতা, বৈষ্ণব, বিপ্র, নারীজাতি আর,
নাহি পায় ব্যথা যেন বিন্দু-পরিমাণ ;—
বীর-ধর্ম্ম ভারতের এই ধর্ম্মপ্রাণ !

২০

"আর এক কথা ভাই ;—যদি দৈব-বশে
হয় আজি অবসান জীব-লীলা মম ;
না হ'বে বিচল কেহ ; দ্বিগুণ সাহসে,
ধরি ধ্রুব-পন্থা এই, প্রাণ করি পণ,
সমবেগে মহালক্ষ্যে হ'বে অগ্রসর ;
যোগ্য করে রাজদণ্ড করিয়া অর্পণ,
প্রতিজ্ঞা-পালনে সদা থাকিবে তৎপর
সম্পদে, বিপদে, ভাবি ভবানী-চরণ।
ভুলোনা, ভুলোনা ভাই, জাগে যেন মনে
কর্ত্তব্য পরম তব জীবনে মরণে।"

২১

বিরত হইল বীর। নির্ব্বাক্ সকল
সজল উজ্জ্বল নেত্রে চাহি তাঁর পানে।
অভয়-চরণে পুনঃ ভরসা কেবল,
নমি ভক্তিভরে তবে কায়মনঃ প্রাণে,
হইল উত্থিত সবে। কি ভাবে মহান্
আমরি, মগন আজি হৃদয় সবার !

কি মূর্ত্তি মাতার !—মরি, হয় যেন জ্ঞান,
মহিষ-মর্দ্দিনী আজি আনন্দে অপার,
দিয়া বরাভয় সুতে সমর-তৎপর,
'মাভৈর্মাভৈঃ' রবে রণে অগ্রসর।

২২

তৃতীয় প্রহর বেলা। দেখিতে দেখিতে,
ক্লান্তদেহ দিনদেব দিবসের শ্রমে,
সুশীতল অস্তাচল আশ্রয় লভিতে
চলিল প্রতীচী-পথে চঞ্চল-গমনে।
গরবিনী ছায়া-সতী ফুলি অভিমানে
প্রতীচী-প্রণয়কামী প্রাণেশে হেরিয়া,
ছুটিল পূরবে, প্রাচী-সুন্দরীর স্থানে,
সমদুঃখে দুঃখী দোঁহে কাঁদিতে বসিয়া।
প্রকৃতি আপন মনে বসি অবিরত,
ফলাইছে বিশ্ব-পটে রঙ্গ্ অভিমত।

২৩

যবন-শিবিরে হেথা দুর্গ-পাদ-দেশে,
সুদৃশ্য সভার মাঝে, বিচিত্র আসনে,
বসি বীর আফজল্ সজ্জিত সুবেশে
রত আলাপনে সাধু কৃষ্ণাজীর সনে।
উৎফুল্ল হৃদয় আজি আনন্দে পরম ;
আশার ছলনে মূঢ় কল্পনা-নয়নে

ইষ্ট-সিদ্ধি সন্নিকট করি দরশন,
আঁকিতেছে সুখ-চিত্র কত মনে মনে।
উঠিছে, বসিছে কভু, উদ্বেগে অপার ;
চাহি পথ শিবাজীর আছে দুরাচার।

২৪

ধন্য, 'আশা', ধন্য শক্তি, মহিমা তোমার !
কর রঙ্গ রঙ্গময়ি, কতই ভুবনে !
শিয়রে শমন, মৃত্যু আসন্ন যাহার,
তোমার কুহকময় মধুর বচনে
ভুলে সেও ; ভাবে, সুখে করিবে যাপন
কামিনী-কাঞ্চনে মজি আরো কতদিন।
তোমারি প্রভাবে, তিক্ত বহে গো জীবন
ভাবী সুখ-আশে ক্লেশে অতি দীন হীন।
তুমিই জীবন-গ্রন্থী জগতে সবার,
ধরি আলো চাল' নরে পথে অন্ধকার।

২৫

চাহি কৃষ্ণাজীর পানে, নয়নে বিশাল,
হাসিয়া কুটিল হাসি কপিশ অধরে,
করি বস্ত্রাবৃত যত্নে কৃপাণ করাল
কহে বীর আফ্‌জল্ ;—"এতদিন পরে,—
সেই বিষ-বল্লী মহা বেষ্ঠনে বিষম
করি বদ্ধ বিজাপুর-শক্তি-তরুবরে,

বিশুষ্ক করিতেছিল পেষণে ভীষণ
ঢালিয়া গরল তীব্র অন্তরে অন্তরে,—
হ'য়েছে অদূরবর্ত্তী ধ্বংসকাল তা'র ;
ব্যর্থ কবে আফ্‌জলের তীক্ষ্ণ তরবার ?

২৬

"কৃষ্ণাজি, নিশ্চয় আজি দেখিবে সাক্ষাৎ,
যমের অধিক এই 'যমদাঁড়', মম
বিশ্রম্ভ-আলাপ-মাঝে উঠি অকস্মাৎ
মাটি কাটি কাল সর্প যেমতি ভীষণ,
কেমনে করিবে খণ্ড ক্ষণে শত্রুশির !
হাসি দিয়ে হৃদয়ের ঢাকি হলাহল
বাড়ব-অনলে যথা ঢাকে শীত নীর,
দেখিবে কেমনে করি সঙ্কল্প সফল !
ফিরিবে না আফ্‌জল্ আজি কদাচন,
কবোষ্ণ শোণিতে তৃষ্ণা না করি বারণ !"

২৭

উল্লাসে আপনহারা, অজ্ঞাতে পামর
গুপ্ত অস্ত্র বস্ত্র হ'তে করিয়া প্রকাশ,
করি আস্ফালন, ভ্রম বুঝিয়া সত্বর
ঢাকিল আবার যত্নে ;—মনে মহা ত্রাস ;—
চাহিল চৌদিক্ ক্ষণে চকিত নয়নে ;
দুরু দুরু করি বক্ষঃ উঠিল কাঁপিয়া ;

হায়রে, অভয় কোথা পাপিষ্ঠের মনে ?
লভে শান্তি কোথা পাপ-কলুষিত হিয়া ?
কতক্ষণে, হ'লো দূর হৃদয়-কম্পন,
লাগিল কহিতে পুনঃ মোহান্ধ যবন :—

২৮

"করেছি যা' আয়োজন, অপূর্ব্ব কৌশলে
যেই মহা মায়াজাল করেছি সৃজন,—
হোক্ সে দুর্জ্জয় দস্যু বলে কিম্বা ছলে,
থাকুক্ সে পাপিষ্ঠের সহস্র নয়ন,—
নিস্তার এ হ'তে আর নাহি কোন ক্রমে !
না করিতে পদার্পণ এ-অরি-মণ্ডলে,
ভগ্ন মহীরুহ যথা মত্ত প্রভঞ্জনে
ছিন্নশির দেহ তা'র লুটিবে ভূতলে !
কিন্তু, এ বিলম্ব কেন ? - তৃতীয় প্রহর
নাহি আসে এখনও কি হেতু বর্ব্বর ?"

২৯

না ধরে ধৈরজ প্রাণ, উঠিয়া আবার
লাগিল দেখিতে পথ যবন-সেনানী :
প্রফুল্ল বদন কভু আনন্দে অপার,
বিবর্ণ সভয়ে ক্ষণে, কি হ'বে না জানি ।
হাসে অট্টহাসি এই বিকাশি দশন ;
ভাবান্তর তখনই,—নয়নে উদাস,

চিত্র-পুত্তলিকা সম বিচিত্র-অঙ্কন,
শূন্যমনে হতভাগ্য নিরখে আকাশ।
সহকারী সৈন্যগণ যথা-উপদেশ
প্রস্তুত আপন স্থানে পালিতে আদেশ।

৩০

"সৈয়দ—সৈয়দ"—ত্যজি সহসা আসন,
ডাকিয়া জনেক যোধে যম-দূতাকার,
কহে পাপী আর বার,—"করিয়া ভ্রমণ,
সাবধানে প্রতিস্থান দেখ ত আবার ;
বিন্দু বিসর্গও এক আদেশের মম
করে অতিক্রম কেহ, বিনা বাক্যব্যয়ে
কর খণ্ড শির তার ! যেন প্রতি জন,
সঁপি দেহ প্রাণ মন, একান্ত হৃদয়ে,
থাকে অবিচল, করে আদেশ পালন,
মুহূর্ত্ত অবধি শেষ, প্রাণ যতক্ষণ।

৩১

"প্রচ্ছন্ন কানন-মাঝে, গিরি-গুহা-তলে,
নিষ্কোষ নিশিত অস্ত্র লইয়া উদ্যত,
বীরশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা যত তোমরা সকলে
থাক সন্নিকটে মম দৃষ্টিপথ-গত।
না নড়ে পাতাটি যেন নিশ্বাস-পবনে,
না পড়ে পলক যেন নয়নে প্রজ্জ্বল,

রাখি স্থির-দৃষ্টি লক্ষ্যে, চাহি শুভক্ষণে,
থাক সদা স্বীয় স্থলে অচল অটল !
হয় যদি ব্যর্থ মম অব্যর্থ অশনি,
বিষম বিপৎপাত বুঝিবে তখনি।

৩২

"অবিলম্বে ভেদি বন, যমদণ্ড যথা,
লক্ষ্য করি শত্রুশির পড়িবে অমনি ;
তূর্য্যনাদে সর্ব্বস্থলে ঘোষিয়া বারতা,
দ্বিখণ্ড করিবে দস্যু কাঁপায়ে অবনী।
আর এ অশনি যদি না হয় নিষ্ফল,—
ক্রোধ-বহ্নি মারাঠার বিশ্ব-গ্রাসকারী,
মিশি তাহে প্রতিহিংসা-অগ্নি মহাবল,
আসিবে পলকে সবে গ্রাসিতে হুঙ্কারি।
কিন্তু সে প্রলয়-দৃশ্যে না হও বিহ্বল ;
নিবিবে অচিরে শুষ্কপত্রের অনল।

৩৩

"পতিত পতিরে হেরি, জীবন-বন্ধন,
হৃদয়ে সাহস, শক্তি দেহে মারাঠার,
ভরসা সম্বল এক, আশ্রয় পরম,
হতাশে বিপক্ষকুল হইবে সংহার ;
হ'লে ছিন্ন মূলদেশ যথা তরুবরে
হয় শুষ্ক ক্ষণে শাখা-পল্লব-নিচয় ;

অথবা গ্রাসিলে রাহু যথা দিনকরে,
হয় বিশ্ব-চরাচর অন্ধকারময়।
যাও ত্বরা, নাহি ভয়, নাহি চিন্তা আর,
শেষদিন সৌভাগ্যের আজি মারাঠার!”

৩৪

ভ্রূকুটি ভীষণ মূর্ত্তি, নেত্রে হলাহল,
কহিয়া এতেক বীর, ব্যস্তভাবে অতি
লইতে আসন পুনঃ, সহসা চঞ্চল
দেখিল পশ্চাৎ চাহি;—আসি ত্বরা-গতি,
দাঁড়া'ল 'কুর্নিস্' করি দূত একজন;
করিল জ্ঞাপন—“হের, হে বাহিনীপতি,
অদূরে শিবাজী রাজা করে আগমন!
ভেদি শূন্য-পথ দীপ্ত দম্ভোলি যেমতি,
সারোহী তুরঙ্গ-ত্রয় তুঙ্গ শৃঙ্গ সম
আসিছে এদিকে ওই, ভীম-পরাক্রম!”

৩৫

মহা ব্যস্ততার স্রোত বহিল চৌদিকে;
“আসিছে শিবাজী রাজা!”—অতি অল্পক্ষণে
প্রচারিত প্রতিস্থানে হ'লো মুখে মুখে,
তুলি' বিভীষিকা-চিত্র সবার বদনে।
নিশা-জাগরণে শ্লথ-ভুজ সৈন্যগণ,
চমকি সহসা, আঁখি মেলি নিদ্রালস,

সাপটি ধরিল দৃঢ় করে প্রহরণ ;
জাগিল স্তিমিত বীর্য্য শরীরে অবশ।
দেখাইয়ে শান্তভাব সবে নত শিরে,
চাহিয়া সুযোগ স্থির শিবির-বাহিরে।

৩৬

সতর্ক অদূরে থাকি, সেনানী-আদেশে,
লক্ষ্য করি সভাতল সামন্ত-মণ্ডলী
হইল প্রস্তুত ত্বরা ; অরণ্য-প্রদেশে
গুপ্ত কে কোথায়, যেন সুপ্ত বনস্থলী।
শূন্য সভাতল, মাত্র দুই চারি জন
'কৃষ্ণাজীভাস্কর' আদি, বসি মধ্যস্থলে.
আছে আফ্‌জলের পাশে চকিত-নয়ন।
শুনিয়া সংবাদ ব্যস্ত উঠিল সকলে।
বজ্রমুষ্টে বস্ত্রাবৃত আঁটিয়া কৃপাণ
দাঁড়া'ল সম্মুখে ব্যগ্র যবন-প্রধান।

৩৭

তুলি উচ্চ প্রতিধ্বনি কাননে কন্দরে
উঠিল সঘনে গুরু অশ্ব-পদ-ধ্বনি ;
কাঁপায়ে কান্তার-ভূমি আসিয়া সত্বরে
মিলিল তোরণ-দ্বারে আর্য্য-বীর-মণি ;
'সম্ভাজী কাবাজী' 'জীউমহলা'—যুগল
বীরসিংহ মহাবল, প্রিয় পার্শ্বচর,

উতরিল আসি দ্রুত ; উরি' ভূমিতল,
লইয়া প্রভুরে অগ্রে হ'লো অগ্রসর।
নিস্তব্ধ, নীরব সব, প্রান্তর, শিবির,
ভীম ঝটিকার পূর্ব্বে যথা সিন্ধুনীর।

৩৮

পড়িল ত্রিশূল-ছায়া সহসা ভূতলে
ভয়ঙ্করী ; আমোদিত করিল কানন
স্বর্গীয় সুরভি কোন্ !—নয়ন-কমলে
চাহি উর্দ্ধে নৃপবর করিল দর্শন
ভুবন-মোহন দৃশ্য ! দৈত্য-নিসূদনী
জগতজননী জয়া মুক্তকেশ করি,
বাঁধি কটী রক্তাম্বরে, বিদ্যুৎ-বরণী,
শোভিছে অম্বর-পটে মহাসিংহোপরি ;
করে শূল ভীমতম করি সঞ্চালন
'মাভৈর্মাভৈঃ' শব্দে ভরিছে ভুবন !

৩৯

রোমাঞ্চিত কলেবরে, ভক্তি-ভরে অতি
বন্দি পদ যুক্তকরে অভয়া মাতার,
পশিল নির্ভয়ে সভাতলে নরপতি ;
মোহিত যবন, ভাবি সম্মান তাহার।
উল্লাসে অপার, শত্রু হেরি করগত,
না পারি সহিতে আর তিলমাত্র ব্যাজ,

চাহি বক্রনেত্রে, দূরে হেরি পারাবত,
ধাইল আফ্‌জল্‌, শূন্যে উড়ে যথা বাজ ;
"স্বাগত শিবাজী রাজা !"—কহি অকস্মাৎ,
আলিঙ্গন-ছলে খড়গ হানিল নির্ঘাত !

৪০

বর্ম্মে প্রতিহত অস্ত্র ফিরিল নিষ্ফল
জ্বালিয়া অনল শুধু ; স্ফুলিঙ্গ যেমন
উঠে লৌহ-দণ্ডাঘাতে পাষাণে শীতল।
গর্জ্জিল নৃপেন্দ্র ক্রুদ্ধ আরক্ত-বদন :—
"ধিক্‌ ধূর্ত্ত আফ্‌জল্‌, বিশ্বাস-ঘাতক !
উপযুক্ত প্রতিফল লহ এইবার !"
না পড়িতে পরক্ষণে চক্ষের পলক,
চমকি তুরন্তে, দুই করে তীক্ষ্ণধার
'বিচরিয়া' * 'বাঘনখ' † ধরি ভয়ঙ্কর
করিল বিদীর্ণ তার হৃদয়-উদর !

৪১

করিল চীৎকার ঘোর যবন-রাক্ষস—
"রক্ষা কর, রক্ষা কর, কে আছ কোথায় ?"—
ধরি শেষ অস্ত্র পুনঃ শরীরে অবশ
করিল প্রহার বেগে বিপক্ষের কায়।

* বৃশ্চিকাকৃতি কর্ত্তরিকা ( ছুরিকা )।
† ব্যাঘ্রনখাকৃতি অস্ত্র বিশেষ।

কাটিয়া কিঞ্চিৎ বর্ম্ম সে প্রহারে এবে
হ'লো অস্ত্র করচ্যুত—বিফল-প্রয়াস।
তুলিয়া "ভবাণী" * ভীম কোষমুক্ত তবে
মুহূর্ত্তে শিবাজী ধূর্ত্তে করিল বিনাশ! †
না পড়িতে ছিন্ন শির ভূতল চুম্বিয়া,
ধরিল 'কাবাজী কেশে উল্লাসে গর্জ্জিয়া!

৪২

"জয়, মা ভবানী জয়!"—সিন্ধু-গরজনে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে শত কণ্ঠে হইল ধ্বনিত।

* 'ভবাণী'—শিবাজীর বিখ্যাত তরবারীর নাম। যবন-সেনাপতির দুরভিসন্ধি বিশেষরূপ অবগত হইয়া, কূট রাজনীতি বিশারদ সূক্ষ্মদর্শী সুচতুর শিবাজী, আত্মরক্ষার জন্য, গুপ্তভাবে এই অস্ত্রগুলি ধারণ করিয়া এবং দৃঢ় বর্ম্মে আবৃত হইয়া যবন-শিবিরে আগমন করিয়াছিলেন।

† 'আফ্‌জল্‌ খাঁ শিবাজীকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হন এবং গুপ্ত অস্ত্র দ্বারা তাঁহার বধসাধনের চেষ্টা করেন। সুচতুর শিবাজী মুহূর্ত্ত মধ্যে হস্তস্থিত বাঘনখদ্বারা তাঁহার উদর এবং কর্ত্তরিকা দ্বারা বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সেই অবস্থায় তাহাকে সংহার করিলেন। * * * তিনি প্রতাপগড়ে তাহার মৃতদেহ সমাধি করিয়াছিলেন। সে সমাধি এখনও আছে।' (বিশ্বকোষ ১৫)।

ছুটিল 'সৈয়দপণ্ড' * 'গোবিন্দের' † সনে
নিরখি নিহত পতি ভূমি-বিলুণ্ঠিত।
লক্ষ্য শির শিবাজীর ;—কালান্তক প্রায়
তুলিল 'সৈয়দ' অস্ত্র বিকট-আকার ;
অমনি পড়িয়া লম্ফে পলকে তথায়
একাঘাতে 'জীউ' তারে করিল সংহার।
না তুলিতে তীক্ষ্ণ অসি 'গোবিন্দ' তখন,
ধরিল শিবাজী তারে ব্যাঘ্রের মতন ;

৪৩

কহিলা গম্ভীরে—"বীর,—হে দ্বিজসত্তম,—
অদণ্ড্য অবধ্য তুমি, শিরোধার্য্য-ধন ;
যাও গৃহে। কর সদা স্বধর্ম্ম পালন।
পরধর্ম্ম ভয়াবহ ; বৃথা পরিশ্রম !"

* ইনি বিজাপুরের জনৈক পাঠান।

† ইনি জনৈক ব্রাহ্মণ যোদ্ধা। উভয়েই সমরকুশল মহাবীর। পুরাকাল হইতে দেখা যায় অনেক ব্রাহ্মণও ক্ষত্র-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবল পূর্ব্বসংস্কারই ইহার কারণ। জগতে জীবের বিভিন্ন গতি এইরূপেই সম্ভবে। স্বভাব-বশেই জীব কর্ম্মপর ; সেই স্বভাবই সংস্কার! জন্মমৃত্যুপথে, এক হইতে অন্য ক্ষেত্রে জীব ইহাই লইয়া যায়। "গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধা নিবাশয়াৎ ॥" শ্রীগীতা ১৫।৮॥ "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্ যোনিজন্মসু ॥" শ্রীগীতা ১৩।২১॥

সপ্তমীর বলিদান

বাহিরিল বীর-ত্রয় ত্যজিয়া শিবির
তড়িৎগমনে ; ক্ষণে, স্বপনে যেমন,
সাধি কার্য্য, মহোল্লাসে লয়ে শত্রুশির,
আরোহি তুরঙ্গে বেগে হলো অদর্শন।
কৃষ্ণাজী গোবিন্দসহ গাহি কৃষ্ণনাম,
সুযোগ বুঝিয়া বনে হ'লো অন্তর্দ্ধান।

# অষ্টম সর্গ।

১

সফল সঙ্কল্প এবে, পূর্ণ মনস্কাম ;
পবিত্র-হৃদয়ে শিব, আনন্দে পরম,
ল'য়ে ছিন্ন শত্রুশিরঃ, রক্তে করি স্নান,
পশি দুর্গে দ্রুতগতি, সবার প্রথম
পাদপদ্মে ভবানীর করিলা প্রণাম।
ধন্য আফ্‌জল্‌ ! হের, বিধি বিধাতার !
পাপ-জন্ম হ'তে পাপী পাইল রে ত্রাণ ;
বীরাচারে আজি মহা নৈবেদ্য, তাহার
পাপাঙ্গ, গঙ্গার জলে করাইয়ে স্নান ;
দেবী-পদে পুরোহিত দিল **বলিদান**।

২

শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর রোলে উঠিল বাজিয়া,
মিশি বাদ্যভাণ্ড-সহ, ভেদিয়া গগন।
লভি' আজ্ঞা অমনিই, সময় বুঝিয়া,
কামানে পলিতা দিল দুর্গ-বাসি-গণ।
কাঁপাইয়ে গিরি-দুর্গ, কাঁপায়ে কানন,
একবারে শত শত ভীষণ কামান

জ্বালিল প্রলয়-অগ্নি দহিতে ভুবন ;
ভূকম্পে যেমন, ভূমি হ'লো কম্পমান।
উঠিল যবন-সৈন্যে ঘোর হাহাকার ;
মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি সম্মুখে সবার।

৩

"জয় মা ভবানী জয় ! – জয় শিবাজীর !"
গরজি বিকট রবে,
পাইয়া সঙ্কেত তবে.
হইল ধাবিত যত মহারাষ্ট্র-বীর।

৪

"জয় মা ভবানী জয় !—জয় শিবাজীর !"
শুনিল যবন কাণে,
বজ্রাধিক বাজে প্রাণে,
কি করিবে এখনও নাহি হয় স্থির।

৫

বিহ্বল সকল বীর চিত্রের মতন,
চাহি মুখ পরস্পর,
কাঁপে ভয়ে থর থর,
নাহিক উপায় আর,—নিকট শমন !

৬

সাগর-তরঙ্গ সম প্লাবিয়া মথিয়া
পর্ব্বত প্রান্তর বন,
প্রবল বিপক্ষ-গণ,
প্রলয়-প্লাবন-বেগে আসিছে ছুটিয়া।

৭

হুঙ্কারে বধির কর্ণ, পূর্ণ দিকচয় ;
পশু পক্ষি জীবকুল
ভেদি বন ভয়াকুল,
হ'তেছে ধাবিত দ্রুত ত্যজিয়া আলয়।

৮

কি হয়, কি হয়,—আজি হয় সর্ব্বনাশ।
ভাবিয়া না কূল পায়,
অকূলে আকুল হায়,
নিশ্চল যবন-সৈন্য হইয়া হতাশ।

৯

'যাই পলাইয়া'—ভয়ে ভাবে একবার,
চমকি চৌদিকে চায়,—
কই পথ ?—ভীম-কায়
আসে শত্রু-সৈন্য, করে মুক্ত তরবার।

১০

না সহে বিলম্ব আর ; বিপক্ষ-কৃপাণ
এখনি পশিবে অঙ্গে ;
শোণিত-তরঙ্গে রঙ্গে
প্রাণশূন্য শব-দেহ হবে ভাসমান।

১১

ফুরা'বে—ফুরা'বে হায়, এখনি সকল,
আশা তৃষা অহঙ্কার ;
হ'বে বিশ্ব অন্ধকার !
স্বরোপিত বিষবৃক্ষে ফলেছে গরল।

১২

সম্মুখে সংহার মূর্ত্তি নাচিছে ভীষণ !
নহে তুল্য ক্ষুদ্র পল
এবে বিশ্ব ভূমণ্ডল,
পাদ মাত্র ব্যবধান জীবন মরণ।

১৩

"কি করিস্—কি করিস্, আরে মূর্খগণ !"-
কোমলে কঠোর ধ্বনি,
নূতন প্রমাদ গণি,
শুনিল সমীপে ভীত সহসা যবন।

১৪

চমকি চাহিল সবে চকিত নয়নে,
বিস্ময়ে ডুবিল মন,
দৃশ্য বিশ্ব-বিমোহন,
জাগিল নবীন আশা হতাশ জীবনে।

১৫

বীর-বেশ বামা এক অনল-বরণী
শিবির বাহিরে বেগে
আসি সৈন্য-পুরোভাগে
কহিল মধুরে উগ্র মৃতসঞ্জীবনী :—

১৬

"কি করিস্—কি করিস্, আরে মূর্খগণ!
কাপুরুষ কুলাঙ্গার,
ধরনীর পাপ-ভার
বাড়াইতে শুধু কিরে তোদের জনম?

১৭

"কি করিস্—কি করিস্, আরে মূর্খগণ!
এখনো দাঁড়ায়ে স্থির
অবনত করি শির,
প্রস্তর-গঠিত জড় মুরতি মতন?

১৮

"কি ভাবিছ এখনও নীরবে এমন ?
আসন্ন মরণ-কাল,
শত্রুসৈন্য সুবিশাল
আসিছে হুঙ্কারি, তবু এত অন্যমন ?

১৯

"বিপদে বিহ্বল ওরে, হ'লি কি সকল ?
সিংহ-নাদে ফেরু-সম
করি পুচ্ছ আকুঞ্চন,
ইচ্ছা আত্মদানে কিম্বা শত্রু-পদতল ?

২০

"ভুলি বীর্য্য বাহুবল গৌরব সম্মান,
কর্ত্তব্য চরণে দলি,
দিয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি,—
ধিক্ শত !—চাহ কিরে রাখিবারে প্রাণ ?

২১

"রাখি হেন প্রাণ ওরে, কি পৌরুষ বল্ ?
সে প্রাণে বাঁচিয়া আর
ফিরিতে কি নিজাগার
হয়েছে বাসনা আজি এতই প্রবল ?

২২

"নিশ্চয় বুঝেছ ভুল ;—বৃথা আকিঞ্চন,—
জীবন থাকিতে দেহে
না পাবে ফিরিতে গেহে,
না পাবে করিতে কেহ আত্ম-সমর্পণ।

২৩

"থাকিতে শোণিত বিন্দু এ দেহে আমার,
করতলে এই অসি,
এ গাঢ় কলঙ্ক-মসি
দিব না দিব না দিতে বদনে মাতার !

২৪

"কি হয়েছে ?—কেন এত হতেছ বিহ্বল ?
কিসের অভাব তব ?
আছে তো প্রস্তুত সব,
প্রচুর রণ-সম্ভার—ধন জন বল !

২৫

"মরিয়াছে আফজল্ ?—হয়েছে উত্তম !
কাপুরুষ কুলাঙ্গার,
মৃত্যুই মঙ্গল তার ;
শত-আফজল-শক্তি ধরে বাহু মম !

২৬

"লইলাম আমি তব সেনানীর ভার !
নিশ্চয় জিনিব রণ,
দেখিবে জগত-জন
পাঠান-রমণী নহে পুতুল ক্রীড়ার !

২৭

"কি চিন্তা, কি ভয়, বীর, বীরের সন্তান,
বিশ্ব-জয়ী তব বল ;
চূর্ণ হবে চলাচল,
বারেক উঠিয়া সবে ধর রে কৃপাণ !

২৮

সজ্জিত সংহারে হের অসংখ্য কামান,
রহিয়াছে ওই স্থির,
সমরে অজেয় বীর
অসংখ্য নিষাদি সাদি পদাতিক-গ্রাম।

২৯

"উঠ, উঠ, উঠ ত্বরা,—পল মাত্র আর
না কর অযথা ক্ষয়,
এখনো আছে সময়,
হও ব্যূহবদ্ধ, কর মুক্ত তরবার !

৩০

"জ্বালহ কামান,—যাও গোলন্দাজ-গণ,
কর সব সমতল
গিরি দুর্গ জল স্থল,
শত্রুর চিহ্নটি মাত্র না থাকে যেমন!

৩১

"দীপ্ত গোলা রাশি রাশি, উল্কপিণ্ড প্রায়,
শ্রাবণের ধারা সম
কর বেগে বরিষণ,
চূর্ণ করি গিরিদুর্গ মিশাও ধরায়!

৩২

"'দীন' 'দীন' রবে সবে বিদারি অম্বর,
কর অস্ত্র সঞ্চালন;
আছে তারা কয় জন?
ফুৎকারে তুলার রাশি উড়াও সত্বর!!"

৩৩

নীরবিলা বীর-বালা; নয়ন-কমল
অনল উদ্গার করি
সবার জড়তা হরি,
নির্ব্বাপিত তেজঃবহ্নি জ্বালিল প্রবল।

৩৪

ধন্য রে পাঠান-নারী ফিরোজা সুন্দরী !
রাজপুত-প্রিয়া সম
তোর এই পরাক্রম,
গাহিবে জগত-জন দিবস-শর্ব্বরী ।

৩৫

ঝন্ ঝন্ ঝন্ রবে উঠিল তখনি
নিষ্কোষ কৃপাণ শত
খেলিয়া বিজলী দ্রুত
মেলি ফণা পদাহত যথা কালফণী ।

৩৬

অকাল-প্রলয়ে যেন ডুবাতে ধরণী,
তা সহ, ভীষণাকার
ধূমে করি অন্ধকার
গর্জ্জিল কামান-শ্রেণী তুলি প্রতিধ্বনি ।

৩৭

সাজিল যবন পুনঃ সমরে দুর্ব্বার ;
রোহিলা পাঠান বীর
আবব সমরে স্থির,
উৎসাহে দ্বিগুণ রণে মাতিল আবার ।

৩৮

"জয় মা ভবানী জয় !"—ভেদি গিরি-বন,
চমকিয়া চরাচর,
তুলিয়া গভীর স্বর,
ছুটিল চৌদিক হ'তে মহারাষ্ট্রগণ।

৩৯

নাদিল আবার দুর্গে ভীষণ কামান ;
দুঃসহ গোলার ঘায়
ভূমে গড়াগড়ি যায়
অসংখ্য যবন বীর ত্যজিয়া পরাণ।

৪০

করি-কুম্ভে পড়ে লম্ফে কেশরী যেমন,
ধরি শূল শেল অসি,
বেগে ব্যূহ-মধ্যে পশি
নাশে শত্রু ক্ষণে শত আর্য্য বীরগণ।

৪১

গর্জ্জে 'দীন' 'দীন' রবে যবন-মণ্ডলী,
করে রণ প্রাণ-পণে,
না পারে আঁটিতে রণে
ধর্ম্মপ্রাণ বীরগণে সমর-কুশলী।

৪২

নাচিছে অসংখ্য অসি বিকাশি বিদ্যুৎ,
ধাইছে শাণিত শূল,
তরু যথা ছিন্নমূল
পড়ে সৈন্য, রণরঙ্গ দেখায়ে অদ্ভুত।

৪৩

ছুটিছে শায়ক পুঞ্জ রবি-রশ্মি-প্রায় ;
যবন ধানুকী যত
স্থির-লক্ষ্য, অবিরত
হানে বাণ,—শত্রুবর্ম্মে গুঁড়া হয়ে যায়।

৪৪

শত চেষ্টা যবনের হতেছে নিষ্ফল ;
শতেক যবন যবে
ত্যজিছে জীবন, তবে
একটি মারাঠা কোথা লুটিছে ভূতল।

৪৫

বাজিল দ্বিগুণ পুনঃ প্রলয়-বিষাণ ;
চূর্ণ করি চরাচর
আরম্ভিল ভয়ঙ্কর
অগ্নিবৃষ্টি যবনের বিরাট কামান।

৪৬

মারাঠা ত্রিংশৎ তাহে হ'লো ভূপতিত ;
হেরি, ক্রোধে কম্পমান,
করে খড়্গ খরসান,
'নেতাজী' কাটিয়া শত্রু হইল ধাবিত।

৪৭

"সাবধান নরাধম !"—অশনি-গর্জ্জন—
বামাকণ্ঠে ভীম রব
সহসা শুনিল সব,
চমকি চাহিল,—চিত্র অপূর্ব্ব-দর্শন !

৪৮

যবন-কামান শ্রেণী করি অধিকার
দাঁড়া'য়ে নেতাজী স্থির
দুর্জ্জয়-মারাঠা-বীর ;
রক্ত আঁখি বীরাঙ্গনা সম্মুখে তাহার,

৪৯

অসি আস্ফালিয়া, শূরে করিয়া আহ্বান,
গর্জ্জিতেছে ঘন ঘন—
"সাবধান নরাধম !
ত্যজহ কামান কিম্বা ত্যজহ পরাণ !"

৫০

রাজ-আজ্ঞা,—নারী-অঙ্গে নিষেধ প্রহার ;
নিরুপায় বীরবর,
সাবধানে তুলি কর
রোধিছে অস্ত্রেতে শুধু অস্ত্রটি তাহার ।

৫১

উড়ে কেশ বেশ তার মরি, কি সুন্দর !
নিতম্বের কি কম্পন,
করে খেলা কি নয়ন !
হৃদয়ে বসিয়া মার নিজে হানে শর ।

৫২

রণরঙ্গ রমণীর ভুবন-মোহন ;
কে পুরুষ বলবান্
তাহে না হারায় জ্ঞান,
নাহি করে আত্মদান সে রাঙ্গাচরণ ?

৫৩

কঠোর অতীব কিন্তু মারাঠার প্রাণ ;
স্বধর্ম্মের সেবা তরে
ধরে অস্ত্র যেবা করে
রমণী-ভ্রূভঙ্গে কভু না হারায় জ্ঞান ।

৫৪

চক্ষের পলকে বীর লভি অবসর,
নিরস্ত্র করি বামারে
দিয়া রক্ষি-করে তারে,
হুঙ্কারে বিজয়-বার্ত্তা ঘোষিল সত্বর।

৫৫

ছত্রভঙ্গ হ'লো ক্ষণে হতাশ যবন ;
নাহি আশা ক্ষুদ্র আর,
অবরুদ্ধ চারি ধার,
অবাধ কেবল দ্বার শমন-সদন।

৫৬

"জয় মা ভবানী জয় !"—সঘনে আবার
গর্জ্জিল ভকত-সবে ;
ডাকিল গভীর-রবে
'মেরোপন্ত' মহাবীর সম্মুখে সবার।—

৫৭

"শোন্‌রে যবন, শোন্‌,—বৃথা চেষ্টা আর,
বৃথা এ জীবন-ক্ষয়,
দিবা রাত্র আজো হয়,
অধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ স্বপন নিশার !

৫৮

"এখনো জীবিত যারা, চাহ যদি প্রাণ,
ত্যজ অস্ত্র, নাহি ভয়,
দিব ত্রাণ সুনিশ্চয় ;
মারাঠা বিজিত জনে করে বন্ধু জ্ঞান।"

৫৯

বীরের সন্তান যারা তথাপি অটল,
এখনো মাগিছে রণ,
করিয়াছে প্রাণ-পণ ;
কি করিবে কিন্তু, আর, ক্রমে হীনবল !

৬০

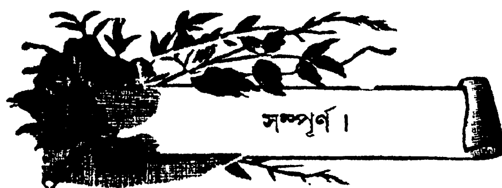
না তুলিতে অস্ত্র এবে, মারাঠা-নিচয়
হতশেষ শত্রুগণে
করি বন্দী অল্পক্ষণে,
তুলিল আনন্দ-ধ্বনি লভিয়া বিজয়।

৬১

অতীত প্রহর নিশা ; শশাঙ্ক-কিরণে
হাসিতেছে গিরি-বন ;
প্রবাহিত সুপবন
জয়বার্ত্তা ভারতের ঘোষিল ভুবনে !

৬২

হরিধ্বনি দিয়া ক্ষণে 'কৃষ্ণাজী-ভাস্কর'
আসিল 'গোবিন্দ' সনে ;
নিল রাজা সযতনে ;
মলমুক্ত মহানিধি শোভিল ভাস্বর !!






১০

# বিজ্ঞাপন।

## গ্রন্থকার কবি-কৃষ্ণামৃতের প্রকাশিত গ্রন্থ ও তাহার সংক্ষেপ পরিচয়।

১। **শ্রীসচ্চিদানন্দ গীতা**। নানাবিধ মধুর মিত্রছন্দে পরমার্থ-পথারূঢ় পরম ভক্তের আত্ম-কথা। প্রায় সমস্ত সংবাদ পত্র ও পত্রিকায় প্রশংসিত। মূল্য ।০।

২। **পাপের প্রায়শ্চিত্ত**। গদ্য কাব্য। পরম ভাগবত মহারাজ অম্বরীষের উপাখ্যান অবলম্বনে ভাগবত-ধর্ম্মানুশীলন। ইহাও সজ্জন-তোষিণী, ভক্তি, শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক প্রভৃতি পত্রিকায় এবং বঙ্গবাসী, বসুমতী ও হিতবাদী প্রমুখ সংবাদ পত্র সমূহে উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভক্তগণ ইহা পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। ইহার ভাষা ভক্তিরসে মাখান। মূল্য ৸০ স্থলে ॥০।

৩। **কাব্যকলাপ**। ইহার উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা কেবল মাত্র আদি সংবাদ পত্র বঙ্গবাসীতেই বাহির হইয়াছিল। ইহাতে 'ভক্তিতে' প্রকাশিত "কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ"; 'ঐতিহাসিক চিত্রে' প্রকাশিত "স্নেহালিঙ্গন" (শক্তসিংহ ও প্রতাপ সিংহের মিলন কাহিনী) প্রভৃতি কয়েকটি চমৎকার খণ্ড কাব্য ছিল। ইহা এখন আর ছাপা নাই। শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইবে।

৪। **শ্রীকৃষ্ণকুসুমাঞ্জলি**। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চাশটি প্রাণস্পর্শী শ্লোক অবলম্বনে ভক্তিপূর্ণ কবিতাবলী। পাঠ করিতে করিতে ভক্ত-হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিবে। সুন্দর বাঁধান। হাফ্-টোন্ চিত্র সম্বলিত। মূল্য ১।০।

৫। **সপ্তমীর বলিদান**। মহারাষ্ট্রকেশরী রাজা শিবাজী ও আফ্‌জল্ খাঁয়ের যুদ্ধ। "পলাশীর যুদ্ধের" পর এমন কাব্য আর হয় নাই। সুন্দর বাঁধান ও হাফ্‌টোন্ চিত্রযুক্ত। মূল্য ১৲। এবং জেলবাইণ্ডিং প্রতি খণ্ড মূল্য ১।০।

(৬। **ভবের খেলা**। অভিনব উপন্যাস। শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।) প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

**প্রাপ্তিস্থান—**

বরেন্দ্র লাইব্রেরী,
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান পব্‌লিশিং হাউস,
২২-১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছাত্র-পুস্তকালয়,
নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

সংস্কৃত-বুক-ডিপো,
২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সাধনা লাইব্রেরী,
২৩।১৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অল-ইণ্ডিয়ান্ পব্‌লিশিং কোং, লিমিটেড,
৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্ন ঠিকানায় জানিতে পারিবেন। এই নভেলখানি কাত্যায়নী মেসিন যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে।

'সপ্তমীর বলিদান' প্রকাশক—

**শ্রীহেরম্ব জীবন চট্টোপাধ্যায় (গোস্বামী)**

বাঁশবেড়িয়া (হুগলী)।